পরপারে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

ফোন :—৩৪-১৭৪৪ গ্রাম :—Publicasun, Cal.

দুই টাকা আট আনা

দ্বাদশ মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬১

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ

প্রসাদদাস গোস্বামী

দাদামহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

কুশীলবগণ

পুরুষ

বিশ্বেশ্বর	...	...	জমিদার
মহিমারঞ্জন	...	...	সরযূর স্বামী
দয়াল	...	...	করুণাময়ীর বৃদ্ধ প্রতিবেশী ও বিশ্বেশ্বরের বাল্যবন্ধু
পরেশ	...	...	সরযূর মাতুল
কালীচরণ	...	...	জনৈক নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি
পার্ব্বতী	...	...	মহাজন
চারু ও বিনোদ	...	...	পার্ব্বতীর বন্ধু

স্ত্রী

করুণাময়ী	...	...	মহিমারঞ্জনের মাতা
সরযূ	...	...	বিশ্বেশ্বরের পৌত্রী
হিরণ্ময়ী	...	...	জনৈক ভ্রষ্টা নারী
শান্তা	...	...	বেশ্যা

পরপারে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর। কাল—প্রভাত

বাড়ীর আঙ্গিনায় করুণাময়ী, তাঁহার বৃদ্ধ প্রতিবেশী দয়াল,
ও প্রতিবেশিনীগণ আসীন

করুণা। আজ আমার বড় আনন্দ। এসো। এ আনন্দে যোগ দাও। আজ আমার বড় আনন্দ।

১ প্রতিবেশিনী। তা ত হবেই। ছোট ছেলের বিয়ে। হবে না?

২ প্রতিবেশিনী। খাসা বৌ হয়েছে। টুক্‌টুকে বৌ!

৩ প্রতিবেশিনী। ঘর আলো করা বৌ!

১ প্রতিবেশিনী। হ্যাঁগা! মেয়েটির বাপ কি করে?

দয়াল। মেয়েটির বাপ মা কেউ নেই।

২ প্রতিবেশিনী। তবে কে আছে?

দয়াল। তার দাদামহাশয়।

৩ প্রতিবেশিনী। দিদিমা।

দয়াল। দিদিমাও নেই!

১ প্রতিবেশিনী। আহা! তা'লে তাকে দেখ্‌বার কেউ নেই!

দয়াল। দাদামহাশয় আছেন। মেয়েটির বাপ মাও সে রকম তাকে দেখ্‌তে পার্ত্ত না—তার দাদামহাশয় যেমন এত দিন দেখে এসেছে।

২ প্রতিবেশিনী। বটে!

দয়াল। বুড়ো দিবারাত্র তাকে বুকের উপর করে' রাখ্‌ত; নিজের হাতে করে' খাওয়াত; আর বল্‌তে বল্‌তে আমার চোখে জল আসে।

৩ প্রতিবেশিনী। কেন গা!

দয়াল। আমিও বুড়ো হয়েছি; কিন্তু দাদামহাশয়ের মত বুড়ো কখন দেখি নি। এদিকে ত দান করে' ফতুর। ওদিকে আবার যেন একখানি মূর্ত্তিমান্ স্নেহ; আর সেই স্নেহের প্রাণ এই নাতিনী। এক দিন—তখন তার নাতিনীর বয়স বছর চারেক হবে—একদিন সকালে বুড়োর ওখানে গিয়েছি। দেখি যে বুড়োর মুখে দড়ি বেঁধে, তার নাতিনী, তার পীঠে দস্তুরমত ঘোড়সোয়ার হ'য়ে বসে', একগাছ কঞ্চি-হাতে করে' বল্‌ছে "হট হট"—আর বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

করুণা। আহা!

১ প্রতিবেশিনী। বল কি গো। বুড়ো তা'লে দস্তুরমত পাগল।

২ প্রতিবেশিনী। বুড়ো ম'র্ব্বে।

৩ প্রতিবেশিনী। সে যা হোক্ কিন্তু খাসা বৌ পেয়েছো দিদি!

দয়াল। বৌ পেয়েছো, কিন্তু হয়ত ছেলে হারালে।

করুণা। সে কি বল ভাই—এমন ছেলে—আমা বৈ জানে না।

১ প্রতিবেশিনী। মা বলতে অজ্ঞান।

২ প্রতিবেশিনী। সুবোধ।

৩ প্রতিবেশিনী। বিদ্বান।

দয়াল। যতই সুবোধ হোক্, মায়ের প্রতি যতই টান থাকুক্—বিয়ে হ'লে ছেলে আর তেমনটি থাকে না।

করুণা। না, না, সে কথা বোলো না ভাই। আমার অমন ছেলে—

১ প্রতিবেশিনী। নিজের হাতে ক'রে মানুষ করেছো।

২ প্রতিবেশিনী। তার অসুখে বিসুখে রাত্রি জেগে নিজের দেহপাত করেছো।

৩ প্রতিবেশিনী। গর্ভে ধরেছো।

করুণা। বল কি ভাই! চিরদিন সে মা বৈ আর জানে না। আর আজ মর্ত্ত্যে বসেছি—আজ সে পর হয়ে যাবে।

দয়াল। এদিকেও ম'র্ত্তে বসেছো, ওদিকেও ম'র্ত্তে বসেছো!

প্রস্থান

প্রতিবেশিনী। কি অলক্ষণে কথা সব।

করুণা। এমন ছেলে পর হ'য়ে যাবে!—হাঁ গা!

৩ প্রতিবেশিনী। শোন কেন ভাই!

করুণা। তাই যদি হয়, হোক্। সে ত সুখী হবে।

২ প্রতিবেশিনী। তা আর হবে না! এমন টুক্‌টুকে বৌ।

১ প্রতিবেশিনী। যেন মা জগদ্ধাত্রী।

৩ প্রতিবেশিনী। হরগৌরীর মিলন!

মহিমের প্রবেশ

করুণা। এই যে বাছা!—মুখখানা যে শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনীগণ। আমরা তবে আজ আসি ভাই।

করুণা। এসো।

প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান

করুণা। মুখখানি শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌চি যে! কোনও অসুখ করে নি ত?

মহিম। না মা—তুমি এখনও খাও নি?

করুণা। না বাবা।

মহিম। খাও গে যাও। তোমার অসুখ ক'র্ব্বে!

করুণা। এত সুখের মধ্যে অসুখ আস্‌বে কোথা দিয়ে!—মহিম! বৌ পছন্দ হয়েছে?

মহিম। তুমি খাও আগে। নৈলে আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না।

করুণা। এই যাচ্ছি।—ও কি, চোখে জল! কি হয়েছে বাবা!

মহিম। মা!

করুণা। কি বাবা।

মহিম। মা!

বক্ষে মুখ লুকাইলেন

করুণা। (কম্পিত স্বরে)) কি বাবা! কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন?

মহিম। না মা! কিন্তু এ কি হ'ল মা! আজ প্রাণ এত আকুল হয় কেন? কে যেন আমাকে তোমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে! ঘরে চোর সেঁধিয়েছে।—আমায় ছেড়ো না মা।

করুণা। সে কি বাছা! এ কি! কাঁপছিস যে—

মহিম। জানি না—কেন।—না, খাবে এসো। আমি তোমার খাওয়া আজ নিজে দেখ্‌বো।

করুণা। কেন।

মহিম। আমার ইচ্ছা হয়েছে।—এসো মা।

নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদমঞ্চ। কাল—সন্ধ্যা

বিশ্বেশ্বর ও সরযূ

বিশ্বেশ্বর। বলি কেমন! বর পছন্দ হয়েছে ত!

সরযূ। যান।

বিশ্বেশ্বর। যাবোই ত! যেতে ত বসেছি। তবে দুদিন আর তর সৈছে না—তোর বর পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। যান।

বিশ্বেশ্বর। তা—এখন আর আমাকে পছন্দ হবে কেন! বুড়ো হয়েছি। এখন নতুন চাই।

সরযূ। আপনি ভারি দুষ্ট।

বিশ্বেশ্বর। মাথায় টেরি, হাতে ছড়ি, চোকে চশমা, আর নবীন গোঁফ—এ নইলে কি এখন মন ওঠে! তবে বর পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা কৈব না।

বিশ্বেশ্বর। তা আর কৈবি কেন! বুড়ো হয়েছি। এতে কি আর মন ওঠে!—সরযূ!

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। আমাকে ঠিক আগেকার মত ভালবাস্‌বি?

সরযূ। বাস্‌বো! চিরদিন বাস্‌বো, যতদিন বেঁচে থাকি।

বিশ্বেশ্বর। তেমনি করে' গলাটি জড়িয়ে ধ'রে দাদামহাশয় বলে' ডাক্‌বি? তেমনি করে' খাবার সময় কাছে এসে বস্‌বি? তেমনি আদর করে'—

সরযূ। দাদামহাশয়! আমি চলে' গেলে আপনার দুঃখ হবে?

বিশ্বেশ্বর। তোর কি বোধ হয়?

সরযূ। তবু জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দেন। বড় কষ্ট হবে?

বিশ্বেশ্বর। কষ্ট! চক্ষু দুটি অন্ধ হলে' মানুষের কি হয় সরযূ? পিতৃ-মাতৃহীনা তোকে আমি যে হাতে করে' মানুষ করেছি, খাইয়ে দিয়েছি। তোর মুখ পানে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—চোক ঠিক্‌রে গিয়েছে তবু যেন দেখা শেষ হয় নি। বুকে চেপে ধরেছি—এমন জোরে চেপে ধরেছি যে, তুই ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠেছিস্। তার পর বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়িয়েছি; মনে মনে ভেবেছি—কাকে এত ভালো বাস্‌ছি? কেন ভালো বাস্‌ছি? ও আমার কে? বুকের রক্ত খাইয়ে কালসাপিনী পুষছি। যখন সে চলে যাবে, তখন যে বুকে ভালো বাসি সেই বুকে ছোবল মেরে চলে' যাবে, আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্ব্ব, আর সে একবার ফিরেও চাইবে না।

সরযূ। দাদামহাশয়! আমি শ্বশুরবাড়ী যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। তুই ত বল্লি, যাবো না। সে ছাড়ে কৈ! সে যে কড়ি দিয়ে কিনেছে। এখন দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হেঁছড়ে নিয়ে যাবে।

সরযূ। কেন আমার বিয়ে দিলেন দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। পরে বুঝ্‌বি কেন দিলাম, কেন আমার হৃৎপিণ্ড টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; কেন নিজের চক্ষু দুটি নিজে উপ্‌ড়ে ফেলে দিলাম; এক দিন বুঝ্‌বি।

সরযূ। কেন দিলেন?

বিশ্বেশ্বর। তোমারই সুখের জন্য দিদি!

সরযূ। আমার সুখ? এ বিবাহে আমি সুখী হবো না।

বিশ্বেশ্বর। সে কি দিদি !

সরযূ। কেন জানি না। আমার মন বল্‌ছে।—দাদামহাশয় ! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। যাবি বৈ কি! শুদ্ধ যাবি! এক বৎসর পরে উল্টো গাইবি ; বল্‌বি—আমি আর দাদামহাশয়ের কাছে ফিরে যাবো না।

সরযূ। ঈস্—

বিশ্বেশ্বর। তখন দেখে নিস্ ! তখন আর তোর দাদামহাশয়কে দিনান্তে একবার মনেও পড়্‌বে না।

সরযূ। আমি যাবো না। দাদামহাশয় ! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। (গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন)—আমি যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। যাবি না কি! আমার কষ্ট হবে না দিদি। সয়ে' যাবে। সয়ে' যাবে। তুই চলে' গেলে আমি কি কর্ব্ব জানিস্ ?

সরযূ। কি কর্ব্বেন ? আত্মহত্যা কর্ব্বেন না ?

বিশ্বেশ্বর। ঈস্ ! তোর জন্য আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব ! ভারি ওমর ! ওরে তোর বিরহে আমি 'কোথায় সরযূ, কোথায় সরযূ,' বলে' কেঁদে কেঁদে রাস্তায় ছুটে বেরোবো না।

সরযূ। তবে কি কর্ব্বেন ?

বিশ্বেশ্বর। এই সঙ্গিহীন বিড়ালের ছানার মত আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেলা কর্ব্ব।

চক্ষু মুছিলেন

সরযূ। না দাদামহাশয়, আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। (কণ্ঠ জড়াইয়া) দাদামহাশয় !

বিশ্বেশ্বর। এ কি তোমার নিয়ম দয়াময় ! একজনের দুঃখ নৈলে কি আর একজনকে সুখ দিতে পারো না ! 'এই ভুজবন্ধন নিজের হাতে ছিঁড়ে

দিতে হচ্ছে। তার চিরদিনের আশ্রয় এই বুক থেকে তাকে নিজে তাড়িয়ে দিয়ে পরের দ্বারে ভিক্ষুক করে' পরের ঘরের দাসী ক'রে দিতে হচ্ছে।—না তুই থাক্। কোথায় যাবি! আমার ঘর আঁধার ক'রে বুক খালি করে' প্রাণ শূন্য করে' কোথায় চলে' যাবি দিদি! না, আমি তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্ব না!

সরযূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন

দরোয়ানের প্রবেশ

দরোয়ান। হুজুর জনকতক বাবু এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দরোয়ান। তা জানি না হুজুর!

বিশ্বেশ্বর। এখন যেতে বল্।

দরোয়ান। যে আজ্ঞে!

দরোয়ানের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। সরযূ!

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। মেঘ করেছে না?—দেখ্ ত।

সরযূ। (দেখিয়া) কৈ না।

বিশ্বেশ্বর। ও! আমারই ভুল!—নিতাই!

নিতাইয়ের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। না কিছু না—যাও।

নিতাইয়ের প্রস্থান

সরযূ। দাদামহাশয়! ও রকম কর্চ্ছেন কেন?

বিশ্বেশ্বর। (সহাস্যে) কৈ না!—আচ্ছা সরযূ! তবে কাল যাবি!

সরযূ। বলেছি ত দাদামহাশয়! আমি যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হয়! বিয়ের পর স্বামীর বাড়ী যেতে হয়। তার পর আবার আস্‌বি। তোর দাদামহাশয় এমনি করে' তোর পথ চেয়ে থাক্‌বে।

দরোয়ানের প্রবেশ

দরোয়ান। গোমস্তা মহাশয় এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দরোয়ান। মোলাকাত চান।

বিশ্বেশ্বর। এখন হবে না!

দরোয়ান। বল্লেন বিশেষ দরকার।

বিশ্বেশ্বর। এখন হবে না। যেতে বল্‌।

দরোয়ানের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। এ সময় বৃথা ক্ষেপণ ক'র্ত্তে পারি না। এর প্রতি মুহূর্ত্ত পবিত্র। বর্ষার আকাশে রৌদ্রের হাস্যের মত বেশীক্ষণের জন্য নয়! কাল দীপ নিভে যাবে। সব অন্ধকার হ'য়ে আস্‌বে!

পরেশের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। কে! পরেশ! কি সংবাদ?

পরেশ। চারুবাবু নীচে এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। ও! তাঁর কন্যাদায়। আজ তাঁকে আস্‌তে ব'লেছিলাম বটে।—পরেশ! তাঁকে ৫০০০ টাকা দিয়ে দাও গে যাও।

পরেশ। দলিল আনেন নাই।

বিশ্বেশ্বর। কিছু দরকার নাই।—ভদ্রলোক!

পরেশ। মানুষকে অত বিশ্বাস কর্ব্বেন না তাওয়াইমহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সে কি! মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্ব না! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার—যে রূপে আমরা দেবদেবীর কল্পনা করি, তাকে বিশ্বাস কর্ব্ব না! জগতের প্রভু, সমাজের নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের গুরু, ত্যাগের শিষ্য, স্নেহের দাস—মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্ব না! বল কি পরেশ! তবে কি পশুকে বিশ্বাস কর্ব্ব?

পরেশ। অনেক মানুষ আছে, যারা পশুর অধম। যারা ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করে, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করে, স্ত্রীকে প্রহার করে, বৃদ্ধ পিতাকে ধাক্কা দিয়ে সংসার থেকে সরাতে চায়—

বিশ্বেশ্বর। ছি ছি! মানুষের নিন্দা কোরো না। মানুষ আমার ভাই! তার নিন্দাবাদ শুন্তে চাই না—যাও গোমস্তাকে বলগে—

পরেশ। কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। যাও বাবাজি!

পরেশের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। সরযূ!

সরযূ। কি দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। কথা কচ্ছিস্ না যে?

সরযূ। কি কথা কৈব দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। কি কথা কৈবি! তাও ত বটে! এখন যত কথা সেই নবীন গোঁফ, আর কোঁকড়া চুল, আর বাঁকা টেড়ির সঙ্গে। না?

সরযূ। যান।

বিশ্বেশ্বর। আমার সঙ্গে ঐ এক কথা—'যান'! আমি ত আর তোর 'প্রাণেশ্বর' নই!—আচ্ছা সরযূ! আমায় একবার প্রাণেশ্বর বলে'

ডাক্ দেখি! দেখি কেমন শোনায়। অনেক দিন কারো কাছে সে মধুর ডাক্ শুনি নি! একবার ডাক্ দেখি!

সরযূ। কি বলেন যে দাদামহাশয়—

বিশ্বেশ্বর। আহা একবার ডাক্ না। তোর প্রাণেশ্বর ত আর এখানে নাই যে রাগ কর্ব্বে। ডাক্ না—'প্রাণেশ্বর', 'নাথ', 'বল্লভ', 'হৃদয়সর্ব্বস্ব'—যা হোক্ একটা কিছু। ডাক্ না। বড় মিষ্ট ডাক্।

সরযূ। কেন? দাদামহাশয় ডাক্ পছন্দ হয় না!

বিশ্বেশ্বর। ম—ন্দ নয়। তবে কি না ওর মধ্যে অতখানি রস নেই। 'দাদামহাশয়'—বল্লি আর টকাশ ক'রে ফুরিয়ে গেল। প্রা—ণে—শ্ব—র—কতখানি টান দেখ দেখি। বল্‌তে বল্‌তে সন্দেশের মত অৰ্দ্ধেক জিভে জড়িয়ে গেল। সমস্তটা বলা হোল না।

সরযূ। সে ত আমার। তাতে আপনার কি!

বিশ্বেশ্বর। আমার কি! আওয়াজটা বেহাগ রাগের মত যেন আমার চক্ষে এসে চুম্বন কর্ল, দেহটা যেন কি একটা নেশায় ঢলে প'ড়্‌ল, অমনি দুইখানি কোমল সুগোল বাহু ফুলের মালার মত কে যেন আমার গলায় জড়িয়ে দিল! কেমন কবিত্ব কর্লাম দেখ্‌লি!

সরযূ। খাসা! আপনি কবিতা লেখেন না কেন দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। মেলে না—যদি কেউ মিলিয়ে দিত, আর অক্ষরগুলোর একটা হিসাব রাখ্‌ত, আমি খুব বড় একটা কবি হ'তাম। তবে ঐ মেলে না।

সরযূ। কেন—অমিত্রাক্ষর?

বিশ্বেশ্বর। মাইকেল অনেক পরিশ্রম ক'রে লিখে গেছে। বেচারীর নামটা লোপ কর্ব্ব! তাই লিখি না।

সরযূ। দেশের সৌভাগ্য!

বিশ্বেশ্বর। ঐ সূর্য্য অস্তে গেল!—চেয়ে দেখ সরযূ! আকাশে কে যেন বর্ণের জাল বুনে দিয়েছে। কি সুন্দর!

সরযূ। কি সুন্দর!

বিশ্বেশ্বর। কাল সন্ধ্যায় এই ছাদের উপরে কেবল আকাশ আর আমি—আর মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার।—ঐ শোন্ সরযূ।

সরযূ। কি দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। গান শুন্তে পাচ্ছিস্!

সরযূ। (কান পাতিয়া শুনিয়া) হাঁ—(সাগ্রহে) কে গাইছে দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ। একজন কালীভক্ত। আমি তাকে মাইনে দিয়ে রেখেছি—আশ্চর্য্য মানুষ!

সরযূ। কি রকম!

বিশ্বেশ্বর। বেশী কথা কয় না। ঐ দেখ, নিজের মনে গান গেয়ে চলেছে। যেন তার সমস্ত প্রাণ সমস্ত ইহকাল ঐ গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে! ঐ যে গান গাইতে গাইতে এই দিকেই আস্‌ছে।—শোন্।

গাহিতে গাহিতে ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ ও প্রস্থান

গীত

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিইছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলক ধাঁধায়—মা হয়ে কি এমন কাঁদায়!
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌লো মায়ের নাড়ী।
হাত ধরে' নিলে মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে;
ভবার্ণবে দিশেহারা—পাচ্ছিলাম না কূলকিনারা,
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা (অমনি) তারা বলে দিলাম পাড়ি।

বিশ্বেশ্বর। পৃথিবী পবিত্র হ'ল—আমার প্রাণ মায়ের নামে ভরে' গেল। সরযূ!

সরযূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন

সরযূ। দাদামহাশয়!

এক হস্তে বিশ্বেশ্বরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অপর হস্তে বস্ত্র দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর গৃহের বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি

পার্ব্বতী, পরেশ ও কালীচরণ আসীন

পার্ব্বতী। বিশ্বশুদ্ধ যে বিশ্বেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করে! তাঁর জমীদারীর এত আয়, অত আয়! কিন্তু নাতিনীর বিয়েতে টাকা ধার কর্ত্তে যান কেন?

পরেশ। সময় অসময়ে টাকা ধার দিতেও হয়, নিতেও হয়।

পার্ব্বতী। ধার দিতে ত কখন দেখলাম না, নিতেই ত দেখ্‌ছি।

পরেশ। তিনি বড় ধার দেন না—দেন ত একেবারেই দেন।

পার্ব্বতী। একেবারে দাতকর্ণ!

পরেশ। নয় ত কি!

পার্ব্বতী। দুদিন পরে হাত ধুয়ে পথে বস্‌তে হবে আর কি!

কালী। অনেকের হাত ধুলেই ফর্সা। ফর্সা আমি এখানে বিকল্পে ব্যবহার কর্চ্ছি, মনে রেখো পরেশ! আর অনেকের (পার্ব্বতীকে

দেখাইয়া) হাত সমুদ্রের জলে ধুলে সমুদ্রের জল রাঙ্গা হয় কিন্তু হাতের দাগ যায় না ; পরিষ্কার বাঙলা বল্‌ছি, না ? সেক্সপীয়র বলেছেন— The multitudinous seas incarnadine, বেশ বলেছেন—কিন্তু বড্ড সংস্কৃত। আমার এ খাঁটি বাংলা। আর—

পার্ব্বতী। কিন্তু পথে বসতে আর বেশী বিলম্ব নাই জেনো। আমি—

পরেশ। পথে অনেকেই বসে। তবে তফাৎ এই যে, দান করে' যে পথে বসে, সে পথে বসে বটে, কিন্তু সিংহাসনের উপরে বসে—পথিক তাকে দেখে তার সম্মুখে ভক্তিভবে জানু পেতে অর্চ্চনা করে। আর অনেকে দান না করে পথে বসে, আর পথের শৃগাল কুক্কুরও তাদের পদাঘাত করে' চলে' যায়।

পার্ব্বতী। দান! দান! দান! বিশ্বেশ্বর দান করে' করেছে কি! আমি ধার দিয়ে জমীদারী কিনেছি। আর তিনি দান করে' জমীদারী খোয়াচ্ছেন—এই ত!

পরেশ। তিনি জমীদারী কিনেন নি বটে, কিন্তু তিনিও কিনেছেন।

পার্ব্বতী। কি!

পরেশ। প্রশংসা।

পার্ব্বতী। ফুঃ! হাওয়া। হুস্‌ করে' উড়ে যায়! কিছু হয় না। কিন্তু জমি কঠিন পদার্থ—আবাদ ক'র্লে ফসল হয়।

কালী। এটা ত পার্ব্বতী বেশ বলেছে হে! আবার উৎপ্রেক্ষা দিয়ে বলেছে। Pope বলেছেন বটে solid pudding against empty praise. কিন্তু প্রশংসা ফুঃ! হাওয়া হুস্ করে' উড়ে যায়—চমৎকার! পার্ব্বতী! shake hands.

করপীড়ন করিলেন

পরেশ। কিন্তু লোকে সকলে আপনাকে বাপান্ত না করে' জল গ্রহণ করে না, তা জানেন!

পার্ব্বতী। হিংসা।

পরেশ। হিংসা আপনার। বিশ্বেশ্বরবাবুর প্রশংসাটি শুনলেই আপনার মুখখানা চক্রাকার হয় কেন?

কালী। But envy withers at another's joy and hates the excellence it cannot reach.

পরেশ। বিশ্বেশ্বরবাবু ত আপনার হিংসা করেন না।

পার্ব্বতী। ওহে মনে মনে করে, কেবল মুখে দেখায় না।—ভণ্ড।

পরেশ। খবর্দ্দার, বিশ্বেশ্বরবাবুকে ভণ্ড বল্‌বেন না! সৈব না।

পার্ব্বতী। কি! মার্ব্বে না কি!

পরেশ। দরকার হয় ত দ্বিধা কর্ব্ব না জেনো!

পার্ব্বতী। ঈস্! ভারি সাধ্য!

পরেশ। তবে দেখবে!

আস্তিন গুটাইলেন

কালী। আহা কর কি! এ মোটেই দার্শনিক অবস্থা নয়। তর্ক করে' মীমাংসা কর। তার বেশী যেও না।

পরেশ। না, তোমার সঙ্গে হাতাহাতি করা আমার লজ্জার কথা। তুমি কি একটা মানুষ?

কালী। আহা—God made him.

চারু ও বিনোদের প্রবেশ

পরেশ। এবার এটা দস্তরমত শয়তানের কারখানা হ'য়ে উঠলো।

।সক্রোধে প্রস্থান

চারু। ব্যাপারখানাটা কি?

পার্ব্বতী। এই হতভাগাটা আমার বাড়ী বেয়ে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে এসেছে—বলে মার্ব্বে।—এসো না! (আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে) আয় না দেখি, পাজী।

কালী। Why পার্ব্বতী, this is worse than quixotic. Don Quixote গিয়েছিলেন যুদ্ধ ক'র্ত্তে wind millএর সঙ্গে। কিন্তু তুমি যাচ্ছ যুদ্ধ ক'র্ত্তে—windএর সঙ্গে।

পার্ব্বতী। আচ্ছা আর একদিন দেখ্‌বো।

বসিলেন

কালী। সেই ভালো—said like a wise man.

পার্ব্বতী। তার পর। এদিকে খবর কি?

চারু। নিলামে উঠেছে। ২৫ নম্বর লাট শ্রীপুর। ২৭এ জুলাই।

পার্ব্বতী। তা জানি! নীলামী ইস্তাহার!

চারু। জারি হবে না। ঠিক করেছি।

পার্ব্বতী। কেয়াবৎ! তবে তুমি এখন এস চারু। আমি একবার এটর্ণির ওখানে যাব।

চারু। কেন আমিই যাচ্ছি।—বল না কি ক'র্ত্তে হবে!

পার্ব্বতী। এখন তোমার আর কোন কাজ নাই?

চারু। আমার আবার কাজ! আমার এই ত কাজ।

পার্ব্বতী। আচ্ছা তবে এই কাগজখানা নিয়ে যাও। সই করে' দিয়েছি। আর সব তিনি জানেন। নাও।

বাক্স খুলিয়া কাগজ চারুর হাতে দিলেন

চারুর প্রস্থান

কালী। For Satan finds some mischief still for idle hands to do.

পার্ব্বতী। তার পর—এদিকে ?

বিনোদ। সব ঠিক !

পার্ব্বতী। কত চায় ?

বিনোদ। বেশী নয় (কর্ণে কর্ণে কহিয়া)—নিখুঁত সুন্দরী।

পার্ব্বতী। গায় ভালো ?

বিনোদ। উঃ !

পার্ব্বতী। ঠিক করে' ফেল।

বিনোদ। আচ্ছা তবে আমি আসি। বিশেষ দরকার আছে।

প্রস্থান

কালী। ওদিকে ঘেঁসো না বল্‌ছি পার্ব্বতী ; বাড়ী বসে' ব্রাণ্ডি খাও—বাস্‌! কিন্তু মেয়েমানুষ—জানো না—

What dire offence from amorous causes springs,
What mighty contests rise from trivial things.

প্রস্থান

পার্ব্বতী। আমি মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুলের নোখ পর্য্যন্ত—পাষণ্ড ! কি কাজ না ক'র্ত্তে পারি !—চুরি ? যতদূর সম্ভব এ চুরি ! জমীদারী চুরি—ইস্তাহার রদ করে'—তা সকলেই করে' থাকে। বিষয় ক'র্ত্তে গেলেই ও সব চাই। আসরে নেমে আর ঘোমটা কেন ! আর এদিক ? আমোদও চাই ত। এর চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করেছি। একদিন—

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

হিরণ্ময়ী। এই যে!

পার্ব্বতী। (চমকিয়া) কে তুমি।

হিরণ্ময়ী। কেন আমি! চেয়ে দেখ, চিন্তে পারো কি না।

প্রদীপ নিজের মুখের কাছে ধরিলেন

পার্ব্বতী। (সবিস্ময়ে) হিরণ্ময়ী!

হিরণ্ময়ী। চিন্তে পেরেছ?

পার্ব্বতী। তুমি কোথা থেকে?

হিরণ্ময়ী। পাগলা গারদ থেকে।

পার্ব্বতী। পাগলা গারদ থেকে?

হিরণ্ময়ী। হাঁ, পাগলা গারদ থেকে। সেখানে কেন গেলাম শুন্‌বে?

পার্ব্বতী। কেন?

হিরণ্ময়ী। তোমার অসীম অনুকম্পায়। তবে শুন্‌বে?

পার্ব্বতী। কি?

হিরণ্ময়ী। তোমার দয়ার কাহিনী! তার প্রত্যেক অক্ষর থেকে টস্ টস্ করে' রক্ত পড়ছে; তার প্রত্যেক ছত্র এক একটা শয়তানী। তবে শোন—তুমি যখন আমায় বিনা খাদ্য, বিনা বসন, সেই নিদারুণ শীতে বিনা একখানি ছেঁড়া কম্বল, সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ফেলে এলে, তখনই আমি পাগল হ'য়ে যেতাম; যাই নাই শুদ্ধ বাছার চাঁদমুখখানির পানে চেয়ে। কিন্তু সে গাঢ় অন্ধকারে আমার সে প্রদাপটিও নিভে গেল। বাছা আমার সেই মাঘের শীতে না খেতে পেয়ে মারা গেল। আমি আমার শরীরের উত্তাপ দিয়ে ঘিরে তাকে রক্ষা কর্ত্তাম, বক্ষ নিংড়ে দুধ বা'র ক'রে তাকে খাওয়াতাম! কিন্তু যে নিজে তিন দিন অনাহারী,

তার দেহে উত্তাপ কোথায়? তার স্তনে দুগ্ধ কোথায়? বাছা আমার শীতে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে আড়ষ্ট হ'য়ে মারা গেল।

স্বর কাঁপিতে লাগিল

পার্ব্বতী। তাতে আমার কি!

হিরণ্ময়ী। তোমার কি! হাঁ—তা বটে, তাতে তোমার কি! সে ত আর তোমার সন্তান নয়। সে যে আমার নয়নের তারা, আমার সাগর-ছেঁচা মাণিক, আমার বুকভরা ধন, আমার সর্ব্বস্ব।

ক্রন্দন

পার্ব্বতী। তা কেঁদে কি হবে!

হিরণ্ময়ী। কিছু হবে না। কেঁদে কিছু হবে বলে' লোকে কাঁদে না। কান্না আসে বলে' কাঁদে। আমি কেঁদে তোমার মন গলাতে আসি নি। তোমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্ত্তে আসিনি। এক দিন ছিল, যে দিন তুমি একশিশি 'সেন্ট' কিনে এনে দিলে আমি মাথায় করে' নিতাম। কিন্তু আজ তুমি যদি কুবেরের ঐশ্বর্য্য এনে আমার পায়ে ঢেলে দাও, আমি তাতে পদাঘাত করে' চলে' যাই।

পার্ব্বতী। তবে এখানে এসেছ কেন?

হিরণ্ময়ী। তোমার কীর্ত্তি তোমায় শুনিয়ে পরে ম'র্ত্তে। শোন। যখন দেখ্‌লাম—যে আমার বাছা কাঁদে না, নড়ে না, চোখ মেলে না—তখন আমি চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্‌লাম—এমন চীৎকার করে' কাঁদ্‌লাম, তেমন বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ কখন কাঁদে নি! কিন্তু কেউ তা শুন্তে পেল না। শীতের কুজ্ঝটিকা বোধ হয় পথে সে ক্রন্দনের কণ্ঠরোধ কর্ল। তার পর সেই মৃত শিশু কোলে করে' ছুটে বেরোলাম। ওঁছুট খেয়ে পড়ে' গেলাম। পরে যখন জ্ঞান হ'ল, দেখ্‌লাম যে, আমি

পুলিশের কবলে, আর আমার মৃত শিশু আমার বক্ষে নাই। তার পর তারা বিচারকর্ত্তার কাছে আমায় নিয়ে গেল। ডাক্তার আমায় পরীক্ষা কর্ল। আমায় কি সব কথা জিজ্ঞাসা কর্ল—বুঝতে পার্লাম না। আমি কি জবাব দিলাম—মনে নাই। পরে আমায় তারা একটা বাড়ীতে পাঠিতে দিল—শুন্‌লাম সেটা পাগলা গারদ। দশ বৎসর সেখানে বাস করে' পরশু সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।—এই তোর কীর্ত্তি।

পার্ব্বতী। সে আমার দোষ নয়।

হিরণ্ময়ী। না, তোমার দোষ নয়। সব দোষ এই হতভাগ্য নারীজাতির। সব দোষ আমার। দোষ আমার যে, আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম; দোষ আমার যে, আমি ধর্ম্ম দিয়েছিলাম; দোষ আমার যে, তোমায় নিদ্রিত পেয়েও হত্যা করি নি।

পার্ব্বতী। কি বল্‌ছ উন্মাদিনী!

হিরণ্ময়ী। (হাসিয়া) ও! এখন থেকেই সাফাই তৈরি কর্চ্ছ! আমি পাগলা গারদের ফের্ত্তা বটে, কিন্তু আমি আর পাগল নই। ডাক্তার পরীক্ষা করে' বলেছে আর আমি পাগল নই, তবে আমায় ছেড়ে দিয়েছে। উন্মাদের প্রলাপ বলে' এমন একটা ভীষণ সত্য, এমন একটা নিষ্ঠুর পরিত্যাগ, এমন একটা মহা শয়তানী উড়িয়ে দিতে চাও। আগুন কি নেকড়া চাপা থাকে!

পার্ব্বতী। (সানুনয়ে) হিরণ্ময়ী!

হিরণ্ময়ী। ভয় নাই, সে কথা রাষ্ট্র কর্ব্ব না। বিচার হ'য়ে তোমার জেল হবে। ফুরিয়ে গেল। নিজের কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র করে' কি হবে! আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি যে, তুমি একটা হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছ, একটা জীবন মরুভূমি করেছ, একটা কুলবালাকে মজিয়েছ, জগৎ হেসে সে কথা উড়িয়ে দেবে; বল্‌বে, "তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করেছ—ওর

দোষ কি, ব্যাধের ব্যবসাই ত হত্যা করা, পুরুষের স্বভাবই ত নারীর সর্ব্বনাশ করা; তুমি কেন ধরা দিতে গিয়েছিলে!" তোমার কেউ দোষ দিবে না। আমার যদি শত জিহ্বা থাকতো, আর প্রত্যেক রসনা জয়ভেরীর শব্দে সে কথা প্রকাশ ক'র্ত্তে পা'র্ত্ত, সংসার পাথরের মত স্থির হ'য়ে তা শুনতো। বাড়ীগুলো ভেঙে পড়ে' যেত না, গাছগুলো জলে উঠ্‌ত না। সব পূর্ব্ববৎ খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। কিন্তু তুমি তোমার ভীষণ ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে ওঠো, শিউরে ওঠো, শিউরে ওঠো।

পার্ব্বতী। চীৎকার কোরো না।

হিরণ্ময়ী। চীৎকার কর্ব্ব না! যদি পার্ত্তাম ত এমন একটা চীৎকার কর্ত্তাম যাতে আকাশ চৌচীর হ'য়ে ফেটে যেত, যাতে জগতের সব আর্ত্তনাদ একসঙ্গে নিনাদিত হোত, যাতে ঈশ্বর কেঁপে উঠ্‌তেন। কিন্তু —হায় ভগবান! মানুষের ইচ্ছাকে এত প্রবল, আর শক্তিকে এত দুর্ব্বল করেছিলে!

ললাটে করাঘাত করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে দ্রুত প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাসবাটী। কাল—অপরাহ্ন

শান্তার গীত

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি নিভৃতে নয়ননীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।
ঊষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু বিকারের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিকগান।

আমি জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা, এসে হেসে চলে' যায় ;
আমি অপর কাহার জীবন যাপন
করি হেন এসে বসুধায়—
আমি বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ ;
আমি চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান।

ওস্তাদের প্রবেশ

শান্তা। আইয়ে ওস্তাদজি ! মেরা মেজাজ আজ ঠিক নেহি হায়।

ওস্তাদ। ঠিক নেহি হায় ! কেয়া হুয়া বেটি ?

শান্তা। তবিয়ৎ আচ্ছি নেহি, আওর কুছ নেই। আভি একঠো নয় বাঙ্গলা গীত কসরৎ কর্‌তি থি।

ওস্তাদ। বহুৎ খুব—লেকেন—

শান্তা। (হাসিয়া) ওস্তাদজি, সব বাতমে একঠো 'লেকেন' হোনা চাহিয়েই।

ওস্তাদ। ওহো ! সমজ গই। লেকেন উয়ো হামরা আদৎ হো গই—লেকেন—

শান্তা উচ্চ হাসিল

ওস্তাদ। কেয়া মিঠা আওয়াজ ! তোমারা হাসই গীত হয়—আওর কেয়া গীত গায়থি বেটী।

শান্তা। উস্ হাস শুন্‌কে কই রূপেয়া দেগা ওস্তাদজি !

ওস্তাদ। নেই দেনেসে কেয়া হরজ—

শান্তা। খানা পিনা চলেগা কেইসে ?

ওস্তাদ। উহ মুস্কিল কি বাত হায় বেশখ্। লেকেন গীত বেচনেকা চীজ নেহি হায়। গায়েগী দিলসে, যো শুনেগা উহ মসগুল্ হো যায়গা। গুল কেয়া গাহক কো ওয়াস্তে রং বেরং হাস্তা হায় বেটী ?

শান্তা। বহুৎ খুব! আজ সেলাম ওস্তাদজি।

ওস্তাদ। সেলাম! কাল আওয়েঙ্গে ?

শান্তা। বেশখ্। আদাব!

ওস্তাদ। আদাব!

প্রস্থান

শান্তা। সত্য কথা বলেছো ওস্তাদজি—এই গান বেচে খেতে হবে! আর একটা কথা তুমি বল নি আমার দুঃখ হবে বলে'—কিন্তু সে কথা ঐ কথার মধ্যেই আছে। দুঃখের সেরা দুঃখ এই যে এই রূপ বেচে খেতে হচ্চে! নারীর রূপ—যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান; নারীর রূপ—যা ইন্দ্রধনুর মত সেই অনাদি শুভ্র রূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ—যার মহিমায় পৃথিবী মদভরে উঁচু করে' স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছে, যেন বল্‌ছে—দেখাও দেখি এর মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ—যার পদতলে সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য এসে লুটিয়ে পড়ে; যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীতে বেজে ওঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে ওঠে, জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হ'য়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্য্যের কোমল করস্পর্শে পশুও বশ হয়; সেই নারীর রূপ বেচে খেতে হচ্ছে! ওঃ! (বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা নিজের প্রতিচ্ছবি প্রকাণ্ড আয়নায় দেখিয়া) ও কে! না আমারই প্রতিচ্ছবি! (নিরীক্ষণ) মহিমাময়! এ রূপ পুরুষ কামুক ভাবে স্পর্শ ক'র্ত্তে পারে! এ রূপ দেখে পুরুষ সবিস্ময়ে ভক্তিভরে এর পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়্‌বে না? তবু এই রূপ লালসার গ্রাস থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য অস্ত্র নিয়ে বেরোতে হয়! আশ্চর্য্য!

দাসীর প্রবেশ

শান্তা। (চমকিয়া) কে!

দাসী। গোপালবাবু এসেছেন।

শান্তা। তাড়িয়ে দে! কুকুর লেলিয়ে দে!

দাসী। তাড়িয়ে দেবো?

শান্তা। হাঁ—নিকালো! নিকালো!

দাসী। সে কি! ও কি! ও রকম কর্চ্ছ কেন!

শান্তা। না না যা, চলে' যেতে বল্। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্ব না।

দাসী। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন "কেন?"

শান্তা। উত্তর দিস্ না—আচ্ছা উত্তর দিস্! বলিস্ আমি তাকে ঘৃণা করি—

সবেগে প্রস্থান

দাসী বিস্ময়ে চলিয়া গেল

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর। কাল—রাত্রি

করুণাময়ী ও দয়াল দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

করুণা। আমার জীবনের সাধ মিটেছে—ছেলের বৌ পেয়েছি। এখন ম'র্ত্তে পার্লেই হয়। তারা ব্রহ্মময়ী! পার কর মা!

দয়াল। এত তাড়াতাড়ি কেন? আরও একটু দেখে যাও।

করুণা। আর দেখ্‌তে চাই না ভাই! এর পরে কি হবে কে জানে। দিন থাকতে সরা ভালো।

দয়াল। ঐ যে তোমার গোপাল আস্‌ছেন।

মহিমের প্রবেশ

মহিম। মা!

করুণা। কি বাবা!

দয়াল। কি! আমার পানে চাইছ যে! ও! বুঝেছি। আমি যাচ্ছি। প্রস্থান

করুণা। (মহিমের স্কন্ধে হাত দিয়া) কি বাবা! মুখখানা ভার ভার দেখ্‌ছি যে! (সাগ্রহে) কি হয়েছে বাপ?

মহিম। মা, তুমি বৌকে বকেছ?

করুণা। বৌমা কিছু বলেছে না কি?

মহিম। না—তবে—তুমি বক্‌ছিলে আমি শুন্‌ছিলাম।

করুণা। নিজেই যখন শুনেছ—তখন আর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন বকেছি কি না? হাঁ বাবা, আমি বৌমাকে বকেছি। সংসারের কাজকর্ম্ম শেখাতে হ'লে মাঝে মাঝে ধমক ধামক দুটো একটা দিতে হয়।

মহিম। তার কাজ শেখার দরকার কি?

করুণা। ওমা তা নৈলে চলে! আমি ত আর চিরকাল থাক্‌বো না। একদিন ত এই সংসার তাকেই দেখ্‌তে হবে।

মহিম। যখন হবে তখন দেখা যাবে। এখন কি!

করুণা। মেয়েমানুষের ঘরের কাজকর্ম্ম শেখা দরকার—তা এখনই কি আর তখনই কি! আর আমি বুড়ো হয়েছি—একা সব পেরে উঠি না।

মহিম। এতদিন ত পার্চ্ছিলে! মা, আমি ঘরে বৌ এনেছি দাসী আনি নি। আমার বৌ কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

করুণা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

করুণা। বেশ—তা—আচ্ছা যতদিন বেঁচে থাকি, আমিই কর্ব্ব। তোর বৌকে পুতুল সাজিয়ে তুই কোলঙ্গায় তুলে রেখে দিস্‌।

মহিম। না, বৌ এখানে আর থাক্‌তে পার্ব্বে না। ওর শরীর খারাপ হচ্ছে। তুমি ওকে কিছু দেখ না। তার উপর—

করুণা। তার উপর—থাম্‌লে কেন! বলে' যাও বাবা।

মহিম। সত্য কথা বল্‌বো তাতে দোষ কি! ও বড়মানুষের নাতনী—কারো চোখরাঙ্গানী কখনও সহ্য করে নি। তুমি যা পারো, ও তা পারে না।

করুণা। ও! বেশ! আমি আর তোর বৌকে একটা কথাও বল্‌বো না।

মহিম। না—আর তা—ওর—না—ও তার দাদামহাশয়ের বাড়ী চলে' যাবে।

করুণা। ও! তার দাদাশ্বশুরের বাড়ী কলকাতায়, আর তোর কলেজ কলকাতায়—তাই! না?

মহিম। না মা, তার জন্য নয়। ও এ পাড়াগাঁয়ে থাকতে পার্ব্বে না। এ ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ও থাক্‌তে পারে না। বিশেষতঃ তুমি ওকে কিছু দেখ না। ও নিজের বাড়ী চলে যাবে।

করুণা। আর এ ওর পরের বাড়ী! বেশ! তা ও যাবে কেন! আমিই যাচ্ছি! আমি কাশীবাস কর্ব্ব। এতদিন আমার তাই করা উচিত ছিল। তাহলে তোর ভালবাসা বুকে করে' মর্ত্তে পার্ত্তাম। মা জানি—আজ একজন পরের মেয়ে এসে আমার মৌরুষী আস্তানা থেকে আমায় তাড়িয়ে দেয়—তাও দেখ্‌তে হ'ল! মা দুর্গা! আমি বুড়োবয়সে সংসারে মজে' আছি, সব ভুলেছি, তবু ছেলের চিন্তা ভুল্‌তে পারি নি—যখন তোমার পায়ে সব ঢেলে দেওয়া উচিত ছিল—তার খুব শাস্তি দিলি মা! ঘাড় পেতে নিচ্ছি! আর না। মহিম, আমার কাশী যাবার বন্দোবস্ত করে' দাও।

মহিম। বেশ কালই দেবো।

করুণা। তোর বৌকে নিয়ে তুই সুখে ঘরকন্না কর্। আমি শুনেও সুখী হব। তুই সুখে থাক বাছা। আর কিছু চাই না। তবে মায়ের চেয়ে তোর বৌ বড় হ'ল—এই কথাটা চিরদিন আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে থাক্‌বে। কোথাকার এক বেহায়া হাঘরে মেয়ে—

মহিম। মা, মুখ সাম্‌লে কথা কও। ও হাঘরে মেয়ে না তুমি হাঘরে মেয়ে ?

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। চোপ্‌রও বেয়াদব! মায়ের কথার উপর কথা! উচ্ছন্ন যেতে বসেছিস্ হতভাগা—বেরো বাড়ী থেকে।

মহিম। কার বাড়ী ?

দয়াল। দিদির বাড়ী। এখনও তোর মা মরে নি জানিস্। যা তুই তাঁর ত্যাজ্যপুত্র। মায়ের কথার উপর কথা!—দিদি! তোমার ও ত্যাজ্যপুত্র। বা'র করে' দাও বাড়ী থেকে!—দিদি!

করুণা। না না—ও যে ছেলে—ও যে ছেলে! ছেলেকে কি তা বল্‌তে পারি! ছেলেকে কি বল্‌তে পারি "বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।" তা কি পারি দয়াল! আমি যে মা—মা!—বাছা, তোর বৌকে আমি আর একটা কথা বলবো না। সে আমার বাড়ীর রাজরাণী হ'য়ে থাকুক আমি তাকে দেখব, তার দাসীপনা কর্ব্ব! কেবল তুই আমায় তেমনি ভালোবাস, যেমন একদিন বাস্‌তিস্। আমার গলাটি জড়িয়ে তেমন আদর করে' হেসে মা ব'লে ডাক্—যেমন ডাক্‌তিস্! বুড়ো হয়েছি। আর ক'দিন! তার পর আমায় একেবারে ভুলে যাস্! আমি আর চাইতে আসবো না। তবে যে ক'দিন বেঁচে আছি—তোর মা যেন সেই মা-ই থাকে—বাছা আমার!

কাঁপিতে কাঁপিতে মহিমের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন

সরযূর প্রবেশ

সরযূ। ও কি কর্চ্ছ মা! ও কি কর্চ্ছ! ছেলের পায়ের তলায় মা!—ওঠো মা, নৈলে পৃথিবী উল্টে যাবে, সূর্য্য খসে' পড়্‌বে, আকাশ জমাট হ'য়ে যাবে, সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠ্‌বে। (মহিমকে)—কি! অবাক্ হ'য়ে আমার মুখের পানে চাইছ কি! ওদিকে চেয়ে দেখ। দেখ, তোমার পায়ের তলায় মা! (করুণাময়ীকে)—ওঠো মা (উঠাইলেন) অবোধ ছেলের অপরাধ নিও না। (মহিমকে) তবু চুপ ক'রে' দাঁড়িয়ে! হাত যোড় কর। পা জড়িয়ে ধর—তোমার চোখের জলে মায়ের ঐ রাঙ্গা পা দু'খানি ধুইয়ে দাও। করছো কি!

মহিম। মা, ক্ষমা কর।

পা জড়াইয়া ধরিলেন

সরযূ। মা, তোমার ছেলেকে কোলে নাও। আর—আমি তোমার দাসী। ঘরে কাজকর্ম্ম শিখি নি। শিখিয়ে নিও মা। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

পদতলে পড়িলেন

করুণাময়ী। ওঠ মা লক্ষ্মী! যদি রাগেব মাথায় কিছু বলে থাকি কিছু মনে করিস্ না মা। বুড়ো হয়েছি—সব সময় সব কথা গুছিয়ে ঠিক কবে' বলতে পারি না। বাছা আমার!

মহিমকে ও সরযূকেবক্ষে ধারণ করিলেন

দয়াল। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) হারে মা! ঈশ্বর কি দিয়ে তোমায় গড়েছিলেন। এই মানব জীবনের তপ্ত সৈকতে এই মাতৃস্নেহের অমৃতসমুদ্র উচ্ছলিত হয়ে যাচ্ছে!—মানুষ স্নান কর, পান কর, পবিত্র হও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

করুণাময়ী ও দয়াল

করুণা। মহিম আমার ঠিক আস্‌বে। বড়দিনের ছুটীতে বৎসরান্তে সে আমার কাছে আসবে না? চিরদিন এসেছে। আজ আমার জ্বর শুনেও সে আসবে না! তা কি হ'তে পারে দয়াল!

দয়াল। কখন কখন চিরদিনের অভ্যাস একদিনে যায় দিদি!

করুণা। না না। তা কি যায়! তা কি যায়!

দয়াল। বিশেষতঃ এমন খারাপ অভ্যাস!—মাতৃভক্তি! মানুষ মদ ছাড়তে পারে না; কুসঙ্গ ছাড়তে পারে না। কিন্তু মাকে এক দিনে ছাড়তে পারে।

করুণা। পারে? মানুষ তা পারে! পশু পারে বটে।

দয়াল। অনেক মানুষ আছে, যাদের আর পশুদের মধ্যে এই তফাৎ যে, পশুর চারটে পা আর লেজ আছে, আর মানুষের দুটো পা আর লেজ নেই।

করুণা। তুমি যে বল্লে সে তোমায় চিঠি লিখেছে যে, ১৬ই পৌষ আস্‌বে। সেই দিন থেকে আমি দিন গুন্‌ছি! আজ ত ১৬ই পৌষ, সে নিশ্চয় আস্‌বে। চিঠি লিখেছে—

দয়াল। চিঠি ত লিখেছে! কিন্তু সে চিঠির যদি ভঙ্গী দেখতে দিদি! পেন্‌সিল দিয়ে—হিজিবিজি—পড়া দুষ্কর। যে ঘোড়ায় চড়ে'

লিখেছে—আর সে ঘোড়া তখন যেন শিরপা তুলছে! তবে সে আমার পত্রের উত্তর দিয়েছে বটে। তাই আমার—তোমার—পরম সৌভাগ্য!

করুণা। না। মহিম আমার সে রকম ছেলে নয়। মহিম আস্‌বে, ঠিক আস্‌বে। আমার প্রাণ বলছে আস্‌বে।

দয়াল। মায়ের প্রাণ অনেক মিছা কথা বলে দিদি!

করুণা। (সহসা আগ্রহে) ঐ বুঝি আস্‌ছে!

দয়াল। কৈ?

করুণা। ঐ গাড়ীর শব্দ শুন্‌ছো না?

দয়াল। শুন্‌ছি। পৃথিবীতে বুঝি মহিমই একা গাড়ী চড়ে।

করুণা। ঐ দেখ দেখ—ঐ গাড়ী।

দয়াল। গাড়ী বটে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করুণা। চুপ্‌—না—না, গাড়ী চলে' গেল।

দয়াল। হা রে মা!

করুণা। বড়দিনের ছুটি হয়েছে ঠিক?

দয়াল। হাঁ দিদি! শুধু হয়েছে না, প্রায় ফুরিয়ে এল!

করুণা। তবে—বাছার কোন অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

দয়াল। হা রে মায়ের প্রাণ!

করুণা। আমায় নিয়ে চল দয়াল। আমি তার কাছে যাবো।

দয়াল। কোথায় যাবে? বেহাই বাড়ী? যাও, দেখবে তোমার ছেলে চন্দ্রের সুধা পান কর্চ্ছে, ফুলের হাওয়ায় স্নান কর্চ্ছে। তুমি গিয়ে তার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ কর্ব্বে। তুমিও মনে ব্যথা পাবে, সেও মনে ব্যথা পাবে।

করুণা। সে ছুটিতে তার মাকে ছেড়ে তার দাদাশ্বশুরের বাড়ী গিয়েছে! এ কি হ'তে পারে!

দয়াল। যাও গিয়ে দেখ!

করুণা। তুমি তাকে জানো না। আমি তাকে জানি। আমি তাকে গর্ভে ধরেছি। সে তেমন ছেলে নয়।

দয়াল। ঈশ্বর কি দিয়ে এই মা তৈরী করেছিলে! দিদি! দাওয়ায় বসে' পথপানে চেয়ে থাকলেই কি সে আস্‌বে? ঘরের ভিতরে যাও। হিম পড়ছে। তোমার জ্বর হয়েছে। আজ একাদশী করেছো। হিম লাগিও না!

করুণা। (উঠিয়া) এই যাচ্ছি ভাই।

দয়াল। আমি তবে আসি দিদি! কাল সকালে আবার আস্‌বো! —আর ঠাণ্ডা লাগিও না, সন্ধ্যা হ'য়ে এল! প্রস্থান

করুণা। আমারও সন্ধ্যা হ'য়ে এলো!—তারা ব্রহ্মময়ী! তবে সত্যই কি বাছা এলো না! সত্যই কি—এ কি গলা ধরে' আসে কেন! চোখে অন্ধকার দেখি কেন!—না সে আস্‌বে! সে আস্‌বে! এ কি হ'তে পারে! ছেলে ত! না, আমি আজ সারারাত এই দাওয়ায় বসে' তার পথ চেয়ে থাকবো! সে আসবে। আর যদি না আসে—ঐ যে মা বলে' ডাকলো না? এই যে আমি, বাছা আমার!

দৌড়িয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত

বৃদ্ধ ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী। আজ রাতে একটু থাক্‌বার ঠাঁই পাই মা!

করুণা। ওঃ! (দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন)—এসো বাছা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর বহিঃকক্ষ। কাল—প্রভাত

পার্ব্বতী ও চারু

পার্ব্বতী। নিলাম আজই?

চারু। হাঁ আজই।

পার্ব্বতী। আঃ! ৫০০০৲ টাকা কোথাও পেলে না? ঠিক এই সময়ে আমার টাকা হাতে নাই। তুমি আর একবার যাও। না পাও, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার কর্ত্তে হবে! যাও—

চারু। আচ্ছা যাচ্ছি। একটা কাজ কর্ব্ব!

পার্ব্বতী। কি?

চারু। মন্দ কি! ঐ যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

হাস্য ও প্রস্থান

পার্ব্বতী। কি মতলব এঁটেছে! অত হাসে কেন!—এই যে পরেশ আর কালীচরণ।

পরেশ ও কালীচরণের প্রবেশ

পার্ব্বতী। কি পরেশবাবু! হঠাৎ যে এ দীনের বাড়ীতে পদার্পণ?

পরেশ। এই কালীবাবুর সঙ্গে বেডাতে বেড়াতে ভুলে এসেছি। যাই।

প্রস্থানোদ্যত

পার্ব্বতী। আরে যাবে কেন! বোস্! বলি এখন তোমাদের বিশ্বেশ্বরের সংবাদ কি! এখনও কি বিশ্বশুদ্ধ তাঁর গুণগান কর্চ্ছে?

পরেশ। কর্চ্ছে বৈ কি পার্ব্বতীবাবু!

পার্ব্বতী। এখনও তিনি দুহাতে গরীব দুঃখীকে বিলোচ্ছেন?

পরেশ। বিলোচ্ছেন বৈ কি।

পার্ব্বতী। কি বিলোচ্ছেন?

পরেশ। খুদ কুঁড়ো।

পার্ব্বতী হাসিলেন

কালী। পার্ব্বতী! তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

পার্ব্বতী। না, আনন্দ নয়। তবে বিশ্বেশ্বরের ড্যামাক দেখে অবাক্ হচ্ছিলাম। আজ তার বিষদাঁত ভেঙ্গেছে এই বল্‌ছিলাম—আর কিছু নয়।

পরেশ। পার্ব্বতীবাবু! এই বিশ্বেশ্বরবাবুর অনেক্ দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু ড্যামাক ত দেখি নি।—মাটির মানুষ।

পার্ব্বতী। মাটির মানুষ! ড্যামাকে মাটিতে তাঁর পা পড়ে না।

পরেশ। সে কি পার্ব্বতীবাবু! তিনি রাস্তা দিয়ে ত হেঁটেই যান—অথচ তাঁর এমন টাকা এখনও আছে যে, তিনি চৌঘুড়ি চালাতে পারেন। কি! হাস্‌ছেন যে!

পার্ব্বতী। তিনি হেঁটে যান বটে—কিন্তু মাথা উঁচু করে'। আশে-পাশে আমাদের দিকে ফিরে দেখ্‌বারও তাঁর অবকাশ হয় না। তিনি আমাদের ঘৃণা করেন।

পরেশ। তিনি সংসারের কাউকে ঘৃণা করেন না—তোমাকেও না। নইলে, যে পাপিষ্ঠ, যার হাতদুখানি দীনদুঃখীর রক্তে মাখা, যে ইস্তাহার গাপ করে' ছলে জমীদারী চুরি করে—

পার্ব্বতী। কে বলে?

পরেশ। আমি বলি।

পার্ব্বতী। তুমি আমার দুর্নাম কর্চ্ছ।

পরেশ। কর্চ্ছি। তোমার যা সাধ্য হয়, কর।

পার্ব্বতী। আমি তোমায় জেলে দেব!

পরেশ। ঈস্! জেলে দেওয়া তোমার মুঠোর মধ্যে কি না! জেলে দেবে—দাও না।

পার্ব্বতী। তুমি আমায় অপমান করেছো—এই কালীবাবুর কাছে।

পরেশ। দরকার হয় ত হাটে এ কথা চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি! তাই চাও?

কালী। Tell it not in Gath; publish it not in the streets of Askelon.

পার্ব্বতী। এই কথা তুমি বল্‌তে পারো যে, আমি প্রতারক?

পরেশ। প্রতারক! তোমার যোগ্য বিশেষণ অভিধানে খুঁজে পাই না। চোর, লম্পট, ধাপ্পাবাজ, অভিধানে অনেক কথা আছে। কিন্তু সব শব্দগুলি এক কর্লেও তোমার ঠিক বর্ণনা হয় না। যতই বলি না কেন, কিছু বাকি থেকে যায়। যতই নামি না কেন, তোমার নাগাল ধর্ত্তে পারি না। যতই মাপি না কেন, তোমার অন্ত পাই না। ইতিহাসে তোমার মত চরিত্র পড়ি নি। সংসার খুঁজে তোমার জুড়ি মেলে না। তুমি একটা অনিয়ম, তুমি একটা অপচার, তুমি একটা ব্যাধি, তুমি একটা আবর্জ্জনা।

পার্ব্বতী। শুন্‌ছো কালী! তোমায় সাক্ষী দিতে হবে। (পরেশকে) তোমায় জেলে না দিই ত আমার নাম পার্ব্বতীচরণ ঘোষ নয়।

পরেশ। এর জন্য জেলে যেতে হয়, আমি প্রস্তুত। তোমাকে পাজি না বলার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক সোজা। প্রস্থান

কালী। পার্ব্বতী হেরে গেলে।

পার্ব্বতী। হেরে যাবো কেন!

কালী। 'যাবে কেন' নয়। গিয়েছো। অতীত। এর চেয়ে সহজ, সরল, সংস্কৃত, পরিষ্কার গালাগালি—বাঙ্গালা হিন্দিতে মিশিয়ে—এর আগে আমি শুনি নি। আর এমন নির্ভয়ে বলে' গেল! এই ত চাই—

Who dares think one thing and another tell
My heart detests him as the gates of hell.

কিন্তু এ ব্যক্তি একেবারে অকুতোভয়ে বলে' গেল।

পার্ব্বতী। কি রকম!

কালী। গালাগালির কোন জায়গাটা বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না। বেশ দ্রুত বলে' গেল। কোন জায়গায় বাধ্‌ল না। বল্‌তে বল্‌তে একবার কাস্‌লেও না। তা হ'লেও না হয় বুঝতাম ভয় খাচ্ছে। তার পরে মাঝে মাঝে উৎপ্রেক্ষা দিয়ে গেল—বোধ হ'ল, গালাগালি দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বেশ উপভোগ কর্চ্ছে! আর শেষে যা বল্লো, এত জোরালো গালাগালি পূর্ব্বে কেউ কখন কাউকে দেয় নি।

পার্ব্বতী। কি গালাগালি?

কালী। যে তোমাকে পাজি না বলার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক সোজা। I would rather go to hell than not call you a villain—কে বলেছে?—রোস মনে করি। অত্যন্ত মৌলিক! চমৎকার!

পার্ব্বতী। তুমি এটা বেশ উপভোগ কর্চ্ছ! কোথায় চটবে—

কালী। চট্‌তাম যদি পরেশ কোন অশ্লীল বা সামান্য বা ছোট-লোকের মত গালাগালি দিত। কিন্তু এমন সভ্য সরস প্রাঞ্জল অথচ জোরালো—ওঃ! কেয়াবাৎ! আমি এক দিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবো।

পার্ব্বতী। কাকে?

কালী। পরেশকে। এই রবিবারে দুপুর বেলা। তোমারও

নিমন্ত্রণ রৈল। ঐ গালাগালিটা আর একবার শুন্‌বো—যতদূর মনে থাকে। কেয়াবাৎ! ঐ বিশ্বেশ্বরবাবু আসছেন। পালাই। Ye cannot serve both God and Mammon.

প্রস্থান

পার্ব্বতী। তবু বিশ্বেশ্বরবাবুর প্রশংসা এদের মুখে ধরে না! কিন্তু বিশ্বেশ্বর আজ আমার বাড়ীতে! জান্তে পেরেছে নাকি! নিশ্চয় আমার পায়ে ধর্ত্তে এসেছে। এস ত চাঁদ! আমি ছাড়্‌চি নে।

ভবানীপ্রসাদ ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। পার্ব্বতী! এই নাও টাকা!—দাও ত ভবানীপ্রসাদ।

পার্ব্বতী। টাকা কিসের? (ভবানীপ্রসাদ টাকা দিলেন) কত?

বিশ্বেশ্বর। ৫০০০৲ টাকা, যখন পারো শোধ দিও।

পার্ব্বতী। (সবিস্ময়ে) টাকা! কেন!

বিশ্বেশ্বর। শুন্‌লাম যে, তোমার দরকার হয়েছে। নাও।

পার্ব্বতী। এর সুদ?

বিশ্বেশ্বর। সুদ আবার কি! শুন্‌লাম তোমার দরকার হয়েছে। নাও। আবার আমার যখন দরকার হবে, দিও। এই ত চাই। সুদ আবার কি! আমার উপর বিরক্ত হ'য়ো না। আমায় ঘৃণা ক'রো না। আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো। পার্ব্বতী! ভাই!

আলিঙ্গন করিতে উদ্যত

পার্ব্বতী। এর দলিল?

বিশ্বেশ্বর। তার কিছু প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাসেই মোক্ষ। বিশ্বাসেই মুক্তি। বিশ্বাসেই সংসার চলেছে। অবিশ্বাসেই ধ্বংস। অবিশ্বাসেই নরক। পাচক ব্রাহ্মণ ত খাতে বিষ

দিতে পারে। ভৃত্য পিছন দিক থেকে পিঠে ছোরা বসাতে পারে। তাদের বিশ্বাস করে চলেছি। আর তুমি ভদ্রব্যক্তি, তোমাকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে? টাকা ফেরত দিতে না চাও, দিও না। বিনিময়ে শুদ্ধ আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো।—চল ভবানীপ্রসাদ! কি চোখ মুছছো যে!

ভবানী। আজ্ঞে না। তবে একটা গল্প মনে পড়্‌ল।

বিশ্বেশ্বর। পড়্‌ল না কি? কি গল্প?

ভবানী। একদিন একটা ভেড়া নারায়ণের কাছে গিয়েছেল জানেন!

বিশ্বেশ্বর। গিয়েছিল না কি? কেন?

ভবানী। নালিস কর্ত্তে। গিয়ে বল্লে 'বিষ্টু মহাশয়, বাঘ আমাকে পেলেই খায়। আপনি তার একটা প্রতিকার করুন।

বিশ্বেশ্বর। নারায়ণ তাতে কি জবাব দিলেন?

ভবানী। তিনি এই বল্লেন, 'বাপু হে! পালাও; তোমার সুচিক্কণ নধর শরীর দেখে আমারই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—তা বাঘ। তোমায় খাবার জন্যই ত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। নৈলে অন্ততঃ সভ্যরকম দুটো শিং দিতেন, কিম্বা ভদ্ররকম চারটে পা দিতেন।'

বিশ্বেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ—

ভবানী। পার্ব্বতীবাবু এ টাকা কেন চান, তা আপনি জানেন!

বিশ্বেশ্বর। দরকার কি! তাঁর টাকার দরকার হয়েছে—তাই যথেষ্ট।

ভবানী। তবু শুনে রাখুন। পার্ব্বতীবাবু এই টাকা দিয়ে ইস্তাহার রদ করে' আপনারই একটা তালুক কিন্‌বেন। তালুক নিলামে উঠেছে।

বিশ্বেশ্বর। উঠেছে না কি!

ভবানী। আপনি তাঁর হাতে একখানি ছুরি দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ছেন—বড় সুড় সুড় কর্চ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হ'তে পারে ভবানী। ছিঃ অমন কথা বোলো না। মানুষ ত।

ভবানী। আজকাল মানুষে মানুষ খায়। রাক্ষসের আর দরকার নাই। তাই তারা প্রস্থান করেছে।—দাদামহাশয়! খোলা সিন্দুক পেলে সাধু চোর হয়। পার্ব্বতীবাবুর কোন দোষ নাই।

বিশ্বেশ্বর। ছি ছি ছি বোলো না। তা কি হয় ভবানী! আর তাই যদি হয়—পার্ব্বতী! আমার জমীদারী নাও, আমার সর্ব্বস্ব নাও, শুধু আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো।

ভবানী। দাদামহাশয়! আমি না ব'লে থাক্‌তে পার্চ্ছি না। মা কালী! এই পাপ কলিযুগেও এ রকম মানুষ হয়!—পার্ব্বতীবাবু কেনো, এর পরে এঁর টাকায়ই এঁর জমীদারী কিন্‌তে চাও, পারো, কেনো। আসুন দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। চল ভাই।—পার্ব্বতী আমায় ভালোবাসো। আমায় ঘৃণা কোরো না ভাই। (আলিঙ্গনোদ্যত)

ভবানী। চলে' আসুন! কোলাকুলি হয় শেয়ানে শেয়ানে। অন্য কোলাকুলি কলিযুগে—ভণ্ডামি!—আসুন।

উভয়ের প্রস্থান

পার্ব্বতী। এ কি! চোখে জল আসে কেন? না আমি পাষণ্ড! কি কাজ না করেছি, কি কাজ না কর্ত্তে পারি! এ ত তুচ্ছ!—বিশ্বেশ্বর! তুমি আমার মন গলাবে! এত অসার আমি নই।

হাস্য ও প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ। কাল—শেষরাত্রি

করুণাময়ী মৃত্যুশয্যায়। পার্শ্বে দয়াল

করুণা। দুর্গানাম কর, দুর্গানাম কর। শুন্তে শুন্তে মরি।

দয়াল। কেন দিদি! কবিরাজ বলে' গিয়েছে, কোন ভয় নাই।

করুণা। কবিরাজ ঠিক বলে' গিয়েছে, আমার কোন ভয় নাই। আমি কারো অনিষ্ট করি নি। যা উচিত বুঝেছি, করে' গিয়েছি। মা দুর্গা চরণে স্থান দেবেনই। আমার আবার ভয়!

দয়াল। না আমি বল্‌ছি যে তুমি সেরে উঠ্‌বে দিদি।

করুণা। আমি সেরে উঠতে আর চাই না ভাই। কিসের জন্য বাঁচতে চাইব! তিনকুড়ি বয়স হয়েছে। জীবনে দুঃখ বৈ আর কিছু পাই নি। পাঁচ ছেলের মা হয়েছিলাম! চারিটী গিয়েছে। একটি আছে; তা সে থেকেও নেই। আর কি সুখে বেঁচে থাক্‌তে চাইব!

দয়াল। মহিম আসবে। ভেবো না। সে এতক্ষণ পথে।

করুণা। (সদীর্ঘনিশ্বাস) আমিও পথে।

দয়াল। আমি বল্‌ছি যে, সে আস্‌বে। আমি কি মিছে বল্‌ছি। সে দিন বলেছিলাম, সে আস্‌বে না, সে আসে নি। আজ বল্‌ছি, সে আস্‌বে, সে আস্‌বেই। মায়ের পীড়া শুনে কি সে বসে' থাক্‌তে পারে!

করুণা। আস্‌বে? আসবে? কখন? আর কখন আস্‌বে। মর্ব্বার আগে একবার সেই চাঁদমুখখানি দেখতাম। দেখতে পেলাম না।

দয়াল। ও সব কি কথা বল্‌ছ! ছি দিদি!

করুণা। হায় রে, মর্ব্বার সময়ও তারই কথা বারবার মনে হচ্ছে! কোথায় মায়ের নাম কর্ব্ব—দুর্গানাম কর। দুর্গানাম কর। ছেলে কে! কেউ না। আমার ছেলে নাই, কখন ছিল না। দয়াময়ি! এ অন্তিম-কালে চরণে স্থান দিও মা। এ অন্ধকারে ছেড়ো না!—ভাই! সত্যই কি মহিম আমার এলো না!

দয়াল। আস্‌ছে। ব্যস্ত হও কেন দিদি! ঘুমোও!

করুণা। এই যে একেবারেই ঘুমোচ্ছি! ভাই, আমি মরে' যাওয়ার পর মহিম যদি আসে, তা হ'লে তাকে বোলো যে, আমি সুখে মরেছি, কোন কষ্ট হয় নি। সে এসে যদি কাঁদে, ত তাকে বুঝিও—বুঝিও যে আমার মর্ব্বার সময় কোন কষ্ট হয় নি। শুধু একবার মরণকালে তাকে দেখতে চেয়েছিলাম।—না সে কথা বলে' কাজ নেই। বাছা দুঃখ কর্ব্বে! বোলো, আমি সুখে মরেছি আর কিছু না। আর যদি সে না আসে—(কণ্ঠরুদ্ধ হইল)

দয়াল। হারে মা!—দিদি, মহিম আস্‌ছে। আজ রাত্রের মধ্যেই আস্‌বে। বোধ হয় প্রথম ট্রেণ ফেল হয়েছে।

করুণা। আস্‌বে? আস্‌বে? সত্য বল্‌ছ? সে আস্‌বে? ভাই বল সে আস্‌বে? সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, বল সে আস্‌বে। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমি পরকালে যাই!—না সে আস্‌বে না, আস্‌বে না।

মুখ ফিরাইলেন

দয়াল। ঘুমাও দিদি!

করুণা। এই যে ঘুমোচ্ছি।—তবে মহিম এলো না! আমি তার বৌকে বকেছিলাম, সেই অভিমানে বাছা চ'লে গিয়েছে; আর আস্‌বে না—ঐ পাখী ডাক্‌লো না?—ঐ যে!

দয়াল। হাঁ দিদি।

করুণা। তবে ভোর হয়েছে?

দয়াল। ভোর হ'ল বৈ কি।

করুণা। তুমি সমস্ত রাত ঘুমোও নি?

দয়াল। ঘুমেয়েছি বৈ কি।

করুণা। না ঘুমোও নি। তুমি সারারাত আমার শিওরে বসে' আছো। আমি যখনই চোখ মেলেছি, দেখেছি যে, তোমার ঐ কালিবর্ণ মুখখানি—ঐ স্নেহময় চক্ষু দুটি আমার পানে চেয়ে আছে। দয়াল, ঘুমোও গে যাও।

দয়াল। আমি ঘুমিয়েছি দিদি।

করুণা। ঐ পাখী ডাক্‌ছে।—দয়াল! জানালাটা খুলে দাও ত ভাই। একবার আমার ধানভরা ক্ষেত, আমার গানভরা বাগান, একবার শেষবার প্রাণ ভরে' দেখে নিই। আর ত দেখ্‌তে পাবো না। খুলে দাও।

দয়াল জানালা খুলিয়া দিলেন

করুণা। ঐ সেই সব! এখনও জাগে নি! সব ঘুমিয়ে আছে। ওরে তোরা জাগ। চেয়ে দেখ আমি যাচ্ছি, জন্মের মত তোদের ছেড়ে যাচ্ছি। দেখ্‌।—দয়াল!

দয়াল। দিদি!

করুণা। একবার বাইরে যাও ত ভাই, আমার গাইটাকে একবার দেখবো। তার বাছুর হয়েছে। আমি দেখবো।

দয়াল। পরে দেখো।

করুণা। না দয়াল! পরে দেখ্‌বার আর অবকাশ হবে না। যাও ভাই!

দয়ালের প্রস্থান

করুণা। ঐ হাম্বারবে আমায় ডাক্‌ছে। রোজ নিজের হাতে করে' তার খাবার দিতাম। এক দিন যদি দৈবাৎ না দিতে পার্ত্তাম, ত সে ভালো করে' খেত না; সারাদিন মুখ ভার করে' থাক্‌তো। আমার মুখ ম্লান দেখলে তার চোখে জল আস্‌তো!—ঐ আবার ডাক্‌ছে।—এই যে আমি—ধবলী!—এই যে!

দয়াল। (নেপথ্যে) এই যে দিদি এনেছি, দেখ।

করুণা। ঐ যে আমার গাই!—ধবলী! চল্লাম মা! এখান থেকে দয়াল তোমায় দেখ্‌বে। দয়াল—ভাই—আর—শেষ হ'য়ে এলো! মা দুর্গা!—মহিম তবে সত্যই এলো না। দু—র্গা— মৃত্যু

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। দিদি, দিদি—দীপ নিভে গিয়েছে! একটা বুদ্‌বুদ্‌ সমুদ্রে মিশে গেল। একটা শিশিরবিন্দু পদ্মপত্র থেকে ঝরে' পড়ে' গেল। একটা সামগান উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল।—যাও দিদি, পরপারে; যেখানে সব 'মা' জগন্মাতার কোলে শুয়ে আছে। পুত্রকন্যা নিষ্ঠুর। তাদেব ভুলে যাও, মায়ের গলা জড়িয়ে ধর। শান্তি পাবে।—মা! মেয়েকে কোলে তুলে নাও।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ কক্ষ। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

বিশ্বেশ্বর ও সরযূর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। কি রকম নাতিনী! কেমন লাগ্‌ছে?

সরযূ। কি?

বিশ্বেশ্বর। জীবনটা! বেশ মধুময় ঠেক্‌ছে না! যেন একটা অবাধ

বসন্ত, অগাধ জ্যোৎস্না! আমাদের আর গ্রাহ্যের মধ্যেই বোধ হচ্ছে না—কেমন!

সরযূ। কি রকম?

বিশ্বেশ্বর। এই যখন কেউ ফেটিন হাঁকিয়ে যায় তার মত! আশে-পাশে যারা হেঁটে যাচ্ছে তারা যেন অত্যন্ত ছোটলোক।

সরযূ। কে বলেছে?

বিশ্বেশ্বর। তুই।

সরযূ। কখন্ বল্লাম!

বিশ্বেশ্বর। আরে সব কথাই কি মুখে বল্‌তে হয়। চোখে চোখেও অনেক কথা চলে।

সরযূ। চলে না কি!

বিশ্বেশ্বর। চলে না!—ওমা! নূতনবৌ গুরুজনের দৃষ্টিজালের মাঝখান দিয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে নূতন স্বামীর পানে চেয়ে নেয়—অমনি চোখে চোখে কতখানি কথাবার্ত্তা হয়ে গেল বল্ দেখি।

সরযূ। কি কথা?

বিশ্বেশ্বর। সে কথার অর্থ এই যে, এরা সব শুধু ভবঘোরে ঘুরে মর্চ্ছে, তাদের মধ্যে মজা লুট্‌ছি যা, সে—তুমি আর আমি।

সরযূ। কখন না।

বিশ্বেশ্বর। আরে চটিস্ কেন দিদি! আমি সব জানি। আমি চিরদিনই কিছু এমনই ছিলাম না। আমারও একদিন ছিল। তখন—'মিলনে নিখিলহারা বিরহে নিখিলময়!'—যেদিন ফুলের মধু পান কর্ত্তাম, সুবাসিত বসন্তপবনহিল্লোলে গা ঢেলে দিতাম। তুই এখন সেই রকম কিনা।—নে, মিথ্যার রাজত্ব ভালো করে' ভোগ করে' নে। শীঘ্রই এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

সরযূ। যাবে নাকি? আমার যে ভয় কর্চ্ছে দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। তার দেরি আছে। আমার প্রেমের ইতিহাস শুনিস্ নি?

সরযূ। না। শোনা যাক্, দেখি আপনার প্রেমের কাহিনীটা!

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা তবে শোন্। আর তার সঙ্গে—তোরটা মিলিয়ে নিস্। শোন্! প্রথম প্রণয়ে চন্দ্রালোকে—অর্থাৎ ছাদের উপর যখন আমরা দুজনে একা থাকতাম, তখন আমি একবার সেই শ্রীমুখের পানে আর একবার চাঁদের পানে চেয়ে দেখ্তাম—কোন্টা বেশী সুন্দর ঠিক করে' উঠ্তে পার্ত্তাম না।

সরযূ। আর তিনি দেখ্তেন না?

বিশ্বেশ্বর। কে?

সরযূ। দিদিমা?

বিশ্বেশ্বর। তিনি!—ও বাবা! আর কোন দিকে চাইবার তাঁর অবসর ছিল না। কিন্তু প্রেয়সী দেখতেন যে কি, সেই বুঝ্তে পার্ত্তাম না। আমার গোঁফের ঝোপ, না চোখের ডোবা, না নাকেব বাঁধ, না দাড়ির চষা ধানক্ষেত্র (কেন না একদিন না কামালেই সেটা নূতন চষা ধান্যক্ষেত্রের আকার ধারণ কর্ত্ত)। প্রেয়সী যখন আদর করে' আমার সেই শ্রীমুখে হাত বুলাতেন, তখন সেই চষা ক্ষেত্রেব উপর দিয়ে যেন কেউ মই দিয়ে যেত।—এই চেহারাখানা দেখ্ছিস্।

সরযূ। দেখ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। কেমন চেহারা?

সরযূ। বেশ চেহারা।

বিশ্বেশ্বর। এঃ! তবে তুই নিশ্চয় আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিস্। প্রেমে না পড়্লে এ চেহারাখানা যে চলনসই তা কেউ বলবে না। অনেকেই আমাকে বাড়ীর চাকর ভেবে তামাক সাজ্তে বল্তো; আমি তাই রেগে

এম্‌নি বাগিয়ে টেড়ি কাট্‌তাম যে, চেহারাখানাকে প্রায় ভদ্রলোকের মত করে' তুলেছিলাম আর কি! এই দেখেই প্রেয়সী মুগ্ধ!—মিল্‌ছে?

সরযূ। তার পরে?

বিশ্বেশ্বর। বলি—মিল্‌ছে?

সরযূ। কতক। তার পরে!

বিশ্বেশ্বর। আমাদের মনে হোত যে, পৃথিবীতে আর কেউ নাই—মা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, আছে কেবল 'প্রাণেশ্বর' আর 'প্রাণেশ্বরী'।—মিল্‌ছে?

সরযূ। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। আমাদের গল্প আর ফুরোতো না। আমি যদি বল্‌তাম যে, আমাদের ক্লাসে এক ছাত্র আছে তার নাম 'মহেন্দ্র', প্রেয়সী তার মধ্যে একটা রসিকতা অনুভব করে' হেসে আকুল! আর তিনি যদি বল্‌তেন যে, তাঁর 'আতর'কে একদিন একটা ফড়িঙ্গে কাম্‌ড়েছিল, আমি হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌তাম।

সরযূ। কথাবার্ত্তা কি রকম চল্‌তো।

বিশ্বেশ্বর। প্রথমে দুই অক্ষর। আমি বল্‌তাম 'প্রিয়ে' তিনি বল্‌তেন 'নাথ'। তার পর তিন অক্ষরে উঠ্‌তাম। আমি বল্‌তাম 'প্রেয়সী' তিনি বল্‌তেন 'বল্লভ'। তার পরে চার অক্ষর। আমি বল্‌তাম 'প্রাণেশ্বরী' আর তিনি বল্‌তেন 'প্রাণেশ্বর'। তার পরে—ঘুমিয়ে পড়্‌তাম!

সরযূ। আচ্ছা! বিরহে কি রকম হোত?

বিশ্বেশ্বর। রোজ একখানা ক'রে চিঠি।

সরযূ। কি লিখ্‌তেন?

বিশ্বেশ্বর। মাথামুণ্ড! 'তুমি ভালোবাস না আমি ভালোবাসি' পাকে চক্রে ঐ একই কথা।

সরযূ। তার পরে ?

বিশ্বেশ্বর। তার পরে আবার কি! তার পরে তুই বল্।

সরযূ। আচ্ছা! তার পর আমি বল্‌ছি! শুনে যান্।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা বল্। তুই তবে এই জায়গায় দাঁড়া, আর আমি ঐ জায়গায় দাঁড়াই।

সরযূ। কেন ?

বিশ্বেশ্বর। এখন তুই বক্তা, আর আমি শ্রোতা।

উভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন

সরযূ। আচ্ছা—এখন শুনুন।

বিশ্বেশ্বর। শুনছি—

সরযূ। তার পরে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ালো জানেন ?

বিশ্বেশ্বর। কি রকম ?

সরযূ। আপনার বাড়ী ফিরতে দেরী হ'লে দিদিমার মেজাজটি ঠিক নবনীর মত মোলায়েম ঠেক্‌ত না। আর দিদিমার রান্না খারাপ হ'লে আপনার গলা ঠিক ইমন্‌কল্যাণ ভাঁজ্‌ত না।

বিশ্বেশ্বর। তা ভাঁজত না—তার পরে ?

সরযূ। বাহির বাড়ী আর ভিতর বাড়ী যে আলাদা জায়গা, সেটা বেশ বোঝা যেতে লাগ্‌ল।

বিশ্বেশ্বর। তা লাগ্‌ল। তার পরে ?

সরযূ। তার পর যে অবস্থা দাঁড়ালো—সে ভয়ানক।

বিশ্বেশ্বর। (সাগ্রহে) কি রকম!

সরযূ। আপনি—অর্থাৎ প্রাণনাথ বাড়ীর কাছে একটা আড্ডা খুঁজে নিলেন—যাতে প্রাণনাথের কথাবার্ত্তা প্রেয়সীর শ্রবণগোচর না

হয়—অথচ ভাত হ'লেই চট্ করে' প্রাণনাথকে ডাকা যায়। রাত্রিকালে গহনার ফর্দ্দ দিতে দিতে প্রেয়সীর নাসিকাধ্বনি; সংসারের ঝঞ্ঝাটের তালিকা দিতে দিতে প্রাণনাথের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি; যবনিকা পতন; মশকের ঐক্যতান বাদন! কেমন! মিল্‌ছে কি না!

বিশ্বেশ্বর। ওরে! ঠিক মিল্‌ছে! তুই এসব জান্‌লি কেমন করে'?

সরযূ। কল্পনায়। আপনার ত কল্পনাশক্তি নেই!

বিশ্বেশ্বর। কল্পনাশক্তি অত নেই।

সরযূ। তার পর শুনুন—তখনকার অবস্থার সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হোত না। বরং বর্ষার সঙ্গে কতক সাদৃশ্য ছিল।

বিশ্বেশ্বর। বর্ষার সঙ্গে?

সরযূ। অন্ততঃ তার সঙ্গে গর্জ্জন বর্ষণ আর বিদ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল—মিল্‌ছে কিনা?

বিশ্বেশ্বর। ওরে অক্ষরে অক্ষরে মিল্‌ছে। ঐ যে তোর প্রাণেশ্বর দূরে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের মত চেয়ে আছে। ও চাহনির অর্থ—'সরে' যা না বুড়ো'—এই আমি যাচ্ছি—

প্রস্থানোদ্যত

সরযূ। যাবেন কেন!

বিশ্বেশ্বর। না না, নৈলে তোর প্রাণেশ্বর চটে' যাবে।

সরযূ। না চট্‌বেন কেন!

বিশ্বেশ্বর। আমি থাক্‌লে 'প্রেয়সী' সম্বোধনটা মুখ দিয়ে বেরোতে তোর প্রাণেশ্বরের ঠোঁটে বেধে যাবে;—ঠিক, সে রকম করে' হাত ধরে', ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্‌তে পার্ব্বে না—প্রেয়সী আমি তোমারই।"

সরযূ। আচ্ছা দেখুন না।

বিশ্বেশ্বর। দেখবি!—বলি ও ভায়া, এদিকে এসো। লম্ফ দাও! হাঃ হাঃ হাঃ—এসো ভায়া! ঐ যে আস্‌ছে। চুপ।

মহিমের প্রবেশ

মহিম। (নতমুখে) আপনি ডাক্‌ছিলেন?

বিশ্বেশ্বর। ঐ ডাকার অপেক্ষায় ছিলে কি না!—এঁকে চেনো? কি! নীরবে রৈলে যে। একবার কি বলে' এঁকে ডাক, ডাক ত! 'প্রিয়তমে' 'প্রাণেশ্বরী' না 'প্রেয়সী' কি বলে' ডাক? একবার ডাক ত। না হয় নাম ধ'রেই ডাকো। 'সরযূ—উ-উ-উ'—আহা কি মধুর! আমার জিভেই জড়িয়ে যাচ্ছে, তা তোমার! পার্কে কেন? আমার অনেক দিনের অভ্যাস, তবু নাম ধরে' ডাক্‌তে ডাক্‌তে কেমন ঘুমিয়ে পড়ি। আর দেখি যে ডাকা হ'ল না।

সরযূ। দাদামহাশয় যে কি বলেন তার ঠিকানা নাই।

বিশ্বেশ্বর। উন্মাদের প্রলাপ!—কি ভায়া চুপ করে' রৈলে যে! মুখ নীচু করে' রৈলে যে। আবার নাতিনীর পানে আড়ে আড়ে চাওয়া হচ্ছে। আবার উনিও—হুঁ!

সরযূ হাসিয়া ফেলিলেন

বিশ্বেশ্বর। ওরে! ওরে! আমি আর তোর দিদিমা ঠিক এই রকম কর্ত্তাম রে, ঠিক এই রকম কর্ত্তাম! কি দিনই গিয়েছে! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) তবে এতক্ষণ চোখে চোখে কথা হচ্ছিল—এখন খানিক মুখে মুখে হোক্!—নাতনী! নাতজামাই আমার বোবা না কি! আচ্ছা আমি সরে' যাচ্ছি!

প্রস্থান

মহিম ও সরযূ পরস্পরের দিকে চাহিলেন ; পরে মহিম অন্তর্হিত বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিলেন ; পরে অগ্রসর হইয়া সরযূর করতল স্বীয় করতলে গ্রহণ করিলেন ; পরে আবার নেপথ্যে চাহিলেন ; পরে কহিলেন—

মহিম। সরযূ!

সরযূ। কি!

মহিম। বলি—বলি—ভালো আছ?

সরযূ। হাঁ বেশ আছি। তারপর?

মহিম। এঁ—এঁ—এঁ—বেশ বাতাস বৈছে!

সরযূ। সুন্দর!

মহিম। সরযূ!

সরযূ। কি!

মহিম। আমি তোমারই!

সরযূ। শুনে সুখী হ'লাম!

মহিম। আমি তোমায় ভালোবাসি।

বিশ্বেশ্বর। (উঁকি মারিয়া) এখন পাখী পড়ছে ত বেশ।

মহিম ত্রস্ত হইয়া সরযূর হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সরযূ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

বিশ্বেশ্বর। যাচ্ছি, পড় আত্মারাম, পড়।

প্রস্থান

মহিম। খাসা চাঁদ উঠেছে! ছাদে যাবে?

সরযূ। চল।

উভয়ের প্রস্থান ও ভবানীর প্রবেশ

ভবানী। দাদামহাশয়! ভেবেছো কেউ দেখতে পাচ্ছে না! পাচ্ছে—একজন দেখতে পাচ্ছে; আর কাঁদছে। আপনি যতই

হাস্‌ছেন, সে ততই কাঁদ্‌ছে। আপনার মুখে হাসি অন্তরে ক্রন্দন। যাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে তাকে এত ভালবাস্‌তে নাই দাদামহাশয়! সে আজন্ম পরের সম্পত্তি। লোকে মেয়ে মরে' গেলে কাঁদে কেন জানি না।

প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

স্থান—প্রাসাদমঞ্চ। কাল—জ্যোৎস্নারাত্রি

মহিম ও সরযূ

মহিম। তোমার দাদামহাশয় তোমায় খুব ভালোবাসেন?

সরযূ। উঃ!

মহিম। তুমি তাঁকে খুব ভালোবাসো?

সরযূ। তাঁকে? জগতে আর কাউকে এত ভালোবাসি না। আমি দাদামহাশয়ের জন্য প্রাণ দিতে পারি।

মহিম। আর আমার জন্য?

সরযূ। তোমার সঙ্গে ক'দিনের পরিচয়?

মহিম। আচ্ছা বেশ!

সরযূ। অভিমান কর্লে। (হাত ধরিয়া) ছিঃ! চোটো না।

মহিম। (হাত ছাড়াইয়া) যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

সরযূ। বাসি। কারণ তুমি আমার স্বামী। এ ভালোবাসা অভ্যাসগত। আর দাদামহাশয়কে যে ভালোবাসি সে ভালোবাসা প্রকৃতিগত!

মহিম। সেইটেই বেশী!

সরযূ। নিশ্চয়। তাঁর আর তোমার মধ্যে তফাৎ অনেক।

মহিম। কি তফাৎ?

সরযূ। আমি যদি মরে' যাই ত দাদামহাশয় শোকে অন্ধ হ'য়ে যাবেন; আর তুমি বৎসর না যেতেই একটা নূতন বিয়ে কর্ব্বে।

মহিম। কখন কর্ব্ব না।

সরযূ। আচ্ছা দেখিয়ে দোবো।

মহিম। কি রকম করে!

সরযূ। (সহাস্যে) সত্যই মরে' দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করে যে তোমরা স্বামীর জাত কি ভণ্ড!

মহিম। কিসে?

সরযূ। প্রথমে ভালোবাসা দেখাও—সমুদ্র-তরঙ্গের মত বেলার উপর বাহু তুলে যেন তাকে গ্রাস কর্ত্তে আসো। তারপর তৃপ্তি হ'লে সেই সমুদ্র-তরঙ্গের মত অবসাদে বেলা থেকে সরে যাও।

মহিম। আমি তোমাকে সে রকম ভালোবাসি না।

সরযূ। কি রকম বাসো?

মহিম। এ ভালোবাসা আকাশের মত অনন্ত, উদার, স্বচ্ছ। এর শেষ নাই, তৃপ্তি নাই। এ ভালোবাসা পর্ব্বতের মত অটল, ধ্রুবতারার মত স্থির।—হাস্‌ছো যে! যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

সরযূ। তোমার কবিতা শুন্‌ছিলাম! তোমার মা কেমন আছেন! কোন চিঠি পেয়েছো?

মহিম। এর মধ্যে সে কথা আসে কোথা থেকে?

সরযূ। কথাটা এর মধ্যে নয়, এর বাইরে!—আচ্ছা! 'মা' জিনিষটা বড় গদ্যময়। না?

মহিম। কেন?

সরযূ। নৈলে ছুটিটায় একবার তাঁর কাছে গেলেও না! দাদাশ্বশুর-

বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলে! চক্ষুলজ্জাও নাই! এখানে কর্চ্ছ কি! সেখানে যে তোমার মা শূন্যনয়নে তোমার পথ চেয়ে আছেন।

মহিম। কে বল্লে?

সরযূ। আমি জানি। সে কথা আবার কারো বল্‌তে হয়? হায় স্বামী! মা চিন্‌লে না। চিন্‌বে সেইদিন, যেদিন হারাবে।

মহিম। তুমি চিনেছ?

সরযূ। হাঁ—আমি যে হারিয়েছি। ও রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না। তোমার বৃদ্ধা মা একাকিনী সাশ্রুনয়নে পথের দিকে চেয়ে আছেন, আর তুমি এখানে একটা নগণ্য নারীর পায়ের তলায় পড়ে' আছ? যাকে এক বৎসর আগে চিন্তে না, যার একমাত্র গুণ আছে, সে গুণ রূপ যৌবন!

মহিম। তা হ'লে তোমার ইচ্ছা নয় যে, এখানে আমি থাকি।

সরযূ। ইচ্ছা যে এখানে থাক—কিন্তু মাকে ছেড়ে নয়। প্রেমের পায়ে নিজের স্বার্থ বলি দিতে পার—কিন্তু কর্ত্তব্য নয়, মাতৃভক্তি নয়।

মহিম। সে আমার বিচার্য্য। তোমার কি! তোমার কাজ আমায় আদর, চুম্বন, আলিঙ্গন দেওয়া।

সরযূ। আমি তোমার গণিকা নই। আমি তোমার স্ত্রী। তোমার জন্য আমার ভয় হয়।

মহিম। কেন?

সরযূ। তুমি কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পার জানি না, যখন মায়ের প্রতি তোমার টান নেই। মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল, জীবনের প্রথম মহাশিক্ষা, মনুষ্য প্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম; মাতৃভক্তি—যার কোমল করস্পর্শে কর্ত্তব্যের কাঠিন্য খসে' পড়ে, ভক্তি স্নেহে হাস্য করে—যে কর্ত্তব্য তর্কের ধার ধারে না, যুক্তির সাহায্য চায়

না, বিধি ও বিধান মানে না; মাতৃভক্তি—যা একটা স্বর্গীয় অভিপ্রায় মানবজীবনকে মণ্ডিত করে, সানন্দে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করে, আত্মাকে দীপ্ত করে, অভ্যাসগত সংস্কারকে জীবনের মূলমন্ত্র করে' মানুষের সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির উপর রাজত্ব করে, ঘটনার বিপর্য্যয়ের উপর ক্রীড়া করে, জরার ম্রিয়মাণ শক্তি সঞ্জীবিত করে, আর মৃত্যুর সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আলোকিত করে। যে এই মাতৃভক্তির কাঙ্গাল, তার আর কি আছে! সে জীবনে কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পারে! তাই বল্‌ছিলাম—সাবধান! সংসারে মায়ের বাড়া কেউ নেই—ভগ্নী নয়, কন্যা নয়, স্ত্রী নয়।—বল তোমার মা ভাল আছেন?

মহিম। আ—ছেন।

সরযূ। মিথ্যা কথা। নিশ্চয় তিনি ভাল নাই। সত্য কথা বল—তাঁর অসুখ?

মহিম। বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ। আবার মিথ্যা কথা! আমি তোমার স্ত্রী, আমার কাছে মিথ্যা কথা! না, মনে হচ্ছে যে তোমার মায়ের সংঘাতিক পীড়া হয়েছে। না? কি! চুপ করে' রৈলে যে! বুঝেছি। তোমার মা এখন কোথায়? আমি তাঁর দাসীত্ব স্বীকার করেছি। তাঁর পীড়ায় আমি তাঁর সেবা কর্ব্ব। তুমি না যাও আমি যাবো। তাঁর কি হয়েছে বল।

মহিম। নিউমোনিয়া—বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ। তবে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা মিথ্যা নয়। আমি যাবো-তাঁর কাছে। আজই যাবো। তুমি এখানে থাক। শৈশবে মা হারিয়েছি। সেবা করে' সাধ মেটে নি। মা বলে সাধ মেটে নি। আর এক মা পেয়েছি যদি, সেবার সাধটা তাঁকে সেবা ক'রে মেটাবো—আমি যাবো।

মহিম। তোমার এ অবস্থায় কোন যায়গায় যাওয়া উচিত নয়।

সরযূ। উচিত নয়! তুমি তাঁর ছেলে হ'য়ে এই কথা বল্‌ছো! তোমার মা যিনি—তোমায় যিনি গর্ভে ধরেছিলেন—বল, তোমার মা এখন কোথায়?

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। স্বর্গে। উৎসব কর মহিম! আপদ দূর হয়েছে। তাঁর মৃতদেহের উপর তোমরা দুজনে তাণ্ডব নৃত্য কর। তোমাদের বালাই গিয়েছে।

সরযূ। তাঁর মৃত্যু হয়েছে?

দয়াল। বৌমা! ধন্য তোমরা এই বৌজাতি! তোমরা স্বামীকে পশুর অধম করে ফেল, ভাইকে ভায়ের শত্রু কর, পুত্রকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নাও! ধন্য জাতি! বলিহারী!—আর তুমি মহিম! নীচ, পাষণ্ড, মাতৃহন্তা! নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়! তোমাকে অভিশাপ দিই, যেন আহারে ভাতের মুঠো মুখে তুল্‌তে তা ভস্ম হ'য়ে যায়; আর সর্ব্বসময়ে তোমার মায়ের মরামুখ দেখে যেন তুমি শিউরে ওঠো, আমি তোমায় এই অভিশাপ দিয়ে গেলাম। মনে রেখো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বাগানবাড়ী। কাল—রাত্রি

পার্ব্বতীর বন্ধুবর্গ—নানারূপ অবস্থায় অবস্থিত। দূরে খানসামা ইত্যাদি আহার পাত্রাদি গুছাইতেছিল

নীলমাধব। আজকের পার্টি বেশ জমকালো রকম হবে।

সারদা। এবার দুর্ভিক্ষ হবে বোধ হয়।

বিনোদ। ওরে বিন্দে, তামাক সাজ্‌।

অনুকূল। দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর বড় অসুখ!

সারদা। প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে, বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ আক্রমণ করেন নি।

নীলমাধব। এবার শীত পড়েছে খুব।

নবীন। ওহে গীতগোবিন্দ তোমার কেমন লাগে?

হরি। ওরে সোডা এনেছিস্ ত!

চন্দ্র। তোমার ছেলেপিলে কটি?

সারদা। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয় নি। তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছে।

কালী। ওহে! Give me a glass of liquid fire—distilled damnation.

পার্ব্বতীর প্রবেশ

অনুকূল। এই যে পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। কৈ! এখনো আসে নি?

অনুকূল। জাপানীরা যে দিন পোর্ট আর্থর দখল কর্লে, সেদিন আমাদের আপিশে যারা রুষিয়ার পক্ষে ছিল, তারা তামাক খায় নি।

নীলমাধব। বল কি! এই যে—

সারঙ্গীসহ বাইজি-বেশে শান্তার প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই যে সরে' দাঁড়াও, সরে' দাঁড়াও। বাইজীর জন্য রাস্তা কর, রাস্তা কর।

রাস্তা করিতে লাগিলেন

নীলরতন চাদর দিয়া রাস্তা ঝাড়িতে লাগিলেন।

বিনোদ চাদর দিয়া শান্তাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

সারদা প্রশান্তভাবে তামাক টানিতে অনুকূলের সহিত নিম্নস্বরে গল্প করিতে লাগিলেন। প্রেমতোষ গিয়া শান্তার হাত ধরিয়া কহিলেন—

আসুন—

শান্তা। হাত ছাড়ুন।

ছাড়াইয়া লইলেন

প্রেমতোষ। ও বাবা! এ ত বাইজী নয়, এ যে গোখরো সাপ। একেবারে ফণা তুলে ফোঁস্ করে' উঠল! এস চাঁদ—

পুনরায় তাহার হাত ধরিতে উদ্যত

শান্তা। খবর্দ্দার, আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না।

প্রেমতোষ। ওহে পার্ব্বতী?

মাথা ঝাঁকিয়া কহিলেন

কালী। ওহে! বেশ বাংলা বল্‌ছে ত! 'স্পর্শ কর্ব্বেন না'—বেশ বলেছে! এ যে অত্যন্ত ভদ্র রকম বাইজি। Is she a vision! Or a fairy! She seems to me too fine to be a woman.

পার্ব্বতী। এত রোখ কিসের চাঁদ! তুমিও ত বেশ্যা।

শান্তা। যার মাতা বেশ্যা, পিতা লম্পট, সে বেশ্যা না হ'য়ে কি স্বর্গের দেবী হবে? তথাপি আমি বেশ্যা নই।

সকলে চমকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন

বিনোদ। তুমি বেশ্যা নও! তবে কি তুমি খড়দার মা গোঁসাই!

শান্তা। ওঃ! অস্বীকারও যে কর্ত্তে পারি না। এ কলঙ্ক, এ অপবাদ বিধাতা আমার কপালে লেগে দিয়েছেন। আমি কি কর্ব্ব! যাক্। মহাশয় গান আরম্ভ হবে?

পার্ব্বতী। তোমার সঙ্গে কি শুদ্ধ গাইবার বন্দোবস্ত হয়েছে, না নাচ্‌বে ?

শান্তা। আজ্ঞে না, শুদ্ধ গাইব।

চারু। আর আমরা চোখ বুজে শুন্‌বো! এটা কি উপাসনা মন্দির পেয়েছো ?

নীলরতন। আচ্ছা গাও—

শান্তা। (সারঙ্গীদিগকে) ধর।

সারঙ্গীরা সারঙ্গ কোলে লইয়া বসিয়া বাঁধিতে লাগিল

পার্ব্বতী। দাঁড়াও। আগে 'ইশ্‌' ধার্য্য করে' নেই! তুমি শুদ্ধ গায়িকা হিসাবে এখানে এসেছো ?

শান্তা। আজ্ঞা হাঁ!

পার্ব্বতী। তা হবে না।

শান্তা। মহাশয়ের অভিরুচি।

চলিয়া যাইতে উদ্যত

পার্ব্বতী। যাচ্ছ কোথায় ? আগাম টাকা নিয়ে—

একজন সারঙ্গী নোটসহ টাকার পুঁট্‌লি ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল।

পরে সারঙ্গী ও শান্তার প্রস্থান

নীলরতন। উঃ! একেবারে যে কুইন সেমিরেমিস্‌।

প্রেমতোষ। আজকের আমোদটাই মাটি করে' দিলে।—ওহে ডাক ডাক, গানই গাক্, তা আর কি হবে। চারু, ডাক।

চারু বাহিরে গিয়া শান্তা ও সারঙ্গীকে ডাকিয়া আনিল

পার্ব্বতী। আচ্ছা গাও। তুমি কেমন তা আর একদিন দেখে নেবো!

শান্তা। (সারঙ্গীকে) ধর।

সারঙ্গীরা সারঙ্গ বাঁধিতে লাগিল

সারদা। (অনুকূলকে) তুমি গণ্ডমূর্খ।

অনুকূল। তুমি গোমূর্খ।

সারদা। ১৪১৫ সাল।

অনুকূল। ১৪১৬ সাল।

সারদা। বেয়াদব!

অনুকূল। চোপরাও!

পার্ব্বতী। কি হয়েছে! কি হয়েছে!

সারদা। Battle of Agincourt ১৪১৫ সাল।

অনুকূল। হাঁ Battle of Agincourt ১৪১৬ সাল।

সারদা। নরাধম!

অনুকূল। গর্ভস্রাব!

সারদা। এসো ত!

আস্তিন গুটাইলেন

অনুকূল। এসো না দেখি!

আস্তিন গুটাইলেন

পার্ব্বতী। আরে কর কি! কর কি! হয়েছে কি?

সারদা। Battle of Agincourt.

ঘুঁষি তুলিলেন

অনুকূল। হাঁ Battle of Agincourt.

ঘুঁষি তুলিলেন

সারদা। ১৪১৫ সাল।

হুঙ্কার

অনুকূল। ১৪১৬ সাল।

হুঙ্কার

চারু। আরে Battle of Aginconrt কোন্ শালে—তা নিয়ে ঘুষোঘুষি কেন? আর এখানেই বা কেন? আমোদ কর্ত্তে এসেছো?

সারদা। আচ্ছা—এসো, বাইরে এসো!

মালকোঁচা মারিলেন

অনুকূল। এসো না!

মালকোঁচা মারিলেন

সারদা। মাঠে চল।

অনুকূল। চল।

সারদা। (লাফাইতে লাফাইতে) Battle of Agincourt.

অনুকূল। (লাফাইতে লাফাইতে) Battle of Agincourt.

উভয়ে। Battle of Agincourt.

হুঙ্কার ও নিষ্ক্রান্ত

পার্ব্বতী। আরে! এরা করে কি! Battle of Agincourt নিয়ে এদের এত মাথাব্যথা কেন!

কালী। হাঁ, বীর বটে! সত্য সত্যই যেন দুজন Battle of Agincourt কর্ত্তে গেল! মালকোঁচা মেরেছে, আস্তিন গুটিয়েছে, ঘুঁষি তুলেছে, লাফিয়েছে—আর কি চাও? Strange all this differ-ence should be betwixt Tweedledum and Tweedledee.

শান্তা। মহাশয় গাইব?

পার্ব্বতী। গাও।

কালী। রোস, আগে Battle of Agincourt কোন্ শালে ঠিক হ'য়ে যাক্! আমার একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। রাত্রে ঘুম হয় না।

সকলে হাসিলেন

পার্ব্বতী। তুমি হিন্দী গাও, না বাঙ্গালা গাও?

শান্তা। দুই গাই।

কালী। তবে একটা বাঙ্গালাই গাও—যা বুঝি। হিন্দী is Greek to me.

প্রেম। না, আগে একটা হিন্দী হোক্—(সুরে) আরে সেঁইয়া।

কালী! ওস্তাদ!

চন্দ্র। না—না, বাঙ্গালাই গাও—সেঁইয়া মেইয়া রেখে দাও। বাঙ্গালাই গাও।

বিনোদ। ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে চল্‌বে না।

কালী। দেখ না কি গায়। Perhaps it may turn out song, perhaps turn out a sermon.

পার্ব্বতী। আগে একটা হিন্দী গাও।

শান্তা। যে আজ্ঞে।

শান্তার গীত

পল খন সেঁা পাগে ঝারে রিম
যব ঘর আই প্যারা মোরা।
গারেঁায়া লাগাউঁ নবত বুঝাউ—
তন মন ধন সবোয়ারা।

হিরণ্ময়ের প্রবেশ

প্রেম। এ আবার কে!

পার্ব্বতী। (চমকিয়া) তুমি! এখানে!

হিরণ্ময়ী। বাঃ! খাসা সজ্জিত বিলাসভবন, চমৎকার উজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষ, অপার্থিব প্রাণোন্মাদী সঙ্গীত।—(পার্ব্বতীকে) কি! মুখ যে

ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল। সে কথা বল্‌ব না, ভয় নাই! রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, আলোকিত উদ্যানভবন দেখ্‌লাম, হাস্যবিজড়িত সুন্দর সঙ্গীত শুন্‌লাম, ভাবলাম, একবার উঁকি মেরে দেখে যাই যে এখানে কি রকম প্রেতের নৃত্য হচ্ছে।

পার্ব্বতী। তা এখন যাও।

হিরণ্ময়ী। একটু থাক্‌লামই বা। বাইরে ঘোর অন্ধকার। পথ কর্দ্দমাক্ত। শীতের প্রথম বাতাস বৈছে। সেই কাল রাত্রির কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল সেই পাষণ্ডকে একবার দেখে যাই।

পার্ব্বতী। দরোয়ান।

হিরণ্ময়ী। কিছু বল্‌ছি না; ভয় নাই! এখন এই সুসজ্জিত নাট্য-শালায়—এই গীতমুখর দীপোদ্ভাসিত বিলাসমন্দিরে যদি সে কথা উচ্চারণ করি—তা হ'লে সঙ্গীত ভয়ে থেমে যাবে, আলো আতঙ্কে মুখ ঢাকবে, হাস্য আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌বে।

পার্ব্বতী। এই দরোয়ান!

হিরণ্ময়ী। তার পর সেই অন্ধকারে হঠাৎ শ্মশানের চিতা ভুপ্‌ করে' জ্বলে' উঠ্‌বে, সুবাসিত বাতাস পচা হাড়ের দুর্গন্ধ বমন কর্ব্বে, মাটী ফুঁড়ে শয়তানের দল লাফিয়ে উঠ্‌বে। না, সে কথা প্রকাশ কর্ব্ব না। সে কথা শুন্‌লে বন্ধু বন্ধুর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইতে পার্ব্বে না, স্ত্রী স্বামীর আলিঙ্গনের নীচে গুপ্ত ছোরা দেখ্‌বে, সন্তান মাতৃস্তন্যে বিষ আছে ব'লে সন্দেহ কর্ব্বে। কিছু প্রকাশ কর্ব্ব না, ভয় নাই! তবু ইচ্ছা করে যে একবার সে কথা রাষ্ট্র করে' দেই, পরে কি হয় একবার দেখি। একবার বলে' দেখ্‌বো কি হয়?

পার্ব্বতী। কোথা থেকে এক উন্মাদ এসে জুট্‌লো! নিকালো—

হিরণ্ময়ী। কি! উন্মাদ? নিকালো? তবে বলি! না, বল্‌বো।

এ কথা রাষ্ট্র কর্ব্ব! আর চেপে রাখ্‌তে পারি না।—মহাশয়েরা! আমি পাগল নই! যে কথা আজ বল্‌ছি তা উন্মাদের প্রলাপ নয়!

পার্ব্বতী। দরোয়ান।

বাহিরে দরোয়ান ডাকিতে গেলেন

হিরণ্ময়ী। ঈশ্বরকে আমরা সাক্ষী মানি, কিন্তু তিনি কখন সাক্ষ্য দেন না। তিনি হাত গুটিয়ে বসে' আছেন। মরা মানুষ সাক্ষ্য দেয় না; শুধু স্থির, পারদপাংশু, দৃষ্টিহীন নেত্রে চেয়ে থাকে। কিন্তু আমি যা এই সভায় প্রকাশ কর্ব্ব, তাব প্রত্যেক অক্ষর যে কোন বিচারালয়ে প্রমাণ কর্ত্তে পারি।—না, আমি উন্মাদ নই! এই কৃশা, চীরবসনা, রুক্ষকেশা, ধূলিধূসরিতা ভিখারিণী—সম্ভ্রান্তকুলের শিক্ষিতা মহিলা।

পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ

পার্ব্বতী। দারোয়ান গেল কোথা?—বেরিয়ে যা বল্‌ছি, নৈলে—

হিরণ্ময়ী। মহাশয়েরা, এই যে আপনাদের সম্মুখে নিরীহ ভদ্রের মত পোষাক পরা ব্যক্তিকে দেখ্‌ছেন—এ ব্যক্তি শঠ, ব্যভিচারী, হত্যা—

পার্ব্বতী। (দৌড়িয়া গিয়া হিরণ্ময়ীর কণ্ঠদেশ সজোরে ধরিয়া) চোপরাও—

হিরণ্ময়ী। রক্ষা কর—রক্ষা কর—(গলদেশ ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন) আমি এ কথা—আজ—প্রকাশ করে—তবে মর্ব্বো।—রক্ষা কর।

শান্তা। সম্মুখে নারীহত্যা হয়; আর পুরুষ সবাই পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির! যখন পুরুষ এমন কাপুরুষ—তখন পুরুষের কাজ নারীরই কর্ত্তে হয়। (দৌড়িয়া গিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠদেশ ধরিয়া) ছেড়ে দাও—ছাড় এই মুহূর্ত্তে—নইলে—

পার্ব্বতী। (হিরণ্ময়ীকে ছাড়িয়া) চোপ্‌রও! (শান্তার কণ্ঠদেশ ধরিলেন)

"এর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি।" বলিয়া শান্তা স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একখানি শাণিত দীপ্ত ছোরা বাহির করিয়া পার্ব্বতীর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সাবধান!"

পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ শান্তাকে ছাড়িয়া পশ্চাতে হেলিলেন। শান্তা কিন্তু ছোরা হস্তে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কে তুমি? কে তুমি? বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত

বিশ্বেশ্বর, পরেশ ও কালীচরণ

পরেশ। তাওউই মহাশয়, আপনি দুহাতে সম্পত্তি বিলিয়ে দিচ্চেন—শেষে যে হাত ধুয়ে রাস্তায় বস্‌তে হবে।

বিশ্বেশ্বর। যখন বস্‌তে হবে বস্‌বো।

পরেশ। তবু বিলোবেন?

বিশ্বেশ্বর। যতদিন আছে—বিলোতে হবে বৈ কি!

পরেশ। আর কি আছে যে বিলোবেন?

বিশ্বেশ্বর। সে কি বাবাজি! এই বাড়ীখানা কি সহজ ব্যাপার বিবেচনা কর বাপু! আর জমিদারি!

পরেশ। সে ত একে একে বিক্রয় হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হয়! তবে টাকা আস্‌ছে কোথা থেকে?

পরেশ। সে ত নিলাম খরিদের বাকি টাকা আমমোক্তার যা দয়া করে' এনে দিচ্ছে। তাও জানেন না? এখন আপনার জমীদারির আয় কত জানেন?

বিশ্বেশ্বর। কত?

পরেশ। কিছু খবর রাখেন না?

বিশ্বেশ্বর। না।

পরেশ। আশ্চর্য্য! আচ্ছা, জমীদারির আয় একলাখ হবে?

বিশ্বেশ্বর। তা হবে!

পরেশ। না, ৫০,০০০৲ ?

বিশ্বেশ্বর। মোটে—

পরেশ। তাও যে নেই।

বিশ্বেশ্বর। নেই না কি?

পরেশ। এখন বার্ষিক আয় ১০,০০০৲ হবে কি না সন্দেহ।

বিশ্বেশ্বর। সে কি!

পরেশ। ছিল দুলাখ, হয়েছে দশহাজার।

বিশ্বেশ্বর। বটে! বাকি একলাখ ৯০ হাজার কি হ'ল?

পরেশ। রেভিনিউ না দেওয়ায় নিলাম হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। যাক্—আপদ গিয়েছে।

পরেশ। আপনার গোমস্তা খাজনা আদায় করে' টাকা নিজেই গাপ করেছে।

বিশ্বেশ্বর। করেছে না কি! কেন কর্ল? চাইলেই ত দিতাম!

পরেশ। তার উপরে পার্ব্বতীবাবুর সঙ্গে যড় করে' বিনা ইস্তাহারে জমীদারি নিলাম করিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। নিলাম করিয়েছে? না না, তা কি হয়! তুমি শুন্তে ভুলেছ।

পরেশ। শুন্তে ভুলেছি! আগে তাই শুন্তে পেতাম; এখন বিশেষ তদন্ত করে' জেনেছি। শুনুন, এখনও একটু হাত গুটোন; নৈলে দুদিন পরে যে খেতে পাবেন না; সাফ খেতে পাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। (হাসিয়া) তাও কি হয় বাবাজি!

পরেশ। জমীদারি যা আছে এখন থেকে আমি দেখছি—আপনি হাত গুটোন।

বিশ্বেশ্বর। হাত কখন গুটোন যায়? গরীব চাইলে যে চোখে জল

আপনি আসে, হাত যে আপনি এগিয়ে যায় তাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধর্ত্তে। থাকতে দেবো না! এ কি হয় বাবাজি!

কালীচরণ। The robbed that smiles, steals something from the thief.

প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। পরেশ! নিজের বাড়ীর খরচ চেষ্টা কর্লে কমাতে পারি। কিন্তু পরের দুঃখ মোচন কর্ত্তে হাত কি গুটোন যায় বাবাজি! তুমি জান না যে ত্যাগে কি আনন্দ, দানে কি সুখ! চক্ষের জল মুছিয়ে দেওয়া, শুষ্ক ওষ্ঠপুটে হাসি ফোটান, ম্লান মুখ উজ্জ্বল করা—এ একটা সৃষ্টি! কঠোরকে ভালবাসান, পাপীকে কৃতজ্ঞ করা—তুমি জান না পরেশ—ছেলেমানুষ—হেঁ হেঁ হেঁ—নিতান্ত ছেলেমানুষ!

পরেশ। আর এদিকে জমীদারি যে একে একে সব পার্ব্বতী কিনে নিল।

বিশ্বেশ্বর। নে'ক। তার ত আনন্দ হচ্ছে।

পরেশ। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। পরেশ বড় চটেছে।—ও কে? দয়াল না! তাই ত, দয়ালই ত!—এসো দয়াল। এ যে অনেক দিন পরে!

দয়ালের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। এসো আমায় প্রিয়তম বাল্যবন্ধু—(ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া কোলাকুলি করিয়া) দেশ থেকে এলে কবে?

দয়াল। আজই।

বিশ্বেশ্বর। ওঃ! কতদিন তোমায় দেখি নি?—আমার সরযূ ভাল আছে?

দয়াল। চমৎকার!

বিশ্বেশ্বর। আর মহিম!

দয়াল। ততোধিক।

বিশ্বেশ্বর! বোস বোস, সরযূর কথা বল! কতদিন যে তাকে দেখি নি—নিজের অসুখ, বাতে পঙ্গু—যাক্ সরযূর সঙ্গে তোমার প্রায়ই দেখা হ'ত?

দয়াল। তা হ'ত।

বিশ্বেশ্বর। সে আমার কথা তোমায় বল্‌তো! বল্‌তো যে সে আমায় এখনও ভালবাসে!

দয়াল। তা আর বাস্‌বে না! তার যে বিয়ে দিয়েছো!

বিশ্বেশ্বর। কি বিয়ে দিয়েছি!

দয়াল। চমৎকার! এমন সোনার প্রতিমাকে এক চণ্ডালের হাতে সঁপে দিয়েছ।

বিশ্বেশ্বর। সে কি!

দয়াল। তার অবস্থা একবার নিজে গিয়ে দেখে এসো! তাকে এখন দেখলে চিন্তে পার্ব্বে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন!

দয়াল। কেন আবার! মনের কষ্টে, অনাহারে—

বিশ্বেশ্বর। অনাহারে! কেন! আমি মাসে তাকে ৫০০৲ টাকা পাঠাই, তা কি পাঠান হয় না?—পরেশ!

দয়াল। পাঠান ঠিক হয়। তবে তোমার সাধের নাতজামাই সেই পাঁচশর মধ্যে চারশ যে এক বেশ্যার পায়ে ঢেলে দিচ্ছেন।

বিশ্বেশ্বর। কি! কার পায়ে ঢেলে দিচ্ছে?

দয়াল। কার পায়ে আবার! সেই গণিকার পায়ে! বেছে বেছে

পাত্র খুঁজে বের করেছিলে খুব! তোমার সম্পত্তি এক বেশ্যার ভোগে লাগছে! বলিহারি!

বিশ্বেশ্বর। তুমি কি বল্‌তে চাও যে মহিম এক গণিকা রেখেছে?

দয়াল। সে কি তুমি জান না? শোন নি?

বিশ্বেশ্বর। না! দিদি ত সে রকম কিছু লেখে নি!

দয়াল। লেখে নি যে সে খেতে পায় না?

বিশ্বেশ্বর। কৈ—না।

দয়াল। লেখে নি যে তাব ছেলে অনাহারে জ্বরে বিনা চিকিৎসায় মাবা গিয়েছে?

বিশ্বেশ্বর। কে! খোকা?

দয়াল। হাঁ খোকা।

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে? কি বল্‌ছ সব?

দয়াল। তাও শোন নি?

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে? কৈ! দিদি ত কিছু লেখে নি।

দয়াল। লেখে নি! আশ্চর্য্য!

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে? ঠিক?

দয়াল। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বেশ্বর। বুঝেছি, সরযূ! এ সংবাদ শুনে আমার কষ্ট হবে বলে' সে কথা লিখিস্ নি! ওঃ! এই বযসেই তোর পুত্রশোক সহ্য কর্ত্তে হ'ল দিদি।

দয়াল। অদৃষ্ট!

বিশ্বেশ্বর। মহিম গণিকা রেখেছে?

দয়াল। হাঁ।

বিশ্বেশ্বর। গণিকা?

দয়াল। বুঝতে পার্চ্ছ না? এ ত বেশ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা! গ্রাম্য ভাষায় বল্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। গণিকা রেখেছে! কেন?

দয়াল। নাও! এ 'কেন'র জবাব কি দেব! গণিকা লোকে আবার রাখে কেন!

বিশ্বেশ্বর। মহিম সরযূকে আর ভালোবাসে না? বল কি!

দয়াল। তা বাসে বৈ কি। তোমার নাতিনীই ত সে গণিকার খরচ জোগায়।

বিশ্বেশ্বর। মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। বোস। মহিম সরযূকে আর ভালোবাসে না!

দয়াল। সর্প যেমন ভেককে ভালোবাসে।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু একদিন ত বাস্‌তো!

দয়াল। তা হবে।

বিশ্বেশ্বর। এ যে আমার স্বপ্নের অগোচর! সরযূকে ভালো না বেসে কেউ থাকৃতে পারে? এ যে আমার ধারণার অতীত। সে আমার সরযূকে এত ভালোবাস্‌তো! সে যে সরযূ বৈ আর জান্ত না! সে যে সরযূ বল্‌তে অজ্ঞান ছিল! সে কি আমি সব স্বপ্ন দেখেছি, সে কি সব ভ্রম! এ যে আমি কখনও ভাবি নি!

দয়াল। যা কখন ভাব নি এমন ব্যাপার পৃথিবীতে অনেক ঘটে।

বিশ্বেশ্বর। (চিন্তিতভাবে) সে যে তাকে বড় ভালোবাস্‌তো! বেশ মনে আছে। একদিন মনে পড়ে—সে দিন বিজয়া—সেই শরতের শান্ত সন্ধ্যায়, নাতিনী আমার বাগানে একটা নারিকেল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি তার মুখের উপর এসে পড়েছিল; দূরে বিজয়ার বাদ্য বাজ্‌ছিল; বাতাসে গাছের পাতাগুলো

বড় ছিল; মহিম একটী গোলাপ ফুল তুলে হেসে সরযূর কুন্তলে পরিয়ে দিচ্ছিল; একটা ভ্রমর ফুল থেকে আর একটা ফুলে উড়ে বস্‌ছিল। আর আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই ছবিখানি আমার চিত্তপটে এঁকে নিচ্ছিলাম। সে দিন ত মহিম তাকে ভালোবাস্‌তো?

দয়াল। কে না বাসে! সে যে যুবকের সম্মুখে যুবতী, ক্ষুধিত গ্রাসের সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য। ভালোবাস্‌বে না!

বিশ্বেশ্বর। তার পর সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালা হ'লে সরযূ এসে আমাকে বিজয়ার প্রণাম কর্লে। আমি অমনি তাকে কম্পিত আলিঙ্গনে বক্ষে তুলে নিয়ে সেই উদ্ভাসিত মুখখানি বারবার চুম্বন কর্লাম! তার পর তার গলাটি ধরে' হেসে তাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, "সরযূ! বাগানে কি হচ্ছিল?" সরযূ হেসে বল্লে, "আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন বুঝি। ভারি দুষ্ট!" এই 'ভারি দুষ্ট' কথাটা সে এমনি বল্লে—কি বল্‌ব দয়াল—এখনও তা আমার কাণে বাজ্‌ছে।

দয়াল। নাও। এখন প্রেমের ইতিহাস আরম্ভ হ'ল!

বিশ্বেশ্বর। তার পর সেই রাত্রে তারা বিদায় নিল। বিদায় দেবার সময় আবার সরযূকে বক্ষে নিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম। সরযূও কেঁদে উঠ্‌ল।

দয়াল। তাই বলে' এখন সত্য সত্যই কেঁদো না।

বিশ্বেশ্বর। (কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া) তার পর আমি বল্লাম, "সরযূ, মনে থাক্‌বে ত?" সরযূ তখন—মুখে হাসি চোখে জল—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দয়াল—সরযূ বল্লে, "দাদামহাশয়, আপনাকে যে দিন ভুল্‌বো চিঠি লিখে জানাবো" তার পর গাড়িতে চ'ড়ে তারা দুজনে চলে' গেল। সরযূ গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লে, "চিঠি লিখ্‌বেন দাদামহাশয়।" গাড়ি চ'লে গেল! পৃথিবী দুহাত দিয়ে মুখ ঢাক্‌ল। সেই নৈশ

আকাশে একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠে মিলিয়ে গেল। সে আজ তিন বৎসর হবে। হাঁ ঠিক তিন বছর!

দয়াল। তা কে অস্বীকার কর্চ্ছে!

বিশ্বেশ্বর। তার পর কত দীর্ঘ দিবস তার সেই হাসি মুখখানি, তার সেই স্বর বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে। কত দীর্ঘরাত্রি তার বায়বী মূর্ত্তিকে অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দিয়েছি। সে ত মানবী নয় দয়াল! সে যে দেবী, সে যে কবির কল্পনা, ধ্যানের ধারণা, মানসী প্রতিমা, তাই বুঝি মহিম তাকে ধর্ত্তে পারে নি।

দয়াল। ধর্ত্তে বেশ পেরেছিল; এখন আর সে সব কথা ভাব্‌লে কি হবে! একটা উপায় কর।

বিশ্বেশ্বর। উপায়! হুঁ তাই ত! ছেলেটা বিগ্‌ড়ে গেল!—দয়াল তোমার খাওয়া হয়েছে?

দয়াল। হাঁ, হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। উহুঁ। সুবিধে রকম ঠেক্‌ছে না।—ভবানীপ্রসাদ।

দয়াল। এখন তুমি বিহিত একটা কিছু কর।

বিশ্বেশ্বর। একটা কিছু কর্ব্ব! তাই ত! একটা কিছু কর্ব্ব!—ওহে ভবানীপ্রসাদ।

ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। ওহে একটা গান গাও ত।

দয়াল। গান গাইবে কি!

বিশ্বেশ্বর। আমার মাথাটা কি রকম কর্চ্ছে! তাই ত—সেই বেশ্যাটির কি রকম চেহারা?

দয়াল। নাও! এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কর্লেন কি না যে তার কি রকম চেহারা!

বিশ্বেশ্বর। আমার নাতিনীর চেয়ে সে ভালো দেখতে? তার চেয়ে টানা ভ্রূ? তার চেয়ে নীল চক্ষু?—কখন উল্লাসে জ্বলে ওঠে, কখন জলে ভরে' আসে। তার চেয়ে মিষ্ট হাসি?—রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি যেন দুগ্ধশুভ্র দন্তপাঁতির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তার চেয়ে সুগোল বাহু?—সোণার চুড়ি যেন তাকে সোহাগে জড়িয়ে ধরেছে। তার চেয়ে কোমল করপুট? মল্লিকা আর জবা সেখানে প্রভুত্বের জন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে। আমার নাতিনীর চেয়ে তার রং কি রক্তাভ শুভ্র, কণ্ঠস্বর ঝঙ্কারময়, লঘু গতি, ব্রীড়ানম্র ভঙ্গিমা, কৃষ্ণ কেশদাম? আহা সে ঘাড়টি নাড়্‌ত, আর পাশের চুলগুলি এসে মুখের উপর আদরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তো।

দয়াল। নাও, এখন কবিত্ব আরম্ভ হ'ল।

বিশ্বেশ্বর। সব চেয়ে ভাল তার চক্ষুদুটি! কত রকম চাইত। —গাও ভবানীপ্রসাদ। মায়ের নাম গাও।

গীত

আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে।
নাও মা কোলে দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা খেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়্‌ব না-মা—
ওমা, ঘরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

গাইতে গাইতে ভবানীপ্রসাদের প্রস্থান

দয়াল। কি বিশ্বেশ্বর, কাঁদ্‌ছ!

বিশ্বেশ্বর। না। চল দয়াল, একটু বেড়িয়ে আসি।

দয়াল। চল।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার গৃহকক্ষাভ্যন্তর। কাল—গোধূলি

শান্তা একাকিনী

শান্তা। আজ আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তেমনি আমার মন মেঘাচ্ছন্ন! আমার জীবনের প্রধান কাজ যেন কালক্ষেপ করা। আমার জীবনের প্রধান সুখ—আপনাকে আপনি ভুলে থাকা। অথচ খাচ্ছি, কৌতুক কর্চ্ছি; এই জঘন্য রূপকে দর্পণে দেখ্‌ছি, মাজ্‌ছি, সাজাচ্ছি—কেন? আর কোন কাজ নাই বলে'? (দীর্ঘনিশ্বাস)—একটা শুষ্ক নদী, একটা উষর ক্ষেত্র, একটা জীবহীন অরণ্য, একটা প্রাণহীন দেহ! (জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া) বৃষ্টি পড়্‌ছে, ঝিপ্‌ ঝিপ্‌ করে' বৃষ্টি পড়্‌ছে। বাতাস নাই, বিদ্যুৎ নাই, মেঘগর্জ্জন নাই। একটা মলিন স্থির পঙ্কিল দিবস। আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি।—কে ওস্তাদজি!

ওস্তাদজির প্রবেশ

ওস্তাদ। হাঁ বেটি।

শান্তা। আদাব। বৈঠিয়ে ওস্তাদজি।

ওস্তাদ। (সেলামান্তর বসিয়া) হাম্‌কো বোলায়ি থি বেটি?

শান্তা। জি।

ওস্তাদ। কিস্‌ ওয়াস্তে।

শান্তা। ওস্তাদজি! আপ্‌ মুঝ্‌সে নারাজ হুয়ে?

ওস্তাদ। রঞ্জ? কুছ্‌ নেই।

শান্তা। বেশখ্ হুয়ে। এৎনে রোজ মেরা সাথ্ মোলাকাৎ ভি কিনে, খবর ভি নহি লি! একঠো খৎভি নেই ভেজা!

ওস্তাদ। তুম্ হাম্‌রা কোন্ হ্যায় বিবিসাহাব!

শান্তা। নারাজ মৎ হোনা!

ওস্তাদ। গোসা হোনেসে তোমারি হর্‌জ কেয়া? এইসেই দস্তর হ্যায়। তুম্‌লোক একঠো জোয়ান মিল্‌নেসে নউলকা মাফিক সাথ্ সাথ ফিরতে হো। এইসেই দস্তর হ্যায়, এইসেই দস্তর হ্যায় (চক্ষু মুছিলেন) লেকেন—মেজাজ সরিফ।

শান্তা। আপ্ কি দোয়াসে।

ওস্তাদ। তুম্ পর আশিক্ হ্যায়?

শান্তা। কোন্?

ওস্তাদ। মরদ?

শান্তা মস্তক অবনত করিলেন

ওস্তাদ। এইসেই দস্তর হ্যায়। মরদ্ জোয়ান হ্যায়। তুমভি পিয়ার কর্ত্তি হো?

শান্তা। আলবৎ! আপ্ কেয়া সমঝাতে হেঁ মর রূপেয়াকোয়াস্তে—

ওস্তাদ। কভি নেই। লেকেন উস্‌কো বিবি হ্যায়?

শান্তা। কিস্‌কো?

ওস্তাদ। তোমারে খসম্‌কো, তোমারে পিয়ারেকো, তোমারে জান্‌কো! উস্‌কো বিবি হ্যায়?

শান্তা। (অবনত মস্তকে নিম্নস্বরে) হ্যায়।

ওস্তাদ। (উঠিয়া) জাহান্নমমে যাও।

সক্রোধে প্রস্থান

শান্তা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) বুঝেছি ওস্তাদজি? সত্য কথা। এ কথা আমার মনে যে পূর্ব্বে আসে নি তা নয়! ভেবেছিলাম, ভালবাসায় সব পবিত্র হয়, মাটি সোণা হয়। কিন্তু—না, তাই বা কেন! প্রেম যার সঙ্গে, তারই ন্যায্য অধিকার! নইলে—

গীত

তোমারেই ভালোবেসেছি আমি
তোমারেই ভালোবেসেছি।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
তব হাস্যোজ্জ্বল-বিকসিত-শতদল—
বিতরিব তোমারি গৌরব পরিমল;
সজলজলদজালম্লান-গগন তলে
তোমারি নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে—করিব তব চিত্তবিনোদন
তোমারি মিলনগীতি গাহিয়া;
বিরহে মলিনমুখে শূন্য নয়নে দুখে
রহিব তোমারি পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি, তোমারি, তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

মহিমের প্রবেশ

শান্তা। কে! মহিমবাবু?

মহিম। হাঁ আমি।

শান্তা। এসো প্রিয়তম। (অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গনার্থ হাত বাড়াইলেন) এসো প্রাণাধিক!

মহিম। (পিছাইয়া) এ আবার কি!

শান্তা। আমি আপনাকে ভালোবাসি, এই আমার অপরাধ! আমি আপনাকে—না, আমি আর 'আপনি' বল্‌বো না। তুমি—তুমি—তুমি! তুমি আমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার হৃদয়ের হৃদয়, তুমি আমার জীবনের জীবন, তুমি আমার—(মহিমকে বাহুবেষ্টন করিয়া) তুমি আমার, আর কারো নয়।

মহিম। এ কি ব্যাপার।

শান্তা। বিবাহ? বিবাহ নৈলে প্রেম নিষিদ্ধ?…কে বলে! বিবাহ? সে ত রেজেষ্টারি কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া—বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে নেওয়া। তাই বা কৈ? প্রজাও জমি ছেড়ে দিতে পারে, বিক্রয় কর্ত্তে পারে। কিন্তু স্ত্রী—আমৃত্যু ক্রীতদাসী। অবজ্ঞাত হোক্, পদাহত হোক্, পরিত্যক্ত হোক্—তাকে তার পতির পাদপদ্ম ধ্যান করে' মর্ত্তে হবে—এই ত স্ত্রী।

মহিম। আজ এ সব কথা কেন শান্তা?

শান্তা। প্রেম বিবাহজ না হ'লেই বেশ্যাসক্তি। কে বলে? এই ত প্রেম। দাস্য নাই, বিপত্তি নাই, দায়িত্ব নাই, ভবিষ্যৎ নাই—একটা অবাধ অগাধ অস্থির অসীম উচ্ছ্বাস! আকাশের মত মুক্ত, শরের মত তীক্ষ্ণ, ঝড়ের মত প্রবল, বিদ্যুতের মত জ্বালাময়, তরঙ্গের মত উদ্দাম! এই ত প্রেম! (মত্ত মাতঙ্গের মত টলিতে লাগিল) প্রাণ, মন, হৃদয়, জীবন, ইহকাল, পরকাল—একটি চুম্বনের মধ্যে! এই ত প্রেম! নইলে—

মহিম। শান্তা, শান্তা! (গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিলেন)

শান্তা। নইলে দড়ি দিয়েই বাঁধ, লৌহশৃঙ্খল দিয়েই বাঁধ, আইন দিয়েই বাঁধ, আর মন্ত্র দিয়েই বাঁধ…প্রেমহীন বন্ধনই অপবিত্র, বাধ্য আলিঙ্গনই বেশ্যাসক্তি! না না, কি বল্‌ছি! বেশ্যা আমি। বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম। জঘন্য রৌপ্যের জন্য দেহ বিক্রয় করেছি। বিবাহের মর্ম্ম

আমি কি বুঝবো ? সমাজের আবর্জ্জনা আমি ; রাস্তার হন্তে কুকুর আমি ; রোগীর শুশ্রূষার আমি। বিবাহের মর্ম্ম আমি কি বুঝ্‌বো ! (পরে নিজের মস্তকের দুই পার্শ্ব চাপিয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে) সে দেশ রসাতলে যাক যেখানে প্রথমে বেশ্যার সৃষ্টি হ'য়েছিল। সে বিধান নিপাত যাক যে বিধানে বেশ্যা আজীবন বেশ্যা। সে পুরুষ নরকে যাক যে এই লালসার প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে ঘি ঢালে, যে এই কলঙ্কিনীকুলের কুলবৃদ্ধি করে !

মহিম। স্থির হও শান্তা !

শান্তা ধীরে ধীরে জানালার পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল

মহিম। আশ্চর্য্য ! এরূপ ত তখন দেখি নাই। এ কি সত্যই বেশ্যা ! (শান্তার কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া) শান্তা !

শান্তা। যান ! দিনটাও কি আমার নয় ?

মহিম। তার অর্থ !

শান্তা। তার অর্থ এই যে আমি এখন খানিক একেলা থাক্‌বো। সেই অনুমতি ভিক্ষা করি।

মহিম। কেন ? আমি চলে' গেলেই কি তুমি বাঁচ ?

শান্তা। না। তবে লক্ষ্য করেছেন কি, যে, বিহঙ্গ কখন বা সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় পক্ষ বিস্তার ক'রে' ওড়ে, যেন সে আহার জানে না, চিন্তা জানে না, বিরাম জানে না, দুঃখ জানে না। কিন্তু সেই পক্ষীই আবার কখন বা পক্ষ গুটিয়ে, চক্ষু মুদ্রিত করে' নীড়ে চুপ করে' বসে' থাকে যেন সে কখন উড়তে শেখে নি।—দেখেছেন কি ?

মহিম। দেখেছি।

শান্তা। আমরা সেই জাতি। আমরা যখন পিঞ্জরের গরাদেতে রক্তাক্ত লাপটের যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করি, আপনারা হাস্যমুখে তাই দাঁড়িয়ে

দেখেন। আমরা যখন মর্ম্মে মর্ম্মে গুম্‌রে' মরে' যাই, আপনারা হাসেন। আমাদের দেখে দুঃখ হয় না মহিমবাবু!

মহিম। না, তোমাদের দেখে আমাদের পরম সুখ হয়—নইলে বাড়ী ছেড়ে এখানে আসি!

শান্তা। আজ যান।

মহিম। কেন! আমি কি তোমার চক্ষুঃশূল?

শান্তা। তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তুমি আমার—(জড়াইয়া ধরিলেন; তৎক্ষণাৎ সর্পাহতবৎ পিছাইয়া আসিলেন) না—না, আপনি আমার কেউ ন'ন, কেউ ন'ন।

মহিম। সে কি শান্তা!

শান্তা। আমিও আপনার কেউ নই। আমি তরুলতাটির মত উঠে আজ আপনাকে জড়িয়ে ঘিরে আছি। কিন্তু যেদিন আপনার আমাকে আর ভাল লাগবে না, সেদিন আমার বাহুর এই ক্ষীণ বেষ্টন-বন্ধন ছিঁড়ে আপনি চলে' যাবেন।

মহিম। কে বল্লে?

শান্তা। আমি জানি। আমি জানি!

মহিম। কখন যাবো না।

শান্তা। যাবেন না! সত্য বলুন, যাবেন না! সত্য বলুন—বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি—আপনি আমায় ভালোবাসেন? সত্য? সত্য?

মহিম। বাসি।

শান্তা! স্ত্রীর চেয়ে! নিজের চেয়ে? আত্মার চেয়ে? আমি যেমন ভালোবাসি?

মহিম। বাসি শান্তা।

শান্তা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। দাসী দীপ লইয়া আসিল ও রাখিয়া প্রস্থান করিল

মহিম। রাত হ'ল একটা গান গাও।

শান্তা। আপনার স্ত্রী কি রকম দেখতে?

মহিম। অতি সুন্দরী।

শান্তা। খুব সুন্দরী!

মহিম। একদিন না হয় গিয়ে দেখে এসো!

শান্তা। তিনি আপনাকে ভালবাসেন?

মহিম। বাসে!

শান্তা। কিন্তু এই রকম?

মহিম। কি রকম?

শান্তা। আমার মত? যেন সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ? রাহুর গ্রাস? দাবাগ্নির আলিঙ্গন? ব্যাঘ্রের ক্ষুধিত গর্জ্জন? আমি যেমন ক্রুদ্ধ ফণিনীব মত উত্থিত ফণা তুলে—না না, পালান, পালান! আমি আপনার সর্ব্বনাশ; আমি আপনার অভিশাপ; আমি আপনার নরক। —পালান, পালান!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাসবাটীর সম্মুখে রাস্তা। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

বিশ্বেশ্বর, ভবানীপ্রসাদ ও দয়ালের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। এই বাড়ী বোধ হচ্ছে।—না দয়াল?

দয়াল। কিন্তু তোমার তাতে কি? তুমি বুড়ো মানুষ—এ সময়ে—

বিশ্বেশ্বর। না, আমি একবার তাকে দেখবো।

দয়াল। দেখে কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। দেখবো, সে কত বড় সুন্দরী। নৈলে আমার নাতিনীকে

ছেড়ে—না, আমি একবার দেখবো!—কি ভবানীপ্রসাদ! অত করুণভাবে মাথা নাড়ছো যে!

দয়াল। কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। না, না,—আমার নাতিনীর এখনকার চেহারা তুমি দেখ নি দয়াল। তাই বল্‌ছি। তার সেই গোলাপী রঙের গোল গাল দুটি ছাইয়ের মত সাদা হ'যে গিয়েছে। তার চক্ষুর অপাঙ্গে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। তার সেই নিটোল কপালে দাগ প'ড়ে গিয়েছে। তার মাখনের মত শরীর বাকারীব মত শুকিয়ে গিয়েছে। তার মুখে অব্যক্ত বেদনা। তার চক্ষে দুঃস্বপ্ন।

দয়াল। তা ত বুঝ্‌লাম। কিন্তু এ বেশ্যাকে দেখে কি হবে!

বিশ্বেশ্বর। সে—সে আমায় দেখে হাস্‌ল—সে যেন কঙ্কালের হাসি, আমায় 'দাদামহাশয়' বলে' ডাক্‌ল, সে স্বর যেন একটা শুষ্ক ব্যঙ্গ; আমায় প্রণাম কর্ল, অমনি তার চোখ দুটি দিয়ে দর দর করে' ধারা ব'য়ে গেল, আঁচলে মুখ ঢাক্‌ল। তাকে বল্লাম, আমার সঙ্গে চলে' আয়; সে তার কি উত্তর দিলে জানো!

দয়াল। কি?

বিশ্বেশ্বর। বল্ল, 'না দাদামহাশয়! আপনি ত আমায় জন্মের মত বাড়ী থেকে বিদায় করে' দিয়েছেন—এখন এই আমার ঘর, এই আমার শ্মশান।' আমি তখন তাকে জড়িয়ে ধরে'—বুড়ো মানুষ আমি—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম।

দয়াল। এই! এই! আবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠো না যেন!

বিশ্বেশ্বর। না। কেঁদে কি হবে! যখন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি, তখন সে গিয়েছে। কেঁদে কি হবে! কিন্তু আমি একবার এই সুন্দরীকে দেখ্‌বো।

দয়াল। দেখেই বা কি হবে ?

বিশ্বেশ্বর। যদি সে আমার নাতিনীর চেয়ে সুন্দরী হয়, তা হ'লে তাকে কিনে নিয়ে গিয়ে, পূজার দালানের কোলোঙ্গায় সাজিয়ে রেখে দেবো।

দয়াল। তুমি কি ক্ষেপেছ ?

বিশ্বেশ্বর। হয় ত।

ভবানী। হতাশভাবে দেওয়ালে হাত দিয়া ঊর্দ্ধমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

বিশ্বেশ্বর। আমি ক্ষেপেছি দয়াল। সত্যই ক্ষেপেছি। আমি একবার (উপরে শান্তা গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিল)—ঐ না ?

দয়াল। কৈ ?

বিশ্বেশ্বর। ঐ যে।

দয়াল। হাঁ, ঐ বটে !

বিশ্বেশ্বর। দেখি ! চসমা পরিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন) সুন্দরী ! হাঁ সুন্দরী ! ঠোঁট ছুটো তেমন পাতলা নয়—লালসাময়। মুখখানি গোল নিটোল। সুন্দরী ! চোখ ছুটো টানা নয়—তবে মুখের উপর ভাস্‌ছে বটে। দীর্ঘকেশী। সুন্দরী। তবে আমার নাতিনীর মত নয়। ঐ ! হাস্‌ছে। সুন্দর। মন্দ নয়, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। ঐ আবার। সুন্দর। হুঁ সুন্দর।

দয়াল। বুড়ো মজে' গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ ! বড় রাস্তায় গাড়ী রৈল। মাসে পাঁচ শ'। নিয়ে একেবারে ট্রেনে কাশী ! বুঝ্‌লে ! একবার নেশা ছুটে গেলে, আবার ঠিক হবে। চল দয়াল। বুঝলে ভবানী পাঁচ শ'।

বিশ্বেশ্বর ও দয়ালের প্রস্থান

ভবানী। গল্প বেশ জমে' আস্‌ছে। এর পর কি হয় বলা যায় না। স্ত্রীলোক নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ বেধেছিল শুনেছি। কিন্তু নাতজামাই আর দাদাশ্বশুরে যুদ্ধ—পুরাণে লেখে না। যা' হোক, এরা সকলেই কিছু না কিছু কচ্চে! আর আমি? হসন্তর মত নীচে পড়ে আছি, আর গান গাচ্ছি। জগতের কোন কাজেই লাগ্‌ছি না—ঐ বুঝি। হাঁ। সঙ্গে কে! এ কি! স্বপ্ন দেখ্‌ছি না কি!

অন্তরালে অবস্থিতি

কথা কহিতে কহিতে শান্তা ও হিরণ্ময়ী গৃহদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল

হিরণ্ময়ী। তবে আমি চল্লাম।

শান্তা। কোথায়?

হিরণ্ময়ী। কোন বিশেষ দিক্ নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। যে দিকে চক্ষু যায়। তোমার আংটিটি আমি রাখ্‌লাম। হয় ত আবার একদিন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে এখানে আস্‌বো। আত্মহত্যা কর্ব্ব ভেবেছিলাম—না, তা কর্ব্ব না। ঘরেও প্রবেশ কর্ব্ব না।

শান্তা। কেন?

হিরণ্ময়ী। না, যে ঘর ছেড়েছি, সে ঘরে আর প্রবেশ কর্ব্ব না। তার পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশে আমার অধিকার নাই। তোমার ঘরেও ঢুকি নি দেখ্‌লে না? তার কারণ কি জান?

শান্তা। কি কারণ?

হিরণ্ময়ী। ঘরের মধ্যে গেলেই মনে হয় যে, তার কোণ থেকে সহস্র কেউটে সাপ ফণা বিস্তার করে' আমার পানে ধেয়ে আস্‌ছে; তার ছাদ নেমে এসে আমার বুকে চেপে ধরেছে; নিশ্বাস ফেল্‌তে পারি না।

ভবানী। অভাগিনী!

হিরণ্ময়ী। (চমকিয়া) ও কার স্বর! ও কে—এখানে ভূত আছে না কি। পালাই পালাই।

বেগে প্রস্থান

ভবানী। উন্মাদিনী।

শান্তা। মুক্তি ও দাস্য, আশা ও নৈরাশ্য, লাভ ও সর্ব্বনাশ, স্বর্গ ও নরক আমার প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের ধূমায়িত রঙ্গমঞ্চে হাত ধরাধরি ক'রে নৃত্য কর্চ্ছে। (জানু পাতিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া)—ক্ষমা ক'রো। আমি জান্তাম না।

ভবানী। (অগ্রসর হইয়া) মা!

শান্তা। কে—কে আপনি?

ভবানী। ব্রাহ্মণ।

শান্তা। ভিক্ষা চান?

ভবানী। না।

শান্তা। তবে?

ভবানী। কিছু বক্তব্য আছে।

শান্তা। কি! বলুন!

ভবানী। তুমি কে মা!

শান্তা। আমার নাম শান্তা—বেশ্যা।

ভবানী। ছলনা কর্চ্ছ?

শান্তা। না ব্রাহ্মণ!

ভবানী। তবে কাঁদ্‌ছিলে কেন?

শান্তা। তা জেনে আপনার কি হবে?

ভবানী। তোমার কি দুঃখ আমায় বল।

শান্তা। বেশ্যার কি দুঃখ? তাই আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন!

ভবানী। বুঝেছি! তবে এই দূষিত বায়ু ছেড়ে এসো মা আমার সঙ্গে, মায়ের চন্দন-সুগন্ধ পবিত্র মন্দিরে—শান্তি পাবে।

শান্তা। শান্তি পাবো! ব্রাহ্মণ! তুমি কি বাতুল!

ভবানী। হবে!

শান্তা। কিংবা আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না। আমার মাথার ঠিক নাই। শান্তি পাবো! আমি! আমার শান্তি—(পিস্তল দেখাইল)

ভবানী। (সভয়ে) ও কি!

শান্তা। আমার আর সময় নাই।

প্রস্থান

ভবানী। কে এ নারী—আশ্চর্য্য!

প্রস্থানোদ্যত

মহিমের প্রবেশ

ভবানী। এই যে সেই লম্পট। দেখি কি করে।

মহিম। চপলা! চপলা! (দ্বারে আঘাত)

দ্বার খুলিয়া দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঠাকরুণ বাড়ীতে নেই গো!

মহিম। কোথায়?

দাসী। জানি না।

মহিম। 'জানি না' কি রকম! রাতে আমায় না বলে' ক'য়ে!

ভবানী। (অগ্রসর হইয়া) তুমি কত দাও?

মহিম। কে তুমি?

ভবানী। ব্রাহ্মণ। তুমি কত দাও?

মহিম। চার শ'।

ভবানী। সে হেঁকেছে পাঁচ শ'।

মহিম। কে!

ভবানী। এক চুল-পাকা গাল তোব্‌ড়ানো মান্ধাতার আমলের বুড়ো। তিনকাল গিয়েছে এককাল আছে—তাও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তার টাকা আছে।

মহিম। তার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে?

ভবানী। সে ত আর তোমার স্ত্রীটি নয় যে লাথি ঝাঁটা খেয়ে পায়ের তলায় পড়ে' থাক্‌বে। তুমি দাও চার শ', সে হেঁকেছে পাঁচ শ'!

মহিম। বেশ! আমি দেবো ছ' শ'!

ভবানী। হাঁ, নিলামে চাড়িয়ে দাও। প্রেমটাকে নিলামে চড়িয়ে দাও। তার পরে সে ডাক্‌বে সাত শ', তুমি ডেকো আট শ'।

মহিম। তুমি কে?

ভবানী। আমাকে তোমার চিন্‌বার কথা। তবে প্রথম প্রেমে কারো আশে পাশে চাইবার অবসর থাকে না। নৈলে—

মহিম। চলে' যাও।

ভবানী। এই যাচ্ছি! মেরো না!

মহিম। আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্চি—সেই কেমন আর আমিই কেমন! ছাড়্‌ছি না। দেখেঙ্গে।

প্রস্থান

ভবানী। যাও যাও—অধঃপাতে যেতে বসেছো, যাও। স্বয়ং ভগবান তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, তা দাদামহাশয়। যে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে সে যাবে! কেউ তার গতিরোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না। কিন্তু এই নারী—আশ্চর্য্য!

প্রস্থান

হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া পার্ব্বতীর প্রবেশ

পার্ব্বতী। এসো বল্‌ছি।

হিরণ্ময়ী। ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। ঘরে চল—সুখে রাখ্‌বো।

হিরণ্ময়ী। ঘরে! না, ঘরে যাবো না! প্রতিজ্ঞা করেছি।

পার্ব্বতী। রৌদ্র বৃষ্টি শীতে কেন মিছে—

হিরণ্ময়ী। রৌদ্র বৃষ্টি শীত খল পুরুষদের চেয়ে ভাল। রৌদ্র যখন পোড়ায়—পোড়ায়, বলে না সে গোলাপ জলে স্নান করিয়ে দিতে এসেছে। শীতের দাঁত যখন মাংস কেটে বসে—সোজা বসে, তার মধ্যে ছলনা নাই। বৃষ্টি যখন নামে—প্রেমালিঙ্গন করে না, সোজা শত্রুভাবে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে!—ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। আমার সঙ্গে এসো।

হিরণ্ময়ী। আমি যাবো না। পাষণ্ড নরাধম তুমি। ছেড়ে দাও বল্‌ছি—নইলে চেঁচিয়ে সহর শুদ্ধ এখানে এনে জড় কর্ব্ব। ছেড়ে দাও বল্‌ছি।

পার্ব্বতী। আমাব কিছু বল্‌বার আছে।

হিরণ্ময়ী। এখানে বল।

পার্ব্বতী। তবে ঐ গাছতলায় চল।

হিরণ্ময়ী। তা চল।

উভয়ের প্রস্থান

চারু ও বিনোদের প্রবেশ

চারু। ওহে পার্ব্বতী একটা স্ত্রীলোকের পিছনে গেল না?

বিনোদ। হাঁ গেল বটে! সেই স্ত্রীলোকটা বোধ হ'ল।

চারু। কোন্ স্ত্রীলোকটা ?

বিনোদ। ঐ সেইদিন বাগানে যে সাহানায় কড়ি মধ্যমের মত এসে পড়্‌ল।

চারু। বটে বটে! এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় ব্যাপার আছে। চল চল, দেখা যাক্ কি করে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

দয়াল ও ভবানীর প্রবেশ

দয়াল। রাজী হ'ল না ?

ভবানী। না!

দয়াল। তুমি গুছিয়ে বল্‌তে পার নি।

ভবানী। তা পারি নি।

দয়াল। কেন পার্লে না ?

ভবানী। ঘাবড়ে গেলাম!

দয়াল। কেন!

ভবানী। জ্যোৎস্নালোকে তার ম্লান মুখখানি দেখ্‌লাম—সে নতজানু হ'য়ে করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে সজলনেত্রে প্রার্থনা কর্চ্ছিল, "আমায় ক্ষমা করো"—কাকে বল্ল তা জানি না ; কেন বল্ল তাও জানি না। কিন্তু আমার চোখে জল এলো। তার কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনেছি বলে' মনে হ'ল। আমার বক্তব্য আমি গুছিয়ে বল্‌তে পার্লাম না।

দয়াল। তুমি অত্যন্ত অপদার্থ।

ভবানী। নেহাইৎ।—তার পর নাতজামাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল।

দয়াল। মহিমের সঙ্গে দেখা হ'ল ?

ভবানী। হ'ল।

দয়াল। সে কি বল্ল?

ভবানী। হিন্দী কৈল।

দয়াল। কি হিন্দী?

ভবানী। বল্ল "দেখেঙ্গে"।

দয়াল। হারে হতভাগা! নিজের জিনিস মনে ধরে না! লাং ওড়না আর ক্লিওপ্যাট্রা খোঁপা দেখে ভুলে যাস্। সাধা হাসি আর বাঁকা চাহনিতে মজে' থাকিস্। ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে অলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিস্। মঙ্গলপ্রদীপ ছেড়ে জোনাকি ধর্ত্তে ছুটিস্।

ভবানী। এ উপমাগুলো দিলে বোধ হয় সে বুঝতো। আপনি গেলেন না কেন বোঝাতে?

দয়াল। কি কর্ত্তাম?

ভবানী। উপমা দিতেন।

দয়াল। আরে উপমা দিয়ে কি হবে?

ভবানী। তাও ত বটে।

দয়াল। ওরে মূর্খ! প্রেমে পড়ে' উচ্ছন্ন যাস্, নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করিস্, সে নেশা কতক বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ক্রীত চুম্বনে ও প্রাণহীন আলিঙ্গনে কি সুখ পাস্ বুঝি না। বলিহারি!

ভবানী। বলিহারি!

দয়াল। চল।

ভবানী। চলুন।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর গৃহকক্ষ। কাল—রাত্রি

পার্ব্বতী একাকী

পার্ব্বতী। সে কাজ করেছি। কি ভয়ঙ্কর! অথচ কি সহজ! পাপ আর গুরুতর পাপের মধ্যে তফাৎ—এক ধাপ মাত্র। পাপের রাজ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। নৈলে সে রাজ্য চল্‌বে কেন। পাপের রাজ্যে বাস কর্ত্তে চাও, ত তার আইন মেনে চল্‌তে হবে! এক জায়গায় খাড়া হ'য়ে থাকৃতে পার্ব্বে না। হয় উত্থান না হয় পতন! হতেই হবে। উঠ্‌তে হলে, শক্তিবলে কৃত পাপের গুরুভার ঠেলে উঠ্‌তে হবে—শক্ত। নামতে চাও, নিজ ভারে নেমে যাবে—অত্যন্ত সহজ! ও কি! না, পেচকের শব্দ! যাক্। মৃত জিহ্বা নড়ে না। ব্যস্! ও কি শব্দ! কে? কৈ!

চারু, বিনোদ ও কালীচরণের প্রবেশ

পার্ব্বতী। এ—এ কি! তোমরা এত রাত্রে!

চারু। রাত্রি ন'টার বেশী হবে কি?

পার্ব্বতী। না—তা—তা—রাত আর এমন বেশী কি!

বিনোদ। এই বেড়াতে বেড়াতে এইদিকে এলাম!

পার্ব্বতী। তা—তা—বেশ করেছো।

চারু। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

পার্ব্বতী। কোথায়!

চারু। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি! ছিলে কোথায়?

পার্ব্বতী। ছিলাম কোথায়!

বিনোদ। বলি, বনে ঝোপে কি করা হচ্ছিল!

পার্ব্বতী। কৈ—না—আমি ত—

চারু। ও রকম কর্চ্ছ কেন?

বিনোদ। কাঁপ্‌ছ যে!

পার্ব্বতী। না। আমি—আমি ত করি নি।

চারু। কি কর নি?—কালী, জানো না?

কালী। Where ignorance is bliss it is folly to be wise.

বিনোদ। আমরা দেখেছি!

পার্ব্বতী। কি দেখেছ!

চারু ও বিনোদের উচ্চ হাস্ত করিলেন

পার্ব্বতী। না না, আমি করি নি। এই দেখ! এ কি! হাতে রক্তের দাগ! না, আমি ত হত্যা করি নি। সে জলে নিজে পড়ে' গিয়েছিল।

চারু ও বিনোদ পুনরায় উচ্চ হাস্ত করিলেন

পার্ব্বতী। অত চেঁচিয়ে হাসছ কেন? যাও, এখান থেকে বেরোও।

চারু। চল বিনোদ।

সহাস্তে উভয়ের প্রস্থান

কালী। When ill indeed, dismissing the doctor don't always succeed.

পার্ব্বতী। তুমিও দেখেছ?

কালী। বুঝেছি পার্ব্বতী! You have sown the wind and shall reap the whirlwind.

পার্ব্বতী। আমি ত হত্যা করি নাই।

কালী। For the wages of sin is death.

প্রস্থান

পার্ব্বতী মুখব্যাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; পরে সহসা দৌড়াইয়া বাহির হইতে হইতে শুষ্কস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "কালীচরণ—চারু—বিনোদ—শোন—শুনে যাও—"

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সরযূর কুটীর-প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি

সরযূ অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়—ভূমিশয্যায় উর্দ্ধে চাহিয়া ছিল

সরযূ। অমাবস্যা রাত্রি! আকাশ নির্ম্মল! উঃ! কি উজ্জ্বল ঐ নক্ষত্রগুলো—আচ্ছা, ওগুলো কতদূরে। দাদামহাশয়ের কাছে শুনেছি, ওগুলো এক একটা সূর্য্য। এই সময় তিনি ছাদে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাক্‌তেন ; আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম ; আর তিনি কত দেশের যুগযুগান্তের ইতিহাস, পৃথিবীর জন্মকথা, মহাত্মাদের জীবনচরিত, জ্যোতির্ম্মণ্ডলের বিবরণ আমায় শোনাতেন। আমি সেই মায়াময় উপন্যাস মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনতাম।—ঐ বুঝি তিনি এলেন (উঠিয়া বসিলেন) না, এ কে ?

শান্তার প্রবেশ

সরযূ। কে ?

শান্তা। এ কি! এই ধূসর বসনে, রুক্ষকেশে, ভূমিশয্যায় !

সরযূ। কে তুমি ?

শান্তা। এই স্ত্রী। এই সতী! মুখে কি জ্যোতিঃ! ললাটে কি মহিমা! অঙ্গে কি লাবণ্য! শৈলমূলে প্রভাতমণ্ডিত হ্রদের মত শান্ত স্বচ্ছ, সুন্দর। এই সতী! ঐ ভূমিশয্যা মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণসিংহাসন ঐ মাথার কাপড়খানি জ্বল্‌ছে যেন হীরার মুকুট—এই সতী!

সরযূ। তুমি কে ?

শান্তা। শয়তানী! এই দেবীর সন্মুখে নতজানু হ'যে হাত যোড করে' দাঁড়া—দেবি। (নতজানু হইয়া) দেবি!

সরযূ। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।—কে তুমি বোন্ ?

শান্তা। হাঁ—বোন্ বলে' ডাক; আমায় ধন্য কর; আমায় এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার কর। আমায়—

সরযূ। কে তুমি ?

শান্তা। এই কুঁড়ে ঘরে তুমি থাক ?

সরযূ। হাঁ।

শান্তা। তোমার দাদামহাশয় শুনেছি বড়মানুষ।

সরযূ। হাঁ। তাই কি ?

শান্তা। তিনি তোমায় টাকা পাঠান না ?

সরযূ। পাঠান।

শান্তা। কত ?

সরযূ। মাসে পাঁচ শ'।

শান্তা। তবে! ও! বুঝেছি। তবে এই টাকা থেকেই তোমার স্বামী বেশ্যার খরচ যোগান ?

সরযূ। (চমকিয়া) কার ?

শান্তা। তাঁর এক গণিকা আছে জানো না ?

সরযূ। কে তুমি! কি সাহসে আমার কাছে এসে আমার পতিনিন্দা কর্চ্ছ। সমস্ত মিথ্যা কথা! যাও।

শান্তা! আমার কাছে গোপন করে' আর কি হবে দিদি! আমি যে সবই জানি।

সরযূ। জানো—জানো। আমার কাছে তা বলার কোন প্রয়োজন নাই।

শান্তা। প্রয়োজন আছে। এ তোমারই দোষ—

সরযূ। কি, আমারই দোষ!

শান্তা। তোমার স্বামীর কামাগ্নির ইন্ধন যে তুমিই যোগাচ্ছ দিদি! তাঁর বেশ্যার খরচের টাকা যুগিয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন স্বামীর উচ্ছন্ন যাবার পথ যে তুমিই প্রশস্ত করে' দিচ্ছ। আর এক পয়সাও দিও না। স্বামীকে অধঃপাতে যেতে দেওয়া কি সতীধর্ম্ম! স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, সহ-অধর্ম্মিণী নয়—

সরযূ। আমি শুন্তে চাই না। পতিনিন্দা শোনা পাপ। যাও।

শান্তা। তোমার যদি কষ্ট হয় ত আর বল্‌বো না দিদি! আমায় বোন্ বলে' ডেকে তুমি আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ। আর বল্‌বো না। তবে আমি আসি দিদি!

প্রস্থানোদ্যত

সরযূ। কোথায় যাও বোন্। যেও না। আমি বড় দীনা, আমি বড় একা। আমার কেউ নাই! যেও না।

শান্তা। সে কি দিদি! তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন না?

সরযূ। এতদিন বাস্‌তেন।

শান্তা। আর তুমি?

সরযূ। বাসতাম! পুরুষ যদি যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় এক মুগ্ধা সরলা বিহ্বলা বালার পদতলে পড়ে, জগতে কয়জন বালিকা আছে

যে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে? আর আমাদের বিবাহ হয়েছিল। সে ভালবাসার কোন বাধা ছিল না! তাঁকে ভালবাসা ভিন্ন আমার কোন উপায় ছিল না।

শান্তা। তার পর?

সরযূ। তার পর—

শান্তা। বল্ বোন্। তার পর?

সরযূ। তার পর যে দিন দেখ্‌লাম যে তাঁর বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে তিনি আমার উপাসনা কচ্ছেন, সে দিন প্রথম আমার মনে ভয় হ'ল! তখন মনে হ'ল—এ ত প্রেম নয়; প্রেম ত কর্ত্তব্য ভোলায় না, কর্ত্তব্য শেখায়; এ একরকম আসক্তি, যার পরিণাম শুভ হ'তে পারে না।

শান্তা। মিথ্যা বল নি দিদি!

সরযূ। আমার ভয় হ'ল। সেই ভয় থেকে অবসাদ এলো! নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ মনে করে' শিউরে উঠ্‌লাম! এখনও মনে পড়ে—উঃ!

শান্তা। তার পর।

সরয। তার পর অনাহারে বিনা চিকিৎসায় আমার পুত্র মারা গেল। সংসার অন্ধকার দেখ্‌লাম। কিন্তু সেই অন্ধকারে পথ খুঁজে নিলাম। জীবনের সমস্ত আশা সতীর কর্ত্তব্যপালনে নিবেশ কর্‌লাম। মনকে দৃঢ় কর্‌লাম। প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, আর ভালবাস্‌তে পারি না পারি, চিরজীবন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য—সতীধর্ম্ম পালন করে' যাবো—কপালে যা'ই থাক্। এখন সেই দিক লক্ষ্য করে' চলেছি।

শান্তা। সরযূ! দিদি। তুমি মানবী নও, তুমি দেবী!

সরযূ। তার পর আর শুন্তে চাও?

শান্তা। না, আর সবই আমি জানি।

সরযূ। জানো? কিছু জানো না! এক বিরাট ভালবাসার অমৃত-সমুদ্র আমার সম্মুখে পড়ে' রয়েছে, কিন্তু তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জানো কি যে আমার বর্ত্তমান যেমন অন্ধকার, ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার—এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই, বিদ্যুৎ নাই, জোনাকিও নাই; জানো কি যে দিনে দিনে যক্ষ্মারোগীর মত আমার ভিতরে সব ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে! জানো কি! না, তুমি কি জান্‌বে! তুমি কি জান্‌বে!

শান্তা। (হাত ধরিয়া) জানি দিদি! আমি যে তোমার চেয়ে দুঃখিনী! তুমি ত কর্ত্তব্য করে' যাচ্ছ! আমি আমাব কর্ত্তব্য খুঁজে পাই না।

সরযূ। কে তুমি! এত দয়ার্দ্র হৃদয়, এত কোমল স্পর্শ, এত গদ্গদ স্বর! কে তুমি! আমি তোমার সম্মুখে আমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিলাম—যা এতদিন কারো কাছে করি নি! কে তুমি যাদুকরী! যে আমার নিগূঢ় ব্যথা আমার প্রাণ নিংড়ে বের করে' নিলে! এ কথা ত কারো কাছে বলি নি—তোমার কাছে বল্‌তে গেলাম কেন! কেন বল্লাম!

শান্তা। দিদি! যা বলেছো তার জন্য তোমায় কখন অনুতাপ কর্ত্তে হবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, তোমার সংসার আবার সুখের হোক। যার জন্য তোমার সব গিয়েছে, সে তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়ে দেবে!

সরযূ। সে ত বেশ্যা—

শান্তা। বেশ্যা ব'লেই তাকে ঘৃণা করো না! জেনো দিদি, অনেক পুরুষ বেশ্যার অধম। (প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া) সে বেশ্যাকে তুমি দেখেছো?

সরযূ। না।

শান্তা। তবে দেখ, এই সে হতভাগিনী—তোমার সম্মুখে। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) এই শান্তা বেশ্যা !

দ্রুত প্রস্থান

সরযূ একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন

অপর দিক দিয়া টলিতে টলিতে মহিমের প্রবেশ

মহিম। আমি একবার দেখবো। পাজি ! একবার দেখবো। কে ! ও তুমি !

সরযূ। হাঁ আমি !

মহিম। সরে' দাঁড়াও !

সরযূ দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মহিম। সরে' দাঁড়াও। আমার ছায়া মাড়িও না—

সরযূ। কেন ! আমি কি তোমার আপদ ?

মহিম। তুমি আমার—(বিকট শব্দ করিয়া শুইলেন)

সরযূ। তোমার আজ কি কোন অসুখ করেছে ?

মহিম। (উঠিয়া) ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রো না বল্‌ছি। আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। তোমায় দেখ্‌লে আমার জ্বর আসে।

সরযূ। এতদূর ! ওঃ—আর সহ্য হয় না।

মহিম। 'সহ্য হয় না।' তোমার বাপের বাড়ী চলে' যাও, এখানে যদি তোমার না পোষায়।

সরযূ। এখানে যদি আমার না পোষায় ! আমি কি তোমার দাসী না গণিকা—যে এখানে যদি আমার না পোষায় অন্যত্র চলে' যাবো ? আমি কি ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে তোমার বাড়ীতে পড়ে' আছি ?

মহিম। তবে !

সরযূ। হা বিধি ! আমি নিজের জন্য এখানে পড়ে নেই ; তোমার

জন্য পড়ে' আছি। এ ঘর—ভাঙ্গা হোক্ পোড়া হোক্—এ ঘর তোমারও যেমন, আমারও তেমনি! আমার এ সংসার ভাঙ্গা হাট—কিন্তু তবু সে আমারই সংসার। নিজের সংসার ছেড়ে কোথায় যাবো! স্বামীর আসন্ন সর্ব্বনাশ দেখে কোন হিন্দু সতী পতিকে ছেড়ে চলে' যায়!

মহিম। ওঃ! ভারি আমার সতী রে!

সরযূ। দেখ, আমি সতী কি অসতী, সে কথার বিচার একজন মাতালের মুখে, একজন বেশ্যাসক্তের মুখে শুন্তে চাই না! আমার সতীত্ব আমার ধর্ম্ম—তোমার নয়।

মহিম। তোমার ধর্ম্ম!

সরযূ। হাঁ, আমার ধর্ম্ম! সেই দেবতার পূজার তুমি ত বিল্বদল মাত্র! তবে তোমার পবিত্রতা কামনা করি এই কারণে, যাতে সেই বিল্বদল আমার দেবতার চরণে দেবার উপযুক্ত হয়, যাতে সে আবর্জ্জনায় পড়ে' কলুষিত না হয়।

মহিম। আর যদিই বা কলুষিত হয়!

সরযূ। তা হ'লে আমার অশ্রুজলে তাকে পবিত্র করে' নেবো! সতীর অশ্রুজলের চেয়ে গঙ্গার বারি অধিক পবিত্র নয় জেনো।

মহিম। ঈস্! যাও, তোমার বক্তৃতা শুন্তে চাই না।

সরযূ। তবে কি চাও?

মহিম। টাকা—টাকা বের কর! আমি তাকে মাসে ছ' শ' টাকা ক'রে দেব। দেখি।

সরযূ। তাকে মাসে ছ' শ' টাকা দিতে চাও, হাজার টাকা দিতে চাও, নিজে রোজগার করে' দিও—আমি আর দেবো না।

মহিম। তুমি দেবে না, তোমার চোদ্দ পুরুষে দেবে! নৈলে বিবাহ করেছিলাম কেন!

সরযূ। আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছিলে! আমি আর দেবো না। নিজে উপবাস ক'রে তোমার কামাগ্নিতে ঘৃত ঢাল্‌বার জন্য আর এক পয়সাও দেবো না! ছ' শ' টাকা ত ছ' শ' টাকা!

মহিম। দেবে না?

সরযূ। না। আমার মনে হচ্ছে, আমি ক্রমাগত দাদামহাশয়ের কাছ থেকে টাকা আনিয়ে তোমায় দিয়ে, তোমার উচ্ছন্ন যাবার পথ পরিষ্কার করে' দিচ্ছি—আর দেবো না।

মহিম। দেবে না! দাও বল্‌ছি! হাঁটু দিয়া ধাকা দিলেন

সরযূ। এক পয়সাও নয়!

মহিম। আচ্ছা, দেখ্‌ছি। (ঘরের ভিতরে গেলেন ও পরে পিস্তল লইয়া আসিলেন) দেবে না? দাও টাকা বল্‌ছি। নইলে!

সরযূ। বধ কর। আত্মহত্যার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাই।

মহিম। কোথায় রেখেছ, দাও বলছি।

সরযূ। কখন না।

মহিম। নইলে—(পিস্তল দেখাইয়া) দেখ্‌ছ!

সরযূ। কর বধ।

মহিম। তবে মর। পিস্তল লক্ষ্য করিলেন

বেগে শান্তার প্রবেশ

শান্তা। (পিস্তল লক্ষ্য করিয়া) খবর্দ্দার!

মহিম। (পিস্তল হস্তচ্যুত হইল) কে তুমি!

শান্তা। আমি শান্তা!

মহিম। ও! তুই! সরে' দাঁড়া।

শান্তা। নরকের কীট! এই সাধ্বীকে, এই দেবীকে যন্ত্রণা দিয়ে, না খেতে দিয়ে, প্রহার করে', আমার খরচ যোগাও! চেয়ে দেখ ঐ ধূলি-

ধূসরিতা, ঐ রুক্ষকেশা, ঐ মলিনা কঙ্কালপ্রতিমা। চেয়ে দেখ—কামের ক্রীত-দাস—দেখ কি করেছো—যদি মানুষ হও ত নতজানু হ'য়ে এই সাধ্বীর মার্জ্জনা ভিক্ষা কর। যদি তিনি মার্জ্জনা করেন, তুমি বড় ভাগ্যবান জেনো।

মহিম। পাজী! আমার টাকায় খাস্, আবার আমার উপর কথা।

পিস্তল কুড়াইয়া লইলেন

শান্তা। তোমার টাকা! বল্‌তে লজ্জা করে না? তবে শোন! তোমার স্ত্রীর দান—তোমার এই টাকা—আর তোমায় দিতে আমিই তাঁকে নিষেধ করেছি। তোমার টাকা? জান্তাম না যে এ টাকা ভিক্ষা কবে', স্ত্রীর রক্ত শুষে', নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে' দস্যুর অধম হ'য়ে, তুমি আমায় এই টাকা যোগাও। আমি তোমার অর্থে পদাঘাত করি। তোমায় আমি ঘৃণা করি।

মহিম। তবে এখনই তুই তার সঙ্গে জুটেছিস্! আমি তবে তোকেই বধ কর্ব্ব।

শান্তা। কি! আমাকে বধ কর্ব্বে? দেখ, আমার হাতেও পিস্তল আছে। তোমায় আমায় যদি এই পিস্তলের যুদ্ধ হয়, ত তোমার পতন নিশ্চিত। সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইচ্ছা কর্চ্ছে একবার যে যুদ্ধ করি, পুরুষ পাষণ্ড আর নারীবেশ্যার যুদ্ধ হোক্। জগৎ দেখুক, কার জয় হয়। না, আমি তোমায় বধ কর্ব্ব না। তুমি নরাধম, তথাপি তোমার মুক্তির পথ আছে। তুমি এই লম্পট থেকে মহর্ষি হ'তে পারো। কিন্তু বেশ্যা—চিরদিন বেশ্যা। তোমাকে আমি অনুতাপের সময় দিলাম। এই নাও (পিস্তল ফেলিয়া দিল) আমায় বধ কর। বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে শান্তা বেশ্যার নাম লুপ্ত হ'য়ে যাক্। এই নাও, বুক পেতে দিচ্ছি।

"তবে মর" বলিয়া মহিম গুলি করিলেন। শান্তা ভূতলে পড়িল

ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণ প্রবেশ করিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—একটী সজ্জিত কক্ষ। কাল—রাত্রি

মহিম ও বন্ধুবর্গ আসীন। সম্মুখে নৃত্যগীত

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
এ কি নিখিল বিশ্বহাসি—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কোকিল মৃদু গীতে—
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুরতান করি' বিলাস কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
এ কি কোটি মুগ্ধ তারা।
এ কি মধুর দৃশ্য—প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
এ কি স্তিমিত নয়ন—শিথিল শয়ন অলসবিভল শর্ব্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধমগ্ন সুপ্ত স্বপ্নসুন্দর।

মহিম। বাহোবা! বাহোবা! চমৎকার। কি চমৎকার নেমে যাচ্ছি! ভেসে যাচ্ছি! একটা ধাক্কাও নেই—যেন প্যারাসুট ডিসেণ্ট!

নন্দ। কোথায় যাচ্ছ জানো?

মহিম। জানি! চুলোয়! চুলো জায়গাটা কি রকম, কিছু ধারণা আছে নন্দবাবু?

নন্দ। বেশ একটু গরম।

মহিম। গরম! হাঁ গরম! বিষম গরম। কিন্তু—না, দাও আর এক গেলাস।

শরৎ। আর খেয়ো না।

মহিম। খাবো না? সে কি বল শরৎ, মদ খাবো না? খাবো—দাও। বাধা দিও না। বাধা দিলেই গোল। মাঝে এসে ধাক্কা দিও না। নাম্‌ছি, নেমে যেতে দাও। শেষে—জানি, একটা বিষম ধাক্কা আছে। সে ধাক্কায়—একদম—ব্যস্‌! এখন—দাও।

অতুল। অনঙ্গ!

মহিম। চুপ! বাধা দিও না।

অতুল। আর খেয়ো না।

মহিম। খাচ্ছি। তাতে তোমার কি। তোমার বাপের পয়সায় মদ খাচ্ছি না কি? তুমি বাধা দেবার কে! যার মদ খাচ্ছি—এই নন্দবাবু যদি বাধা দেন—ব্যস্, আর খাবো না! আর—এখানে আস্‌বোও না! যেখানে মিনি পয়সায় মদ পাবো, সেখানে যাবো। তোমরা সব কে?

শরৎ। চট কেন ভাই! আমরা তোমার ভালোর জন্যই বল্‌ছি! আর সহ্য হবে না।

মহিম। হবে! সহ্য হবে। মদ খাবো—যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ি—অসাড় হ'য়ে যাই—মৃৎপিণ্ডের মত অনড় না হ'য়ে যাই। মদ খাবো।

নন্দ। ভাই, তোমার জন্যই বল্‌ছি—

মহিম। কি, তুমিও! ব্যস্ বাবা, চল্লাম! তোমাদের সঙ্গে তবে আমার এই শেষ। উত্থান

নন্দ। কোথায় যাও? ব'সো। না হয় মদ খাও! যেয়ো না।
মহিম। পথে এসো! নন্দবাবু, তুমি পরম ধার্ম্মিক। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু! দাও মদ। (পান) তার মুখখানি বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু তার স্বর—নন্দবাবু, দাও মদ।

নন্দ। দিচ্ছি! এই নাও (মদ্য প্রদান) কিন্তু ভেবে দেখো! আমি তোমায় ভালোবাসি ব'লেই বল্‌ছি। নিজের সর্ব্বনাশ ক'রো না! পৃথিবীতে এসব জিনিস সম্ভোগের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখা চাই। অধিক পরিমাণে যদি অমৃত খাও—সেও পেটে গিয়ে গরল হবে।

মহিম। বিষস্য বিষমৌষধম্! দাও মদ। মদ্যপান

নন্দ। এই শেষবার কিন্তু। আর পাবে না। আমরা তোমায় ভালবাসি ব'লেই বল্‌ছি।

মহিম। তোমরা আমায় ভালবাসো নন্দ! ভালবাসো?

নন্দ। বাসি।

মহিম। কি গুণে?

নন্দ। তোমার মহৎ হৃদয়ের জন্য!

মহিম। মহৎ হৃদয়! (সব্যঙ্গ হাস্যে) নন্দবাবু! মহৎ হৃদয়! তবে তুমি আমায় জানো না—তাই। (দাঁড়াইয়া) নন্দবাবু, তোমরা আমার পানে তাকাও দেখি। দেখ্‌ছো? কি দেখ্‌ছো?

নন্দ। কৈ! কিছু না।

মহিম। আবার তাকাও। কি দেখ্‌ছো?

শরৎ। তোমাকে—

মহিম। কে আমি?

শরৎ। অনঙ্গবাবু।

মহিম। মিথ্যে কথা। আমায় চেনো নি।

শরৎ। কেন?

মহিম। অতুলবাবু আমায় দেখ্‌ছেন?

অতুল। দেখ্‌ছি।

মহিম। কে আমি?

অতুল। অনঙ্গবাবু।

মহিম। না।

অতুল। তবে?

মহিম। একটা পিশাচ; মদ খাই কেন, তা জানো?

অতুল। জানি।

মহিম। কিছু জানো না, হাঃ হাঃ হাঃ, এই জায়গায়—হাত দাও! (নন্দের হাত নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া)—দেখ্‌ছো!

নন্দ। দেখ্‌ছি।

মহিম। চলেছে না? দ্রুত! ঝড়ের মত প্রবল! ধ্বংসের মত ভয়ঙ্কর! দেখ্‌ছো নন্দবাবু!

নন্দ। দেখ্‌ছি।

মহিম। বিগত পাপের জন্য অনুতাপ, আর ভবিষ্যৎ শাস্তির জন্য ভয়; তারা দুটোয় মিলে আমার জীবনকে শয়তানের কারখানা করে' তুলেছে, তা জানো! পিছন দিকে চাইলে শিউরে উঠি, সম্মুখে চাইলে শিউরে উঠি। তার উপরে—ওঃ! জানো না, ভিতরে কি আতঙ্ক।—ও কি !!!

শরৎ। কি?

মহিম। মা! মা—অ-অমন করে' চেয়ে রয়েছো কেন! ঐ মরা মুখ—ঐ বিভক্ত ওষ্ঠ—ঐ স্থির পাষাণ মূর্ত্তি, ঐ অনিমেষ পারদদৃষ্টি—মা মা,

অমন ক'রে চেয়ো না, অমন করে' চেয়ো না! বরং অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও।

শরৎ। ও কি!—কার সঙ্গে কথা কৈচ্ছ?

মহিম। মা! মা!—আমি—আ—মি—

নন্দ। অনঙ্গ!

অনঙ্গকে ঝাঁকা দিলেন

মহিম। ও—ও—ও—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন

নন্দ। অনঙ্গ। অনঙ্গ!

মহিম। (উঠিয়া) কে অনঙ্গ? ও! আমি! না—আর পারি না। তবে প্রকাশ করে' দিই। বন্ধুগণ! আমার নাম অনঙ্গ নয়, আমার নাম মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী—যে স্ত্রীর জন্য মাকে অবহেলা করেছে; বেশ্যার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে; প্রতিহিংসার জন্য বেশ্যাকে হত্যা করেছে।

কানাই। কি বলছো অনঙ্গ!

মহিম। কৈ? কি বল্‌ছি? হাঁ—না, সব ভুল! আমি কিছু করি নাই। আমি পাপিষ্ঠ নই। আমি পরম পুণ্যাত্মা। মাকে পূজা কর্ত্তাম। স্ত্রীকে ভালবাস্‌তাম। গণিকা—কখন রাখি নাই। যা' বলেছি সব ভুল—সব ভুল!

অতুল। কি বল্‌ছো?

মহিম। আমি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ। ভাল হ'তে পার্ত্তাম, যদি প্রথমে মায়ের প্রতি ভক্তি থাক্‌তো! আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, আমার

মাকে ফিরিয়ে দাও, সেই প্রথম পাপ ক্ষালন করে' দাও—আবার সব ফিরে পাবো।

নন্দ। কি বলছো? তোমার নাম মহিমারঞ্জন?

মহিম। না না—ভুল বক্‌ছি। আমি ঘুমোবো!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু!

নন্দ। কি!

ভৃত্য। বাবু, পুলিশ!

নন্দ। পুলিশ! কি চায় জিজ্ঞাসা কর।

ভৃত্যের প্রস্থান

নন্দ। হঠাৎ এত রাত্রে পুলিশ? বাগান-বাড়ীতে!

কানাই। তোমরা অনঙ্গের মুখের দিকে তাকাও—একবারে ছায়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে।

অতুল। তাই ত! তাকাচ্ছে দেখ!

শরৎ। নন্দবাবু, তোমার পার্টিতে এসে শেষে সাক্ষী দিতে না হয়।

নন্দ। অনঙ্গ—অনঙ্গ!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখানে মহিমবাবু বলে' কেউ আছেন? এই যে দারোগাবাবু—

মহিম। ঐ ধর্লে রে!

নন্দ। অনঙ্গ! অনঙ্গ।

পশ্চাদ্‌গমন; অন্য সকলেও পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেলেন

দুইজন কনষ্টেবল ও দারোগাবাবুর প্রবেশ

দারোগা। কৈ এখানে ত কেউ নেই! ওখানে এত গোলযোগ কিসের? দেখি—

যাইতে উদ্যত

মহিম ভিন্ন অন্য সকলের প্রবেশ

কানাই। ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো।

অতুল। উঠেই দৌড়—

দারোগা। কে?

কানাই। অনঙ্গ।

দারোগা। অনঙ্গ না মহিম?

নন্দ। হাঁ, সেই নামই বলেছিল বটে।

শরৎ। তুমি দেখলে দৌড় দিলে?

কানাই। স্বচক্ষে।

অতুল। হাত পা ভাঙ্গে নি?

কানাই। না, ছাদ থেকে ঐ বকুলগাছের উপর পড়ে' তার পর উল্টে পাল্টে নীচে পড়ে' গেল! তার পর তৎক্ষণাৎ উঠেই দৌড়।

দারোগা। কোন্ দিকে?

কানাই। পশ্চিম দিকে।

দারোগা। হনুমান সিংহ। যাও—পিছনে পিছনে ছোটো।

একজন কনষ্টেবলের প্রস্থান

দারোগা। মহাশয়! অনুমতি করেন ত বাড়ীটা একবার খুঁজে দেখি।

নন্দ। কি দারোগাসাহেব! ব্যাপারখানা কি?

দারোগা। বিশেষ কিছু নয়। এই মহিমবাবুর বিপক্ষে হত্যার

অপরাধে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট। মহাশয় অনুমতি হয় ত বাড়ী খানাতল্লাস করি। যদি কোন জায়গায় তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে—

নন্দ। দারোগাসাহেব! আমি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

দারোগা। মাফ কর্বেন। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তে হবে জানেন ত সব।

নন্দ। আসুন তবে খুঁজে দেখুন।

সকলের নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ-উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

সরযূ একটা খাঁচায় পাখী লইয়া তাহাকে পড়াইতেছিলেন।
বিশ্বেশ্বর বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! একটা কথা বল্‌বো!

সরযূ। একটা কেন! দশটা কথা শুনিয়ে দেন না।

বিশ্বেশ্বর। তোর সদাই এ ম্লান মুখ কেন?

সরযূ। এই কথাটুকু বল্‌বার জন্য অতখানি ভূমিকা? কথাটায় নূতনত্ব ত কিছু দেখ্‌ছি না। মাস দুই ধরে' রোজই ত ঐ কথা বল্‌ছেন।

বিশ্বেশ্বর। বলি কি সাধে! সর্ব্বদাই ভাব্‌ছিস্!—চল্, গাড়ী করে' মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।

সরযূ। না দাদামহাশয়! আমার যেতে ইচ্ছা কর্চ্ছে না।

বিশ্বেশ্বর। তবে মুখ ভার করে' বসে থাক্‌তে পাবি নে।

সরযূ। (সহাস্যে) কৈ মুখ ভার করে' বসে' আছি দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। তোরই বা দোষ দিই কেমন করে’! যার স্বামী হত্যা করে’ ফেরার!—এও তোর কপালে ছিল!

সরযূ। তিনি এখন অজ্ঞাতবাস কর্চ্ছেন। আপনি পাণ্ডবদের কথা পড়েন নি বুঝি! আঃ আমি আর আপনাকে কত শেখাবো— কিছুই জানেন না।

বিশ্বেশ্বর। যে দিন শুন্‌লাম যে মহিম তোকে পদাঘাত করেছে, সে দিন মনে হ’ল—কি বল্‌বো সরযূ—মনে হ’ল যে, এই শ্যাম পৃথিবী আমার সম্মুখে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে শূন্যে ঝরে’ পড়ে’ গেল, আর নীচে থেকে নরক লাফিয়ে উঠ্‌লো আর শয়তানের দল বিবাহকে টিট্‌কিরি দিয়ে উঠ্‌লো। ওঃ!

সরযূ। সে কি দাদামহাশয়! পতির পদাঘাত সতীর বক্ষে— কৌস্তুভমণি কি ছার—আমার ঠিক মনে হ’ল যে স্বর্গ থেকে মন্দার পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। সে কি সরযূ!

সরযূ। প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব আপনি জান্‌বেন কোথা থেকে?

বিশ্বেশ্বর। সে কি! তোদের প্রেম হয়েছিল?

সরযূ। প্রেম! উঃ! কি প্রেম যে হয়েছিল, তা আর কি বল্‌বো দাদামহাশয়! ভয়ানক প্রেম!

বিশ্বেশ্বর। কি রকম?

সরযূ। আমার প্রেমের ইয়ত্তা কর্ত্তে পার্ত্তাম না, অন্ত পেতাম না। দস্তুর মত—কি বল্‌বো দাদামহাশয়—প্রেমের হুজুগে পড়ে’—এমন কি অনেক সময় খাওয়া হ’ত না। দিনটা উপবাসে যেত।

বিশ্বেশ্বর। তবে কি কর্ত্তিস্?

সরযূ। বসে’ বসে’ উপমা দিতাম।

বিশ্বেশ্বর। কি উপমা দিতিস্? একটা নমুনা দে দেখি।

সরযূ। এই ধরুন, তিনি বল্‌তেন যে তিনি আমার গলার হার, আর আমি বল্‌তাম যে আমি—তাঁর পায়ের চটিজুতো।

বিশ্বেশ্বর। ওঃ—ব্যঙ্গ কচ্ছিস্—আমার মনে হয়—সত্য সত্যই প্রেম তোদের কখনই হয় নি।

সরযূ। কেন?

বিশ্বেশ্বর। এই বুঝি প্রেম! একে প্রেম বলে না।

সরযূ। তবে কাকে প্রেম বলে? বলুন না দাদামহাশয়, প্রেম কাকে বলে!

বিশ্বেশ্বর। তবে শুন্‌বি, এই ধর আমার সঙ্গে তোর প্রেম হয়েছে—ধরে' নে।

সরযূ। আচ্ছা ধরে নিলাম। যদিও সেটা ধরে' নেওয়া খুব শক্ত। তা তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। অথচ আমায় দেখিস্ নি, আমার নাম শুনিস্ নি—তবু প্রেম!

সরযূ। তা কেমন করে হবে?

বিশ্বেশ্বর। কেমন করে তা জানি না, তবে হবে। কবিতার ভাষায় একে বলে পূর্ব্বরাগ!

সরযূ। (সবিস্ময়ে) বটে!

বিশ্বেশ্বর। তার পর একদিন—কোন্ সুলগ্নে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কোন্ শেফালিসুবাসিত মলয়-হিল্লোলে, কোন্ স্বপ্নময় সন্ধ্যায়, কোন্ নিভৃত স্তব্ধ কুঞ্জবনে—দুজনে দেখা। যে দেখা, সেই প্রেম।

সরযূ। যেই দেখা সেই প্রেম বুঝি!

বিশ্বেশ্বর। যেই দেখা, সেই প্রেম হওন—এখন থেকে আমি বাঙ্গালা নাটকের ভাষায় কথা কৈব, মনে রাখিস্।

সরযূ। আচ্ছা, তার পর ?

বিশ্বেশ্বর। তারপর প্রেমিকের স্বগতোক্তি; প্রেমিকার ব্যাকুলভাব দেখাওন; প্রেমিকের কবিতা আওড়াওন ও প্রেমিকার পতন ও মূর্চ্ছা।

সরযূ। তার পর ?

বিশ্বেশ্বর। সখীর প্রবেশ। সব বিরহিণীর একজন করে' সখী থাকা চাই। নৈলে প্রেম হয় না।

সরযূ। নৈলে প্রেম হয় না বুঝি ?

বিশ্বেশ্বর। (ঘাড় নাড়িয়া) হবার যো'ই নাই। সখী নৈলে গান গাইবে কার কাছে ? গান নৈলে প্রেম জমে না।

সরযূ। বটে! তার পর!

বিশ্বেশ্বর। সখীর প্রবেশ ও বীজন। প্রেমিকার জ্ঞানলাভ ও ধীরে ধীরে চলিয়া যাওন। যাইতে যাইতে প্রেমিকার সাড়ী তরুশাখালগ্ন হওন ও প্রেমিকার পশ্চাতে ফিরিয়া চাওন। প্রেমিকের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলন আর প্রেমিকের—হা-হতোস্মি শব্দ করণ। প্রেমিকার প্রস্থান ও প্রেমিকের—প্রেমিকের কি ?

সরযূ। তা আমি কি জানি! বর্ণনা কর্চ্ছেন আপনি।

বিশ্বেশ্বর। তা বটে! কিন্তু ঐ জায়গাটা মেলাতে পার্চ্ছি না। ঐ জায়গাটা মিলিয়ে দে না দিদি! প্রেমিকের ?—বল্। শীঘ্র বল্। নৈলে জুড়িয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকের ?

সরযূ। প্রেমিকের গৃহে যাইয়া বেশী করিয়া ভাত খাওন ও পুনরায় উঠিয়া পড়িয়া লাগন।

বিশ্বেশ্বর। এঃ, সব মাটি!

সরযূ। কেন ?

বিশ্বেশ্বর। ঐ এক ভাত খাওনে সব মাটি। আমার এতখানি পরিশ্রম বৃথাই গেল। শেষে ভাত খাওন ? আঃ ছ্যাঃ !

সরযূ। তবে কি খাওন ? লুচি ?

বিশ্বেশ্বর। খাওন একেবারে নয়। উপবাস করণ।

সরযূ। উঁহুঃ ! খালি পেটে প্রেম হয় না—এ বেশ একটু পরিশ্রমের কাজ। ভাত না খেয়ে লুচি খেতে পারেন। কিন্তু খাওন চাই ! আচ্ছা তার পরে ?

বিশ্বেশ্বর। রোস্ আগে বিষয়টাকে টেনেটুনে দাঁড় করাই। ঐ ভাত খাওনে আমাকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছিস্। সাম্‌লে নেই, দাঁড়া।

সরযূ। নেন। তাড়াতাড়ি নেই।

বিশ্বেশ্বর। (সামলাইয়া লইয়া পরে উঠিয়া) কতখানি বলেছি ! হাঁ—তার পর প্রেমিকের প্রস্থান। তার পর একদিন ঝড় হওন, প্রেমিকের নৌকা না পাওন, নদীতে ঝাঁপ দেওন, নদী পার হইয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া প্রেমিকার পাঁচিল টপ্‌কাইয়া পড়ন।

সরযূ। উঁ হুঃ। হ'ল না, খানিক বাদ গেল।

বিশ্বেশ্বর। কি ?

সরযূ। মড়া আর সাপ।

বিশ্বেশ্বর। তুমি বড় অকবি ! নৈলে এর মধ্যে মড়া নিয়ে আসিস্ !

সরযূ। আমি নিয়ে আস্‌বো কেন ? ভক্তমাল গ্রন্থে রয়েছে। আচ্ছা, তার পরে ?

বিশ্বেশ্বর। তার পরে আবার কি প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ। প্রেমিকার লজ্জিতভাব করণ। পুনরায় সখীর প্রবেশ। তার পর দুজনের গোপনে বিবাহ হওন। পরীস্থান দেখাওন। যবনিকা পতন।

সরযূ। সে কি! ঐ খানেই প্রেমের শেষ?

বিশ্বেশ্বর। তা—শেষ বৈ কি! বিয়ে হ'য়ে গেল আবার কি চাস্?

সরযূ। তার পর আর কিছু নেই?

বিশ্বেশ্বর। আবার কি?

সরযূ। উঁহু! হ'ল না। তার পর কি, আমি বল্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা, বল্ দেখি!

সরযূ। তার পর প্রেমিকার শ্বশুরবাড়ী যাওন। প্রেয়সীর রন্ধন করণ, ভাঁড়ার বের 'করে' দেওন, আর প্রাণনাথের ভাত খাওন ও আপীসে যাওন।

বিশ্বেশ্বর। ও কথা কোন নাটকে কি কাব্যে লেখে না।

সরযূ। অতখানি সত্য কথা কাব্য বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না। যেখানে আসল সত্য কথা আরম্ভ হওন, সেইখানেই নাটকের শেষ হওন।

বিশ্বেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা, তার পর?

সরযূ। তার পর দম্পতির যথাকালে পুত্রকন্যা হওন।

বিশ্বেশ্বর। আর কিন্তু নাটকের ভাষা নয়। তুমি নিজেই বলেছ যে এখানে নাটক শেষ হওন।

সরযূ। বেশ! এখন থেকে চলিত ভাষায় বল্‌বো। তার পর পুন্নরক থেকে ত্রাণ কর্ব্বার জন্য পুত্ররত্ন এসে দেখা দিলেন। আর দেখে কে! তার জন্য মায়ের আহার নেই, নিদ্রা নেই! মা একটু ঘুমিয়েছে, ছেলে কর্ল "ট্যাঁ", অমনি মা উঠে তাকে বুকের উপর করে' নিয়ে দুলিয়ে—"ও—ও—ও—যাদু আমার মাণিক আমার! ও—ও—ও—আয়রে পাখী।"

বিশ্বেশ্বর। ঠিক বলেছিস্।

সরযূ। ছেলে একটু বড় হ'লেন ত কোল থেকে মাথায় উঠলেন।

জ্বর—ডাক্তার ডাক। পাঠশালা থেকে ছেলে 'ক' লিখে এলেন ত বাড়ীতে তার মা-চাকরাণী জলখাবার নিয়ে হাজির। রাত্রে ছেলে বল্লেন 'মা, বড় গরম' অমনি পাখা নিয়ে মা বাতাস কর্চ্ছেন। মা এই ছেলের জন্য কত দীর্ঘ দিবস অনাহারে, কত দীর্ঘ রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে দেয়, আমরণ মায়ের মুখে আর কথা নেই, ধ্যানে আর চিন্তা নাই, নিদ্রায় আর স্বপ্ন নাই। ছেলে ছেলে ছেলে! মরণের পর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে কি না! তাও বা কৈ? একদিন মায়ের কোল খালি করে', বুক ভেঙ্গে দিয়ে, জীবন শূন্য করে', সেই ছেলে, এত যত্ন এত আদর এত স্নেহ তুচ্ছ করে' কোথায় চলে' যায়। আর তাকে দেখতে পাই না।

বিশ্বেশ্বর। আবার ঐ কথা!

সরযূ। না দাদামহাশয়! এই চুপ কর্লাম! আহা সেই মুখখানি! কেমন পুট পুট ক'রে আমার পানে চাইত। সেই ছোট্ট হাত দু'খানি —সেই কচি কচি আঙ্গুলগুলি!—দেখতেন যদি দাদামহাশয়! যেন মোমের পুতুল।

বিশ্বেশ্বর। সে পুণ্যাত্মা স্বর্গে গিয়েছে। কিন্তু তোর পুত্র—আমার পৌত্রীর পুত্র—শেষে কিনা দারিদ্র্যের কশাঘাতে—অনাহারে—

সরযূ। ও কি কাঁদছেন দাদামহাশয়! আপনাকে দুরন্ত কর্ত্তে পার্লাম না!—ঐ চেয়ে দেখুন ঐ নারিকেল গাছগুলির উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে। যেন সন্ধ্যার জয়পতাকা উড়ছে।

বিশ্বেশ্বর। এ কথা আমাকে একবার লিখে জানালি নে কেন সরযূ! আর আমি তোকে এত ভালবাসি।

সরযূ। আবার! আচ্ছা দাদামহাশয়, কাব্যে লেখে যে, প্রেমিক প্রেমে মূর্চ্ছা যায়। সে কি রকম দাদামহাশয়? সত্যই কি মূর্চ্ছা যায়?

বিশ্বেশ্বর। আর কত চাপা দিবি দিদি! আমিই বা আর কত

চাপা দিব! একি চাপা যায়! এ যে গৈরিক নিঃস্রাবের মত পাষাণ ভেদ করে' উঠ্‌ছে। আয় দিদি, তার চেয়ে আমরা দু'জনে একবার কাঁদি, একবার একসঙ্গে চীৎকার করে কাঁদি! সে কান্না আকাশে উঠে বেলাহত সমুদ্রতরঙ্গের মত দয়াময়ীর পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ুক। দেখি তার দয়া হয় কি না।

সরযূ। কাঁদবো কেন দাদামহাশয়! মায়ের বিধান মাথায় পেতে নেব।

বিশ্বেশ্বর। পার্ব্বি?

সরযূ। পার্ব্ব। ভবানীদাদা আমাকে মায়ের নাম শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মা যাকে বড় ভালবাসেন তাকেই দুঃখ দেন— দুঃখ দিয়ে নিজের বক্ষে টেনে নেন, বেশী আপনার করে নেন।—ঐ ভবানীদাদা গাইছেন না?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ। চুপ করে' শোন্।

নেপথ্যে ভবানীর গীত

বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা—
সে সকল দয়া তব তারিণী গো দুখহারা।

বিশ্বেশ্বর। থেমে গেল কেন!—গাও ভবানীপ্রসাদ!—ঐ! গাইতে গাইতে ঐ দিকে চলে গেল!—ভবানীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ, এই এইখানে অপেক্ষা কর্। আমি ডেকে আনি।

প্রস্থান

সরযূ। মেঘ অশ্রু হ'য়ে নেমে গেল!—মা! ক্ষমা ক'রো! আমি অবোধ শিশু। এই সংসারে এসে পুতুল খেলা কর্চ্ছি। আমি কেন! সকলেই। শিশুর পুতুল পুতুল, মায়ের পুতুল ছেলে, যুবার পুতুল

অর্থ, বুদ্ধের পুতুল যশ। এই সব খেলাই একদিন ভেঙ্গে যাবে।—ঐ চাঁদ উঠ্‌ছে। ঐ পুষ্করিণীর জলে চাঁদের হাট বসে' গিয়েছে। কোকিল ডাক্‌ছে। কি সুন্দর এই পৃথিবী! এ ত কেউ কেড়ে নিতে পার্ব্বে না।

বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতে লাগিলেন

গীত

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় খেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ প্রাণ মন
সুখ দুঃখ এই জীবন মরণ,
এও বিধাতার পুতুল খেলা
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা।

সুন্দর বাতাস বৈছে।

ছদ্মবেশে মহিমের প্রবেশ

মহিম। সরযূ।

সরযূ। (চমকিয়া) কে!—ও!—তুমি!—এখানে!—এ ভাবে! —এ বেশে!

মহিম। পুলিশ আমায় তাড়া করেছে! আমি তাই পাঁচিল টপকে এখানে এসেছি। আমায় আশ্রয় দেবে কি!

সরযূ। এতদিন কোথায় ছিলে?

মহিম। গহ্বরে, শ্মশানে, জঙ্গলে রাস্তায় নানাস্থানে বেড়িয়েছি। কখন বৈরাগী, কখন ঝাঁকা মুটে, কখন নাম ভাঁড়িয়ে ভদ্রলোক সেজে বেড়িয়েছি। শেষে তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। দেবে কি?

সরযূ। ওঃ! (ঘর্ম্ম মুছিলেন) না—তুমি যাই হও, আমার স্বামী। স্ত্রীর কর্ত্তব্য করে' যাবো—এসো, আমি তোমায় আশ্রয় দিব।

বিশ্বেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! ভবানী ঐ—(চমকিয়া) এ কে?

সরযূ লজ্জায় দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন

বিশ্বেশ্বর। (সাশ্চর্য্যে) মহিম না?

মহিম। হাঁ দাদামহাশয়—

বিশ্বেশ্বর। চোপ্ রও। আমি ঘাতকের দাদামহাশয় নই। এখানে এসেছো কেন?

মহিম। আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে।

বিশ্বেশ্বর। বটে! স্পর্দ্ধা বটে!—বেরোও এখান থেকে।

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। চুপ সরযূ! (মহিমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) যে ব্যক্তি নারীহত্যা করে, এখানে তার স্থান নেই।—বেরোও।

সরযূ। (করযোড়ে জানু পাতিয়া) দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! বুঝি। সব বুঝি। কিন্তু এখানে লুকোচুরি হবে না। চিরদিন সোজা পথে চলে' এসেছি। এখন স্নেহের খাতিরে বাঁকা পথে যাবো না। আমার বাড়ীটা হত্যাকারীর আড্ডা নয়। —বেরোও স্ত্রীঘাতক। তোমার মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়! বেরোও।

সরযূ। (উঠিয়া) তবে আমাকে বিদায় দিন দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সে কি!

সরযূ। উনি যাই হোন্—উনি আমার স্বামী।

বিশ্বেশ্বর। ও!—বুঝেছি!—বেশ!—ভেবেছিস্ নাতনী, যে তোকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি বলে' তোর জন্য কর্ত্তব্য পথ ছাড়্‌বো! মনেও করিস্ না। কর্ত্তব্যের জন্য অনেক ছেড়েছি। তোকে ছাড়্‌তে হয় ছাড়্‌বো। যদিও তোকে ছাড়্‌তে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হবে, হয়ত পাগল হ'য়ে যাবো। কিন্তু—যতদিন বেঁচে থাকি, নিজের কর্ত্তব্য করে' যাবো। অপরাধীকে বিশেষতঃ হত্যাকারীকে, বিচারের হাত থেকে রক্ষা কর্ব্ব না। বিচারের চক্ষে ধূলি দিব না—যা নাতিনী! আমি তোকেও বিদায় দিচ্ছি।

মহিম। তার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই যাচ্ছি। নিজে বিপদের তরঙ্গে ডুবছি, স্ত্রীকে সেই আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনি কেন! আমি পুলিশকে ধরা দিব।

সরযূ। দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। যেখানে তোমার স্থান, সেইখানেই আমার স্থান—সে গাছের তলায় হোক, কারাগারে হোক, বধ্যভূমিতে হোক। তু'মি যদি আজ ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত হ'য়ে আমায় গ্রহণ কর্ত্তে আস্‌তে আমি সে আহ্বানে কর্ণপাত কর্ত্তাম না। কিন্তু তুমি আজ দীন ভিক্ষুক নিরাশ্রয়!—দাদামহাশয় তবে বিদায় দিন।

বিশ্বেশ্বর। বেশ! যা সরযূ! যদি যেতে পারিস্! চক্ষু! উপড়ে ফেল্‌বো, যদি অশ্রুপাত করিস্! অন্ধ হ'য়ে ত যাবোই—না হয় আগেই হ'লাম। যাও, সরযূ।—গলায় ঠেলে উঠেছিস্ কি। নেমে যা—যাও সরযূ। আমায় ছেড়ে হত্যাকারীর সঙ্গে যাও।

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। চেয়ে দেখ সরযূ! এই শুভ্র কেশ যা'র উপর দিয়ে ষষ্টি

বৎসরের ঝড়বৃষ্টি বয়ে গিয়েছে। চেয়ে দেখ এই লোল বক্ষ যা'র মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ এই বৃদ্ধ মুমূর্ষু—না যাও সরযূ—

সরযূ। একদিকে স্নেহ, আর একদিকে কর্ত্তব্য—

অদৃশ্যভাবে মহিমের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। যা সরযূ। দাঁড়িয়ে রৈলে যে! আমাকে ছেড়ে যেতে পারিস্—যা। দেখ আমি তাই খাড়া হ'য়ে দেখতে পারি কি না।—চক্ষু! আবার!—না উপড়ে ফেল্‌বো।

চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত

সরযূ। ওকি! দাদামহাশয়। (হাত ধরিলেন) করেন কি! করেন কি! (জানু পাতিয়া) দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। যাও সরযূ।

সরযূ। (ফিরিয়া) কৈ আমার স্বামী?—চ'লে গিয়েছেন!

বিশ্বেশ্বর। গিয়েছে?

সরযূ। (কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া) দাদামহাশয়! আমার স্বামীকে আশ্রয় দিলেন না!

বিশ্বেশ্বর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই হত্যাকারীকে বিচারের হাতে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। আমি শুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছি। যখন আমি অধমের হাতে তোকে সঁপে দিয়েছিলাম, তখনই কি তাকে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিই নি? আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে তা'র হাতে দিই নি? কিন্তু আমার সরযূকে সে পদাঘাত করেছে—সে নারীহত্যা করেছে—না এখানে হত্যাকারীর স্থান নাই।

সরযূ। সে হত্যাকারী যদি আপনার পুত্র হোত?

বিশ্বেশ্বর। তাকেও এইরূপ ত্যাগ কর্ত্তাম।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিচারালয়। কাল—অপরাহ্ণ

যথাস্থানে জজ, জুরী, উকিল, ব্যারিষ্টার। দূরে মহিম, দর্শকমণ্ডলী। উকীল বক্তৃতা করিতেছিলেন

উকীল। জুরর মহাশয়গণ! এখন আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ এই যে আসামীর সহিত বেশ্যার বচসা হয়; তার পরই একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়; পরে আসামীর ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণ কক্ষে প্রবেশ করে' দেখে যে শান্তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ভূমিতলে পড়ে', আসামীর স্ত্রী দূরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে', আর আসামী পিস্তল হাতে করে' দাঁড়িয়ে। লোকজন দেখেই আসামী পিস্তল ফেলেই দৌড় দেয়। এ সমস্ত ব্যাপার আসামীর ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। পুলিশে খবর পাঠান হয়। তা'রা এসে দেখে যে লাশ নাই! ইত্যবসরে নিশ্চয়ই কেউ সে লাশ সরায়। কে সরায়, তা প্রমাণ হয় নি বটে, কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে, একখানা ভাড়াগাড়ী ঐ সময়ে সেই বাড়ী থেকে শান্তার বাড়ীর দিকে যায়। দশ দিন পরে সেই মৃতদেহ শান্তার বাড়ীর পুষ্করিণীতে অর্দ্ধগলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে মৃতদেহ যে শান্তার তা সেই মৃতদেহের একটী অঙ্গুলিস্থ শান্তার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দ্বারা প্রমাণ হয়।

আসামীর স্ত্রী এ বিষয়ে আসামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় নাই বটে, কিন্তু কোন্ হিন্দু সতী স্বামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে?

সেই অবধি আসামী ফেরার। এও তা'র বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ কথিত হয়েছে।

পিস্তলটী আসামীর বলে' সনাক্ত করা হয়েছে।

এখন এর চেয়ে সন্তোষকর প্রমাণ কি হ'তে পারে—যে এই শাস্তার হত্যার জন্য এই আসামী দায়ী ? যে কক্ষে হত্যা হয় সে সময়ে সে কক্ষে আসামী, আসামীর স্ত্রী আর এই মৃতদেহ ভিন্ন আর কাহাকেও কেহ দেখে নাই। অতএব হত্যা—হয় আসামী করেছে, নয় ত আসামীর স্ত্রী করেছে। কিন্তু আসামীর স্ত্রী হত্যা কর্ব্বে—এ কি সম্ভব ? শাস্তার বচসা আসামীর সঙ্গে হয়েছিল, তার স্ত্রীর সঙ্গে হয় নাই। আর হত্যা করে' কেহ কি স্বামীর হস্তে পিস্তল দিয়ে নিজে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে ! আর আসামীর স্ত্রী হত্যা কর্লে আসামী কি কথন ফেরার হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় !

অতএব জুরর মহোদয়গণ ! হত্যা সম্বন্ধে প্রমাণ যতদূর সম্ভব তা হয়েছে। এখন আপনারা বিচার করুন। যদি আসামীর দোষ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত সন্দেহ থাকে, তা হ'লে আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কর্ত্তে হবে। আর যদি সন্দেহ না থাকে, ত আসামীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বিবেচনা কর্ত্তেই হবে ; উপায় নাই। হত্যার অপরাধের দণ্ড ফাঁসি পর্য্যন্ত হতে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে' আপনারা বিচার করুন ! (বসিলেন)

জজ। আসামী মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, তোমার কিছু বলবার আছে ?

মহিম। ধর্ম্মাবতার ! আমি নিরপরাধ।

জজ। সে ত পূর্ব্বেই বলেছ ! আর কিছু ?

মহিম। ধর্ম্মাবতার ! যদি আমার অপরাধ হ'য়েই থাকে ত আমায় মৃত্যুদণ্ড দিবেন না। আমি এখনও যুবা। পৃথিবী আমার কাছে এখনও নূতন। এখনও সংসারে আমার আশা আছে, দেহে শক্তি আছে, মনে বল আছে। আমি পাপী ; পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার অবকাশ দিন। ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে।

জজ। ঐরূপ অনুযোগ বিচারালয়ে নিষ্ফল। বিচার কুঠারের মত শাণিত, কঠিন, নির্ম্মম। তুমি যদি নির্দ্দোষ হও ত সে তোমাকে স্পর্শ কর্ব্বে না, বরং সম্মান কর্ব্বে। কিন্তু যদি অপরাধী হও ত সে নিয়তির মত কঠোর—দয়া করে না। প্রমাণ সম্বন্ধে তোমার কিছু বল্‌বার আছে ?

মহিম। আমি হত্যা করি নাই।

জজ। তবে কে হত্যা করেছে ?

মহিম। আমার স্ত্রী! (তিনি যেন শুনিলেন যে অন্তরীক্ষে কে বলিতেছে 'সাবধান')—ও কি! কার কণ্ঠস্বর!—মা মা রক্ষা কর, রক্ষা কর। (পুনরায় 'সাবধান') না না নিরপরাধিনী সতীকে এ ব্যাপারে জড়াব না।—না ধর্ম্মাবতার, আমার স্ত্রী হত্যা করেন নাই—কিন্তু —কিন্তু—ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে—ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে। আমি হত্যা করি নাই।

জজ। কে হত্যা করেছে ? সত্য বল, কে হত্যা করেছে ?

মহিম। আমার স্ত্রী—

দর্শকমণ্ডলী ভেদ করিয়া সরযূ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"সত্য কথা ধর্ম্মাবতার! হত্যা আমার স্বামী করেন নাই। হত্যা আমি করেছি।"

জজ। আপনি কে ?

সরযূ। আমি আসামীর স্ত্রী—

সকলে। সে কি!

সরযূ। শান্তা আমার স্বামীর গণিকা ছিল। সেই আক্রোশবশে আমি তাকে হত্যা করেছি। হত্যা করে'ই মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে' গিয়েছিলাম। আমার স্বামী বোধ হয় তখন পিস্তল লুকাইবার অভিপ্রায়ে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

উকিল ঘাড় নাড়িলেন

সরযূ। উকীলমশায়! আমাকে অবিশ্বাস কর্ব্বার কারণ কি? আপনারই যুক্তি—যে, হত্যা হয় আসামী না হয় আসামীর স্ত্রী করেছে। আমার স্বামী অস্বীকার কর্চ্ছেন? আমি স্বীকার কর্চ্ছি।

জজ। এতদিন তবে এ কথা প্রকাশ করেন নি কেন?

সরযূ। প্রাণভয়ে। যখন নির্দ্দোষের ফাঁসি হ'তে যাচ্ছে, তখন আর নীরব থাকতে পারি না।

জজ। (উকীলকে) What do you say.

উকীল। I do think that the matter requires further enquiry, specially as the prisoner denies his guilt and this lady corroborates him.

জজ। Very well. Officer of the court, you may arrest this wo—I mean lady.

কর্ম্মচারী। As your worship pleases, (সরযূকে) আমি আপনার স্বীকার্য্য মতে আপনাকে গ্রেপ্তার করি।

সরযূ। করুন।

এই বলিয়া বাঁধিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শির আরও উন্নত হইল। তাঁহার অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল। সকলে সহসা উঠিয়া, তাঁহার পানে সহসা সভক্তিবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বাটী। কাল—প্রভাত

বিশ্বেশ্বর, পরেশ ও দয়াল

বিশ্বেশ্বর। টাকা চাই, টাকা চাই, যেমন করে' হোক্।

পরেশ। তা ত দেখ্ছি, কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে! তখন ত যা ছিল, দুহাতে বিলিয়ে দিলেন।

বিশ্বেশ্বর। তা দিয়েছি বটে! কিন্তু টাকা চাই।

পরেশ। যে ধার চেয়েছে, ধার দিয়েছেন; সে টাকা ফিরে দেয় নি। অমুকের পিতৃদায়, অমুকের কন্যাদায়, অমুকের দেনার দায়—যত রকম দায় আছে, সব নিজের ঘাড় পেতে নিয়েছেন—এখন!

বিশ্বেশ্বর। এখন আমার বিপদে তা'রা সাহায্য কর্ব্বে না? আমার দায় তা'রা ঘাড় পেতে নেবে না?

দয়াল। মানুষ চেনো নি বিশ্বেশ্বর! তাই উপকারের প্রত্যুপকার আশা কর!

বিশ্বেশ্বর। যখন উপকার করেছিলাম, তখন ভেবে করি নি যে প্রত্যুপকার পাবো। আজ—প্রথম সে কথা মনে হোল।—দেবে না? তারা এ বিপদে আমায় কেউ দশহাজার টাকা ধার দেবে না?

পরেশ। দেখুন না চেয়ে!

বিশ্বেশ্বর। বল কি পরেশ! জগতে প্রত্যুপকার নাই? উপকারের প্রতিদান—

দয়াল। গালাগালি—তাতেই যদি সে নিরস্ত থাকে ঢের।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দয়াল। অধম মানুষ! যত দাও, তত চায়; যত তা'র উপকার

কর, ততই যেন তার উপকার কর্ত্তে তুমি বাধ্য। যদি না পার—গালাগালি!

বিশ্বেশ্বর। মানুষ এত নীচ!—না না। তা হ'তে পারে না। তা হ'তে পারে না।

পরেশ। এই যে তাঁদের মধ্যে একজন—ঐ ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্‌বো?—একবার চেয়ে দেখুন না।—ও চারুবাবু!

নেপথ্যে চারু। কি।

পরেশ। একবার এদিকে আসুন ত।

নেপথ্যে চারু। বিশেষ দরকারে যাচ্ছি।

পরেশ। দু'মিনিটের জন্য।

নেপথ্যে চারু। আঃ!

দয়াল। ঐ আস্‌ছে! কিন্তু মুখের ভাবটা দেখ্‌ছো!

চারু দত্তের প্রবেশ

চারু। কি বল! আমার সময় নাই।

পরেশ। সময় আছে মনে কর্লেই আছে; আর নেই মনে কর্লেই নেই। একদিন যে এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে' থাক্‌তেন!

বিশ্বেশ্বর। সত্যই সময় নেই?

চারু। আজ্ঞে!

বিশ্বেশ্বর। সত্য?

চারু। সত্য!

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা—যাও।

চারু যাইতে উদ্যত

পরেশ। দাঁড়ান। আপনার বেশী সময় অপব্যয় কর্ব্ব না। দাদা-মহাশয়ের কাছে আপনি হাজার পাঁচেক টাকা ধারেন, মনে আছে?

চারু। কৈ? না।

পরেশ। কিন্তু ধারেন!

চারু। কোন দলিল আছে?

পরেশ। বোধ হয় নেই! মূর্খ দাদামহাশয় দলিল নেন নি। তবে ধারেন।

চারু। কোন পুরুষে নয়।

পরেশ। এই পুরুষেই ধারেন!

চারু। না। আমার সময় নাই।

যাইতে উদ্যত

বিশ্বেশ্বর। তুমি আমার কিছু ধারো না ভায়া। আমি তোমার কাছে ধারি।

চারু। (ফিরিয়া) তা হবে। তা হবে।—কত? ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। নানা কাজে ব্যস্ত, মনেও থাকে না।—কত?

বিশ্বেশ্বর। তা জানি না। তবে মানুষের ধার মানুষের কাছে আছেই ভাই। কেউ স্বীকার করে, কেউ করে না।—ভাই! তুমি আমার কিছু ধারো না! কিন্তু আমায় দান কর। আমি বড় বিপদে পড়েছি।

চারু। আমার আর সময় নেই। আমি যাই।

প্রস্থান

দয়াল। কি বিশ্বেশ্বর! কি ভবে্ছো!

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ—ওহে ভবানীপ্রসাদ—

দয়াল। ভবানীপ্রসাদ কি কর্ব্বে!

পরেশ। ঐ শ্যামাদাস যাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। কোন্ শ্যামাদাস?

পরেশ। যার কন্যাদায়ে আপনি পাঁচহাজার টাকা দিয়েছিলেন—

শ্যামাদাসবাবু! ও শ্যামাদাসবাবু!—চলে' গেলে। উত্তরও দিলেন না। আপনার কাছে জানি ও কথনই আস্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন! আমি কি ক্ষেপা কুকুর! লোকে আমার কাছে আস্‌তে এত ভয় করে কেন?

দয়াল। হয় উপকারীকে চিন্তে পারে না, নয় দেথ্‌তে পারে না।

পরেশ। ঐ বিনোদবাবু! বিনোদবাবু! বিনোদবাবু!

নেপথ্যে বিনোদ। কি—

পরেশ। একবার এ দিকে আস্থন ত।

নেপথ্যে বিনোদ। যাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। এই ত ডাক্‌বামাত্রই এল। মানুষ এত থারাপ হ'তে পারে! দুটো একটা কি রকম বিগ্‌ড়ে যায়।—ঐ ত আস্‌ছে।

পরেশ। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। ওকে আপনি যে পনের হাজার টাকা দিয়েছিলেন—ওর পরিবার আর ওকে ডিক্রীর দায় থেকে বাঁচাতে।

বিশ্বেশ্বর। ও যে আমার ভাগিনেয় জামাই।

দয়াল। ও তাই!

বিনোদের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। এসো বাবাজী!

বিনোদ। বিশ্বেশ্বরবাবু! এ উত্তম! বুড়োবয়সে এ কেলেঙ্কারী! আমি নিজেই আস্‌ছিলাম।—এই কেলেঙ্কারী! এক বেশ্যার পায়ে এই টাকাটা ঢেলে দিলেন। আর আমি কাল আমার মেয়ের বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা চাইলাম—বলে' পাঠালেন টাকা হাতে নাই। আর আমি আপনার ভাগিনেয় জামাই।

দয়াল। মাথা কিনে রেখেছ বাপু, মাথায় চড়।

বিশ্বেশ্বর। না না। শোন বাবাজি, আমার নিজের এখন টাকার দরকার। দেই কোথা থেকে।

বিনোদ। অথচ বেশ্যার পায়ে টাকা ঢেলে দিতে পারেন। বেশ—

বিশ্বেশ্বর। বেশ্যার পায়ে!

বিনোদ। আর কাজ নাই—শঠ, মাতাল, লম্পট!

পরেশ। চোপরাও উল্লুক।

গিয়া টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন

বিশ্বেশ্বর। আহা কর কি! কর কি!

পরেশ। বেরো এখান থেকে।

বিনোদ। বেশ! এ বাড়ীতে আর কোন্ বেটা পদার্পণ করে।

প্রস্থান

দয়াল। ও বাবা, এ যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

বিশ্বেশ্বর। এ কি—তবে সত্যই কি মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়! এ যে—এ যে আমি কখন কল্পনাও কর্ত্তে পারি নি।—ভবানীপ্রসাদ একটা—না, আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে। চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি।—ঈশ্বর, টাকা না পাই, না খেয়ে মরি, সরযূ ফাঁসি যাক্—মানুষে যেন বিশ্বাস না হারাই, তোমাতে যেন বিশ্বাস না হারাই।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর! আমি এ টাকার যোগাড় কর্চ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বিশ্বেশ্বর। ও কি! আকাশে নক্ষত্রগুলো টল্‌ছে—মাতাল হয়েছে না কি! পৃথিবী পায়ের নীচে থেকে নেমে যাচ্ছে। চন্দ্র অগ্নিবৃষ্টি কর্চ্ছে। বাতাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের ঘাম মুচছে। দয়াল! আমায় ধর। পড়ে' যাচ্ছি।

দয়াল। অধীর হ'য়ো না। আমি এ টাকার যোগাড় কর্চ্ছি! আমি এ টাকার যোগাড় করে' আন্‌ছি।

বিশ্বেশ্বর। আন্‌ছো! আন্‌ছো! হাঁ, নিয়ে এসো! ভিক্ষা করে' হোক্, চুরি করে' হোক্—এনে দাও। সরযূ বাঁচুক, তার পর প্রলয় হোক্! কিছু যায় আসে না।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর উন্মাদ হ'য়ো না।

বিশ্বেশ্বর। না না—উন্মাদ হব না। এখনও সরযূ জেলে পচ্‌ছে। সেই সোণার প্রতিমা, সেই মূর্ত্তিমতী উষা, সেই ননীর দেহখানি জেলে পচ্‌ছে; সেই সতী, সেই যোগিনী, সেই দুঃখিনী, সেই আনন্দময়ী, সেই সুন্দরী, সেই দেবী, দিদি আমার ম'র্ত্তে যাচ্ছে। আমার দেহের শক্তি, আমার নয়নের জ্যোতিঃ, আমার জীবনের সুখ, আমার পরকালের স্বর্গ, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, আমার আমি—আমায় ছেড়ে চলে' যাচ্ছে! আমি যেতে দিব না—টাকা চাই, টাকা চাই। বুঝলে দয়াল? টাকা চাই।

দয়াল। আচ্ছা, আমি এই মুহূর্ত্তে যাচ্ছি, যেখান থেকে হোক্—টাকা নিয়ে আস্‌ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও। প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চিন্ত হব! হাঁ, ভয় কি। ১০,০০০৲ টাকা কেউ ধার দেবে না! সংসারে সব কৃতঘ্ন!—ওরে, তোদের যে আমি সব দিয়ে আজ নিজে ফতুর হ'য়ে, রাস্তার ভিখারী হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি! দয়া নাই? কৃতজ্ঞতাও নাই?—না, তা কি হ'তে পারে। ঐ যে—নক্ষত্রগুলো আবার স্থির, শান্ত, জ্যোতির্ম্ময়। এই যে আবার স্নিগ্ধ বাতাস বৈছে! ঐ যে শুভ্র জ্যোৎস্না শ্যামা ধরিত্রীকে স্নেহে জড়িয়ে রয়েছে! —না না! তা কি হ'তে পারে! সৃষ্টি এত সুন্দর; সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষ এত কুৎসিত হ'তে পারে!—না, এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না, কর্ব্ব না।

পার্ব্বতীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। এই যে পার্ব্বতী! পার্ব্বতী—আমায় দশহাজার টাকা ধার দাও।

পার্ব্বতী। আমি ধার দেবো? আপনাকে? বলেন কি!

বিশ্বেশ্বর। কেন! কেন! তুমি আমার জমিদারী নিলাম করে' নিয়েছো। তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো—না 'না, তুমি কর নি। আমি হয়েছি—মানুষকে সর্ব্বস্ব দিয়ে—না, আমি কাউকে কিছু দিই নি। কেবল পরের নিইছি—লুট করেছি! কারো দোষ নয়। দোষ আমার। এত বিশ্বাস, স্নেহ, এত—না কোথায়! আমি কাউকে ভালবাসিনি। কেবল শাঠ্য জোচ্চোরি হত্যা করে' বেড়িইছি। আমায় দশ হাজার টাকা দাও।

পার্ব্বতী। আমি টাকা দেবো আপনাকে! আপনি মস্ত জমিদার, আপনি দাতা, আপনি মহৎ লোক! আমরা সব ছোটলোক।

বিশ্বেশ্বর। না, কে বলেছে? ছোটলোক আমি, নীচ আমি, ঘৃণ্য আমি, পাপী আমি। তোমরা সব ধার্ম্মিক, তোমরা সব পুণ্যাত্মা, তোমরা সব দেবতা—টাকা ধার দাও! আমি এক মাসের মধ্যে শোধ দেবো।

পার্ব্বতী। তার জামিন কে!

বিশ্বেশ্বর। আমি আমার জমিদারী বাঁধা রাখছি।

পার্ব্বতী। সমস্ত সম্পত্তি?

বিশ্বেশ্বর। আমার যা কিছু আছে—আমার জমিদারী, আমার বাড়ী, আমার ইহকাল, আমার পরকাল—সব নাও, আমায় ১০,০০০৲ টাকা দাও। আমার নাতিনীকে বাঁচাতে চাই। আমার সব যাক্—সে বাঁচুক।

পার্ব্বতী। শ্রীশ—তমসুকখানা দাও ত। দাদামহাশয় দস্তখৎ করুন!—দাদামহাশয়, আমি আপনার বিপদের কথা শুনেই এসেছি।

আমাকেই এ ধার দিতে হবে তাও জানি। তাই একেবারে দলিল তৈরি ক'রেই এনেছি। আপনি একদিন আমার বিপদে আমার বাড়ী বয়ে' টাকা এনেছিলেন। সে উপকার আমি ভুলি নি দেখ্ছেন।

বিশ্বেশ্বর। তোমার জয় হোক্।

পার্ব্বতী। শ্রীশ—

শ্রীশ দলিল দিলেন

পার্ব্বতী। তবে দস্তখৎ করুন!

বিশ্বেশ্বর। কোথায় দস্তখৎ কর্ব্ব?

পার্ব্বতী। এইখানে।

বিশ্বেশ্বর। দাও!

দস্তখৎ করিলেন

পার্ব্বতী। বেশ!

দলিল পকেটে রাখিলেন

বিশ্বেশ্বর। টাকা?

পার্ব্বতী। গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

বিশ্বেশ্বর। মা কালী তোমার মঙ্গল করুন! আমি বল্ছিলাম দয়ালকে যে, এ কি হ'তে পারে যে মানুষ অকৃতজ্ঞ! মানুষে বিশ্বাস ফিরে পেলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্লাম। তোমার জয় হোক্ পার্ব্বতী। আর সরযূ! আমি তোমায় বাঁচাবো; আমি প্রমাণ কর্ব্ব, সংসারকে দেখাবো যে, তুমি কত বড় সতী, তুমি কত বড় মিথ্যাবাদিনী! তুমি সংসারের চক্ষে ধূলি দিতে পার, আমার চক্ষে পার্ব্বে না। তুমি আমায় ছেড়ে যাবে! আমি যেতে দেবো না! প্রস্থান

পার্ব্বতী। বুঝেছো শ্রীশ!

শ্রীশ। আজ্ঞে বুঝেছি।

চারু ও বিনোদের প্রস্থান

পার্ব্বতী। এই যে এসেছো! একটা দস্তখৎ কর্ত্তে হবে। এই নাও।

চারু। দস্তখৎ! কিসের!

পার্ব্বতী। দেখ না। সাক্ষী হ'তে হবে।

চারু। (পড়িয়া) ও! টাকা দিয়েছো?

পার্ব্বতী। না দিলে স্বচ্ছন্দমনে লিখে দেন! দেখছ না!

চারু। ও! বুঝেছি। চমৎকার! দাও কলম।

দস্তখৎ করিলেন

পার্ব্বতী। বিনোদ দস্তখৎ কর।

বিনোদ। কি বল চারু!

চারু। কুছ্ পারোয়া নাই! দস্তখৎ কর।

বিনোদ দস্তখৎ করিলেন

বিনোদ। কিন্তু রেজিষ্টারির সময়?

পার্ব্বতী। তোমরা সাক্ষী আছ।

চারু। বেঁচে থাক। তুমি পাকা বদমায়েস্। কিন্তু এই লোকটা —একেবারে অজমূর্খ।

তিনজন উচ্চ হাস্য করিলেন। ড্রীপ যোগ দিল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বধ্যভূমি। কাল—প্রত্যূষ

বদ্ধহস্ত সরযূ ও জেলারবাবু

সরযূ। আর কত দেরি জেলারবাবু।

জেলার। আধ ঘণ্টা খানিক। সিভিল সার্জ্জন আসেন নি—উপরে কি চাইছ মা ?

সরযূ। একবার শেষবার পৃথিবীটা দেখে নিচ্ছি।—কি সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ! কি নীল! কি শুব্ধ!—পাখীরা কৈ গাইছে না ত! তা'রা এখনও উঠে নি!—ঐ সূর্য্য উঠ ছে না ?

জেলার। হাঁ মা।

সরযূ। কি সুন্দর এই পৃথিবী! এত সুন্দর ত তাকে কখন দেখি নাই। আজ ছেড়ে যাচ্ছি, তাই বুঝি তাকে এত সুন্দর দেখছি। এই সৌন্দর্য্য আমি নিত্য উপভোগ কর্ত্তে পার্ত্তাম। ভুবনেশ্বরী! আমি মোক্ষ চাই না। আমি আবার এই সুন্দর জগতে জন্মাতে চাই। আমি আবার এসে সূর্য্যোদয় দেখতে চাই, আবার বিহঙ্গের সঙ্গীত শুনতে চাই, আবার সুবাসিত বসন্তহিল্লোলে স্নান কর্ত্তে চাই, আবার ভালবাস্‌তে চাই। সেবার এসে জন্ম উপভোগ করে' নেবো—এবার বিফলে গেল—ভোগ করা হোল না!—জেলারবাবু! মরবার আগে একবার দাদা-মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে ইচ্ছা ছিল। তিনি আসেন নি ?

জেলার। না মা।

সরযূ। তবে আর তাঁকে বলা হোল না যে আমি তাঁকে কত ভালোবাস্‌তাম। আমরা পরস্পরকে বড় ভালোবাস্‌তাম জেলারবাবু! তেমন ভালো বুঝি জগতে আর কেউ কাউকে বাসে নি। মুখোমুখি বসে'

তিনি কখন আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রৈতেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রৈতাম, তিনি আমাকে বুকে চেপে ধর্ত্তেন, আর আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত হ'য়ে যেত। ওঃ! তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে!—জেলারবাবু!

জেলার। কি কর্ব্বে মা, উপায় নাই।

সরযূ। না, উপায় নাই বটে, আমি যে হত্যা করেছি।

জেলার। তুমি হত্যা কর নি। আমি শপথ করে' বল্‌তে পারি মা।

সরযূ। ঐ যে আমার স্বামী আস্‌ছেন। আমার একবার হাত খুলে দেন না জেলারবাবু!—আবার বেঁধে দেবেন এখনই। (জেলার কথাবৎ কার্য্য করিয়া দূরে যাইয়া অবস্থান করিলেন)

মহিমের প্রবেশ

সরযূ। এসো, আমি একবার শেষ সাক্ষাতের জন্য তোমাকে ডেকেছিলাম।—পায়ের ধূলো দাও। (পদধূলি গ্রহণ) জন্মের মত যাচ্ছি। জন্মের মত বিদায় দাও।

মহিম। সরযূ! তুমি এ কাজ কর্লে কেন?

সরযূ। (হাসিয়া) কি কাজ?

মহিম। মিথ্যা করে' এ দোষ নিজের ঘাড়ে করে' নিলে! কেন নিলে!

সরযূ। জানো না কেন?

মহিম। এই নরাধমকে বাঁচাতে? আমার এই জঘন্য কলুষিত জীবন জগতের কোন্ উপকারে লাগবে সরযূ?

সরযূ। জগতের উপকারের জন্য এ কাজ করি নি, নিজের উপকারের জন্য করেছি।

মহিম। কি উপকার?

সরযূ। সুখ। গলায় দড়ি দিতামই। তবে এ গলায় দড়ি দেওয়ার মত তাতে সুখ হতো না। এ একটা কর্ত্তব্য করে' ম'লাম।

মহিম। প্রাণ দিয়ে মনের সুখ!

সরযূ। বড় সুখ! মরে সবাই। কেউ ডুবে মরে, কেউ পুড়ে মরে, কেউ সাপে কামড়ে মরে, আর বেশীর ভাগ রোগে ভুগে মরে। মরতেই ত হবে। দুদিন আগে আর দুদিন পরে। পালিয়ে পালিয়ে মরার চেয়ে মৃত্যুকে হেসে এগিয়ে নেওয়া বেশী সুখের নয় কি!

মহিম। কিন্তু সংসার সম্ভোগ ছেড়ে চির জন্মের মত যাওয়া—আমার বড় ভয় করে—বড় ভয় করে।

সরযূ। অত ভয় করে বলে'ই ত মৃত্যুব জয়। আর যদি ভয় না করি! তা হ'লেই ত আমি'মৃত্যুঞ্জয়ী। সে কি কম লাভের কথা?

মহিম। মর্ত্তে তোমার সত্যই ভয় কর্চ্ছে না?

সরযূ। না! (বুক ফুলাইয়া) আমি দাদামহাশয়ের কাছে শুনেছি যে, যখন যুদ্ধের বাদ্য বেজে উঠে, সৈন্য আর স্থির থাক্‌তে পারে না; নাচতে নাচতে কামানের মুখে অগ্রসর হয়। আমি আজ কর্ত্তব্যের গভীর আহ্বান ভেরী শুনেছি। সেই ডঙ্কা শুনে আমি উচ্চশিরে নিঃশঙ্কে বিজয়গর্ব্বে ম'র্ত্তে চলেছি।

মহিম। কি, কোথায় চলেছ?

সরযূ। জানি না। যদি সব এই জন্মেই শেষ—যদি পরকাল না থাকে তা হ'লে ত দুঃখ নাই। পরজন্মে আমিই যদি না থাকি, দুঃখ অনুভব কর্ব্বে কে!

মহিম। আর যদি পরকাল থাকে।

সরযূ। তা ইহকালের চেয়ে খারাপ হ'তে পারে না। এরই মত সে সুখে দুঃখে গড়া। বিশেষতঃ জ্ঞান মতে যদি নিজের কর্ত্তব্য করে যাই,

এটি ধ্রুব যে, পরিণাম বিশেষ মন্দ হ'তে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে পরকাল আছে, সে এই পৃথিবীতেই হোক্, কিংবা অন্য পৃথিবীতেই হোক্। এ বুদ্ধি, এ বিবেক, এ অনুভূতি—এত বড় আয়োজনে কি এই খানেই—এই ষাট বৎসরেই শেষ? এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই রক্তমাংসে অস্থিমজ্জায় আবৃত হ'য়ে আবার মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আস্‌বে। ঐ স্বর্ণাভ নীল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এই হাস্যময়ী ধরণীর দিকে চেয়ে দেখ, ঐ বিহঙ্গের ঝঙ্কার শুন, ঐ গাভীর গভীর আহ্বান শুন, ঐ মানুষের স্বর্গীয় কণ্ঠধ্বনি শুন, এই অনুপমা সৃষ্টির অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা মনে ভেবে দেখ দেখি! এ কি কারো ছেলেখেলা! একি উন্মাদের প্রলাপ! এ কি মদোন্মত্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির অট্টহাস? এর একটা মহত্তর পরিণাম আছেই আছে!—না প্রভু, মর্‌তে আমার কোন ভয় নাই। তবে আমায় বিদায় দাও।

মহিম। সরযূ। যাবার আগে আমায় ক্ষমা করে' যাও।

সরযূ। কিসের জন্য?

মহিম। তোমায় গালি দিয়েছি, মেরেছি, আর শেষে তোমায় ফাঁসি কাঠে উঠিয়েছি!

সরযূ। (সহাস্যে) আচ্ছা, কিন্তু ভালো হ'তে চেষ্টা করো। তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি। নহিলে তোমার ভবিষ্যৎ ভীষণ জেনো! তবে বিদায় দাও!

মহিম। ঈশ্বর আর একবার সুযোগ দাও, সরযূকে বাঁচাও, আমায় বাঁচাও! আবার সংসার পত্তন করি। আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, পূজা করি; স্ত্রীকে ফিরিয়ে দাও, ভালবাসি।

সরযূ। পুনর্জন্মে এসে দেখবো, তুমি কত ভালোবাসো। তবে যাও। আমি প্রস্তুত হই।

মহিম প্রস্থানোদ্যত

সরযূ। দাঁড়াও, আর একবার পায়ের ধূলো নেই। (চরণস্পর্শ) যাও।

মহিমের প্রস্থান

জেলার। আমি জানি মা! তুমি হত্যা কর নাই!

সরযূ। তা কি হয় জেলারবাবু! তা না হ'লে আমার ফাঁসি হবে কেন!

জেলার। তোমার আগেও অনেক নির্দ্দোষীর ফাঁসি হ'য়ে গিয়েছে। মানুষের বিচার, আর কি হবে মা!—ঐ বুঝি তোমার দাদামহাশয় আস্‌ছেন।

পরেশ, দয়াল ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। এই যে আমার স্নেহের পুত্তলী!

সরযূ। দাদামহাশয়! (বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন)

বিশ্বেশ্বর। রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না দিদি। স্বপ্নেও কখন ভাবি নি যে আমায় বুড়ো বয়সে শেষে এই দেখে ম'র্ত্তে হবে। এরই জন্য কি এতদিন বেঁচে রৈলাম! ভগবান্! যে আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—সেই নিরপরাধিনীর ফাঁসি দেখবার জন্য বেঁচে রৈলাম।

সরযূ। সে কি দাদামহাশয়। আমি যে হত্যা করেছি!

বিশ্বেশ্বর। না দিদি, তুমি হত্যা কর নি। তুমি এ কাজ কর্ত্তে পারো না! আমি জানি, আমার অন্তরাত্মা জানে, ঈশ্বর জানেন, তুমি হত্যা কর নি। তুমি হত্যা কর্ত্তে পারো না। সতীর গর্ভে তোমার জন্ম, সতীসাবিত্রীর দেশে তোমার বাস, আমার নাতিনী তুমি—তুমি হত্যা কর্ব্বে! আজ যদি সে দিন থাক্‌তো, বিচারের দিন না হ'য়ে যদি আজ অগ্নিপরীক্ষার দিন হ'ত ত—আমি চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি যে, তুমি সীতা দেবীর মত তোমার পুণ্যের জ্যোতিঃতে অগ্নির জ্বালাকে ম্লান করে', সেই অগ্নিপরীক্ষায় হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু

কি কর্ব্ব দিদি—আজ এ আইনের দিন, এজলাসের দিন, সাক্ষীর দিন, জেরার দিন।

সরযূ। আমি স্বীকার করেছি—তারা কি কর্ব্বে!

বিশ্বেশ্বর। কি কর্ব্বে? শুধু ঐ চাঁদমুখখানির পানে চেয়ে দেখবে, আর কিছু কর্ত্তে হবে না। সাক্ষ্য দিলেই হোল যে চন্দ্র দাহ করে, অগ্নি স্নিগ্ধ করে, বাতাস স্থির, পর্ব্বত চঞ্চল, শিশু পিশাচ, মাতা রাক্ষসী! ঐ শান্ত সজল দৃষ্টির সঙ্গে কি বিষ মিশানো থাকৃতে পারে? ঐ মৃদু হাস্যের নীচে ছোরা লুকানো থাকতে পারে? মূর্খ তা'রা, অন্ধ তা'রা।

সরযূ। যা হ'বার তা হয়েছে দাদামহাশয়! এখন বিদায় দিন।

বিশ্বেশ্বর। স্বামীকে মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য তুমি আজ এই দড়ির হার গলায় পর্চ্ছ। পৃথিবী আজ তার শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বর্গকে দিয়ে ধন্য হবে, শূন্য হবে। আর আমি—আমি—উঃ! জ্ব'লে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি।

জেলার। ঐ ডাক্তারসাহেব আস্‌ছেন।

সরযূ। তবে আমার যাবার সময় হয়েছে বিদায় দিন দাদামহাশয়! দুঃখ কর্ব্বেন না। এ বিচ্ছেদ একদিন হ'তই। আমায় যে স্নেহ দিয়েছিলেন, তা আজ ফিরিয়ে নিয়ে—বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন—বসুন্ধরা ধনী হবে। আপনার অপার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্নেহের সঙ্গে অতুল সহিষ্ণুতা মিশিয়ে দেন। জগৎকে বিস্মিত করুন। বিদায় দিন দাদামহাশয়! বিদায় দিন মামা!

পরেশ ও দয়ালকে প্রণাম

বিশ্বেশ্বর। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো! না! আমি পার্ব্ব না।

সরযূ! দিদি আমার! জড়াইয়া ধরিলেন

দয়াল। এস বিশ্বেশ্বর! হস্ত ধরিলেন

বিশ্বেশ্বর। যাও, আমি যাবো না!

সরযূ। যান দাদামহাশয়—লক্ষ্মীটি আমার (কাঁদিয়া ফেলিলেন) নিয়ে যান মামা!

বিশ্বেশ্বর। আমি যাবো না। আমিও তোর সঙ্গে ফাঁসি যাবো। আমি যাবো না।

দয়াল ও পরেশ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। বিশ্বেশ্বর "ছাড়, আমি যাবো না" বলিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত

সরযূ। টেনে নিয়ে যান মামা।

সরযূ শির নত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "ওঃ!—যাক্, আমি প্রস্তুত জেলারবাবু।"

রক্ষিগণ সরযূর মুখ ঢাকিয়া দিল; হস্তদ্বয় পশ্চাতে বাঁধিয়া দিল। জেলার সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রক্ষিগণ সরযূকে ফাঁসি কাষ্ঠে উঠাইল।

ডাক্তারসাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ

ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৃত্যুর আজ্ঞা পাঠ করিলেন।

"বন্দিনি! শান্তা বেশ্যার হত্যার জন্য তোমার ফাঁসির আজ্ঞা হয়েছে। আমি সেই আজ্ঞা পালন কচ্ছি। ঈশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।—জল্লাদ! তোমার কার্য্য কর।"

জল্লাদ সরযূর গলে ফাঁসির দড়ি লাগাইয়া দিল

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তবে—(মুখ ফিরাইয়া) one, two—

বেগে শান্তার প্রবেশ

শান্তা। খবর্দ্দার! নিরপরাধিনীর ফাঁসি দিবেন না। নিরপরাধিনীর ফাঁসি দিবেন না। শান্তাকে কেহ হত্যা করে নি। শান্তা জীবিত আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কে তুমি?

শান্তা। আমিই সেই শান্তা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কাশীর নদীতীরস্থ একটী কুটীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি

বিশ্বেশ্বর ও দয়াল

বিশ্বেশ্বর। মেঘ! রক্তবৃষ্টি কর। বাতাস! ভীমবেগে গর্জ্জে' ওঠো। সমুদ্র! জ্বলে' ওঠো। পৃথিবী! চৌচীর হ'য়ে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে' চারিদিকে ছড়িয়ে পড়। আর আমি মহাশূন্যে একা দাঁড়িয়ে তাই দেখি।—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়!

দয়াল। বাড়ী ফিরে চল।

বিশ্বেশ্বর। যাবো। দাঁড়াও। আগে দেখি প্রলয় পূর্ণ হোক্। আগে দেখি চন্দ্র সূর্য্য নিভে যাক্, পৃথিবীর শ্যাম শোভা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্, একটা ধূমকেতুর সংঘাতে মহাজ্বালাময় ধ্বংস হোক।

দয়াল। মাথা খারাপ হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। পৃথিবী যদি থাকে, তবে তার উপর থেকে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হোক, আর তার পরিবর্ত্তে শুধু যত কালসর্প এই পৃথিবীর উপর নড়ে বেড়াক্!—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ!

দয়াল। চল বিশ্বেশ্বর—

বিশ্বেশ্বর। মানুষ যদি থাকে, ত যা'রা চোর, লম্পট, ধাপ্পাবাজ, তারাই শুধু বেঁচে থাকুক, আর সব মরে' পচে' গলে' খসে' পড়ে' যাক্! তা হ'লে এই ব্রহ্মাণ্ড খাসা চল্‌বে, বোঁ বোঁ করে' ঘুর্ব্বে। ওঃ!

দয়াল। কত রাত্রি জানো?

বিশ্বেশ্বর। প্রেম, দয়া, স্নেহ, পাতিব্রত্য, বাৎসল্য সব মুছে নিয়ে যাও দয়াময়ী। প্রেমে শুধু কাম থাকুক; বন্ধুত্বের উপর ঈর্ষা রাজত্ব করুক, উপকারের শিয়রে কৃতঘ্নতা পাহারা দিউক্! আহারে বিষ থাকুক, শরীরে ব্যাধি থাকুক, ঐশ্বর্য্যে অহঙ্কার থাকুক, দারিদ্র্যে ঘৃণা থাকুক!—খাসা চল্‌বে।

দয়াল। না! তোমায় জোর করে' না শোয়ালে শোবে না।—এসো।

হাত ধরিলেন

বিশ্বেশ্বর। ছেড়ে দাও (হাত ছাড়াইয়া) ও! তুমি! তুমি আর আছো কেন দয়াল! স্নেহময় বন্ধু—ব্রহ্মাণ্ডের অনিয়ম, ভূত গরিমার ধ্বংসাবশেষ, তুমি একা কেন পিছে পড়ে' আছ? সব গিয়েছে। তুমিও যাও। যে পৃথিবীতে আজ দাক্ষিণ্য ভিক্ষুক, উপকার প্রপীড়িত, স্নেহ পদাহত, সেখানে তুমি কেন! সব চোর ধাপ্পাবাজ!—কি সৃষ্টিই করেছিলি মা! নে তোর সৃষ্টি ফিরিয়ে নে।—দয়াল!

দয়াল। বিশ্বেশ্বর!

বিশ্বেশ্বর। আর মা বলে' ডেকো না। সে বেটি সন্তানকে বিষ খাওয়ায়, সন্তান মৃত্যুযন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করে, আর পাষাণী তাই দেখে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করে। এই ত মা! তাকে আর ডেকো না।

দয়াল। তবে কা'কে ডাক্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। কেন—কেন! তাও ত বটে! কাকে ডাক্‌বো? মায়ের কাছ থেকে ছুটে যাবো কার কাছে? আর আছে কে? মায়ের অত্যাচারের নালিশ যে ঐ মায়েরই কাছে। আর আছে কে? আছে কে?

দয়াল। মায়ের বিচার মা বোঝেন।

বিশ্বেশ্বর। ঠিক্ বলেছ দয়াল। মা বলে' ডাক্, মা বলে' ডাক্! কিন্তু সব শব্দ, সব প্রার্থনা, সব সঙ্গীত ছাপিয়ে ঐ মানুষের কৃতঘ্নতার জয়ভেরী বেজে উঠেছে। সব দুঃখ যন্ত্রণা অন্তর্দ্দাহ এই মহাদুঃখে ডুবে যায়—যে মানুষ অকৃতজ্ঞ। আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী, স্নেহের পুত্তলী সরযূর আত্মহত্যাও এই দুঃখের মহারণ্যে হারিয়ে যায়।

দয়াল। সরযূর আত্মহত্যা বোলো না বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর। তবে কি বল্‌বো!

দয়াল। আত্মোৎসর্গ। বাঙ্গালীর ঘরে সাবিত্রীর পূজা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরেই সাবিত্রী! নিজের সামগ্রী কেউ ঠিক আদর কর্ত্তে জানে না।

বিশ্বেশ্বর। ঠিক্ বলেছ দয়াল। সরযূ স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সে গিয়েছে—আর জগতের জন্য রেখে গিয়েছে—এক অখণ্ড জ্যোতিঃ। তাতে দুঃখ নাই। কিন্তু গলায় দড়ি দিল! গলায় দড়ি দিল! আমার উপর অভিমান করে' গলায় দড়ি দিল! আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম।

দয়াল। আপনি ত দেখেন নি।

বিশ্বেশ্বর। দেখেছি। সেই সাদা সরু গলার চারিদিকে তা'রা দড়ি জড়িয়ে দিল—টেনে ফাঁস দিল!—আচ্ছা দয়াল! কি ক'রে দিল?

দয়াল। কি আশ্চর্য্য ভ্রম! স্মৃতি ও কল্পনা তফাৎ কর্ত্তে পারে না।

বিশ্বেশ্বর। সেই দড়ি গলায় দিয়ে আমার নাত্নী ঝুলে পড়্‌লো, পৃথিবী কেঁপে উঠলো, সংসার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

দয়াল। আবার আরম্ভ হোল।

বিশ্বেশ্বর। সেই লম্বমান দেহখানি প্রভাতের বাতাসে একবার রূপের সাপট মার্লে। তার পর একেবারে সব স্থির! স্নেহসজল-নীল চক্ষু দুটি শূন্যে চেয়ে রৈল। সাদা মুক্তার মত দাঁতের উপর, রাঙা ঠোঁট দুখানির উপর, ফেনা জেগে উঠ্‌ল। আর সেই ননীর মত নরম দেহখানি শুক্‌নো জ্বালানি কাঠের মত শক্ত অসাড় হ'য়ে গেল। আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম। ও হো হো হো!

দয়াল। অধীর হয়ো না। ছিঃ!

বিশ্বেশ্বর। তার পর তা'র দেহমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় আত্মা স্বর্গে উড়ে গেল! কি সুন্দর!

দয়াল। এখন তা আর ভেবে কি হবে।

বিশ্বেশ্বর। না—না! মানুষের কৃতঘ্নতা এসে এ হত্যার দৃশ্য ছেয়ে ফেলুক্; বজ্র কড়কড় শব্দে এসে এ ক্রন্দন থামিয়ে দিক্; রক্তপ্রপাত নেমে এসে এ সুন্দর ধ্বংস ডুবিয়ে দিক্!

দয়াল। একবার এ চিন্তা, আর একবার ও চিন্তা—এ রকম কর্লে মারা যাবে যে!

বিশ্বেশ্বর। ও! হ্যাঁ! বেঁচে থাক্‌তে হবে। পঙ্গু হই, শূল বেদনা ধরুক, শিরঃপীড়ায় মাথায় আগুন ছুটুক—বেঁচে থাক্‌তে হবে। হাঁ—হাঁ, বেঁচে থাক্‌তে হবে। যাও দয়াল ঘুমোও গে। আমিও ঘুমোই গে যাই—কালসাপিনী বড় দংশন করেছিস্!

প্রস্থান

দয়াল। হারে হতভাগা, এত ভালবাসা নিয়ে সংসারে এসেছিলে কেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বাটীর বারান্দা। কাল—প্রভাত

পরেশ, কালীচরণ ও শান্তা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

শান্তা। মহিমবাবু আমায় গুলি করেছেন বটে। কিন্তু তাতে আমি সামান্য আহত হ'য়ে পড়ে' গিয়েছিলাম মাত্র। মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লে উঠে দেখ্‌লাম স্থান পরিত্যক্ত, আমার পিস্তল আমার পায়ের তলায় পড়ে'। পিস্তল হাতে করে' বাইরে এলাম! দেখ্‌লাম প্রতিবেশীরা এসে জমা হয়েছে; গল্প কর্চ্ছে! আমি পিস্তল অঞ্চলে লুকিয়ে নিয়ে আমার গাড়ীতে উঠ্‌লাম। কেউ লক্ষ্য কর্ল্ল না। বাসায় গিয়ে শুনি যে, বাগানে এক হত্যা হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নি। শেষ রাত্রে বাড়ী ছেড়ে পালাই।

কালী। তার পর?

শান্তা। পরে একখানা খবরের কাগজে পড়্‌লাম যে, শান্তা বেশ্যার হত্যার অপরাধে সরযূনাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার ফাঁসির আজ্ঞা হয়েছে।

কালী। The hungry Judges soon the sentence sign
And wretches hang that Jurymen may dine.

পরেশ। তবে মহিম গুলি করেছিল?

শান্তা। হাঁ।

পরেশ। সে কথা তবে তখন আদালতে প্রকাশ কর নি কেন?

শান্তা। কারণ—তিনি যাই হোন্, তিনি দিদির স্বামী!

পরেশ। তাই তুমি মিছে কথা কৈলে যে, তুমি আত্মহত্যা কর্ত্তে গিয়েছিলে? আর এই মিথ্যে কথা কয়ে জরিমানা দিলে! আশ্চর্য্য!

কালী। Woman's at best a contradiction still. প্রস্থান

উদভ্রান্ত ভাবে আলুলায়িতকেশা সরযূর প্রবেশ, পশ্চাতে ভবানীর প্রবেশ

সরযূ। মামা, আপনি দাদামহাশয়কে ছেড়ে দিলেন।

পরেশ। আমি জান্তে পার্লে কি আর তাঁকে ছেড়ে দেই মা! পরদিন সকালে উঠে শুনি, তিনি আর দয়ালবাবু নিরুদ্দেশ।

সরযূ। আর ভবানীদাদা—তুমিও—

ভবানী। মায়ের ইচ্ছা।

চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান

সরযূ। তিনি আত্মহত্যা করেছেন নিশ্চয়, মামা!

পরেশ। না মা, কোন ভয় নাই। দয়ালবাবু সঙ্গে আছেন। কোন চিন্তা নাই।

সরযূ। আমার দাদামহাশয়কে এনে দেন। আমার দাদামহাশয়কে এনে দেন।

পরেশ। এনে দেবো—তিনি যেখানেথাকেন টেনে আন্‌বো। এসো, বাড়ীর ভিতর এসো মা।

শান্তা। আমার জন্যই এত বিড়ম্বনা।

সরযূ। সে কি বোন! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্রী। যদি দাদামহাশয়কে আবার দেখ্‌তে পাই, সে তোমারই জন্য পাব। আর যদি না পাই—আত্মহত্যা কর্ব্ব।

শান্তা। সাবধান দিদি! তার চেয়ে তোমার ফাঁসি ছিল ভালো। আত্মহত্যা কর্ব্বার অধিকার কারো নাই। আমারও না।

ব্যস্তভাবে ভবানীর পুনঃ প্রবেশ

ভবানী। দিদি! দাদামহাশয়ের সংবাদ পেয়েছি।

সরযূ। (সাগ্রহে) কোথায় তিনি? কোথায় তিনি?

ভবানী। কাশীতে। এই নাও দয়ালের পত্র। এই পেলাম!

পরেশকে পত্র প্রদান

সরযূ। ভবানীদাদা! আজই কাশীযাত্রার আয়োজন কর। এক্ষণেই—এই মুহূর্ত্তে।

পরেশ। এ কি মা। তুমি স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছ না। এসো, বাড়ীর ভিতরে এসো। ওকি সরযূ!

তাঁহাকে ধরিলেন

সরযূ। তবে—দাদামহাশয় তবে বেঁচে আছেন! মামা! মামা!

বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন

পরেশ। ওকি মা! এসো, ভিতরে এসো।

সরযূ। এই আস্‌ছি, আমি আসছি দাদমহাশয়—

পরেশ ও সরযূর প্রস্থান

ভবানী। দয়াময়ী! আমার দিদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিস্, দাদা-মহাশয়কে ফিরিয়ে দিলি। তবে এ বাড়ীখানা ফিরিয়ে দে মা! আর কিছু চাই না। ফিরে এসে দাদা আর দিদিকে নিয়ে এই বাড়ীখানায় যেন উঠতে পারি মা! যাক্ জমিদারী! পৈতৃক ভিটে কেড়ে নিস্ নে।

শান্তা। কেন! এ বাড়ী এখন কার?

ভবানী। পার্ব্বতীবাবুর—এখন দলিল রেজেষ্টারী করে' দখল নিলেই হয়।

শান্তা। কি দলিল?

ভবানী। কোটকবালা—জোচ্চোর তার টাকাও দেয় নি।—হাঁ মা, তোমার রাজ্যে এ রকম দিনে দু'পুরে ডাকাতি হয়!

শান্তা। দলিল রেজেষ্টারী হয় নি?

ভবানী। না।

শান্তা। তা হলে দলিলখানা যদি ফিরে পাওয়া যায়, তা হ'লে ত আর কোন ভয় নাই।

ভবানী। তা বোধ হয় নাই।

শান্তা। তবে এই সপ্তাহের মধ্যে দলিল ফিরে পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভবানী। সে কি! কেমন করে?

শান্তা। (সম্লানহাস্তে) বেশ্যার অসাধ্য কিছু নাই।

ভবানী। শান্তা, তুমি পূর্ব্বজন্মের কি পাপে বেশ্যার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ জানি না।

শান্তা। বেশ্যাদের ঘৃণা কর্ব্বেন না। তারা বড় অভাগিনী। তাদের অনুকম্পা করুন। তাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, বন্ধু নাই। তারা যেন অন্ধকার রাত্রিকালে পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, দুধারে দেখতে পাচ্ছে—দরিদ্রের কুটীরে আলো জ্বলছে; দম্পতীর প্রেমের বিমল হাস্তের ফোয়ারা উঠেছে! শিশুরা স্নেহের নীড়ে নিদ্রা যাচ্ছে। তারা তাই দেখছে, আর শীতের বাতাসের তীক্ষ্ণতর দংশন অনুভব কর্চ্ছে, অন্তরে গুমরে মরে' যাচ্ছে। কোটী জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে তারাই লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর ন্যায় ছুটে চলেছে—চলেছে, কারণ চলা ভিন্ন উপায় নাই। তাদের হাস্ত শ্মশানের চিতাবহ্নি—যত উজ্জ্বল, তত জ্বালাময়। শেষে হাস্ত যখন জ্বলে' জ্বলে' নেভে, তখন তার দীর্ঘ নিশ্বাস শ্মশানের উষ্ণ বাতাসে উঠে মিশে যায়। তারাই নিজেদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। তার উপর আপনাদের ঘৃণা আর তাদের উপর চাপাবেন না।

মস্তক অবনত করিল

ভবানী। ঘৃণা! তুমি যদি আমার কন্যা হ'তে—

শান্তা। (সাগ্রহে) তা হ'লে!

ভবানী। তা হ'লে, আমি নিঃসঙ্কোচে তোমায় ঘরে নিতাম!

শান্তা। (সাগ্রহে) নিতেন?

- ভাবনী। নিতাম। মা! তোমায় দেখে অবধি আমার মনে একটা অসীম অনুকম্পার উদয় হয়েছে—জানি না কেন! মনে হয় যে তুমি বেশ্যা নও, যেন একদিন তুমি সত্যই আমার কন্যা ছিলে, যেন একদিন—

শান্তা। (কম্পিতস্বরে) আর আমি যদি সত্যই আপনার কন্যা হই।

ভবানী। সত্যই আমার কন্যা হও। সে কি! বেশ্যার ঘরে তোমার জন্ম।

শান্তা। বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়।

ভবানী। তবে।

শান্তা। আকাশ! মুখ ঢাকো। পৃথিবী কানে আঙ্গুল দাও। আজ সে কথা সব প্রকাশ কর্ব্ব। "বাবা!" বলিয়া অগ্রসর হইল ভবানী চমকিয়া পিছাইলেন।

শান্তা। বাবা! এ কথা জীবনে প্রকাশ কর্ত্তাম না। কিন্তু আপনিই আমায় সাহস দিয়েছেন। বাবা! আমি সত্যই আপনার কন্যা—

ভবানী। সে কি! আমার কন্যা তুমি! আমার কন্যা ত মরে' গিয়েছে।

শান্তা। (উঠিয়া) অভাগিনী মরে নি! (অগ্রসর হইয়া) বাবা! (পিছাইয়া) না। আপনি অধোমুখ! লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে আপনার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। না—না—না! আমায় ঘৃণা করুন, ত্যাগ করুন, পদতলে দলিত করে' চলে' যান।

ভবানী। কন্যা আমার! তোমার মরণই ছিল ভালো। (করযোড়ে উর্দ্ধমুখে) এ কি পরীক্ষায় ফেল্লি মা! হৃদয়ে শক্তি দে মা!

শান্তা। না বাবা! যা বলেছি ভুলে যান! আমি আপনার কন্যা নই! আমি আপনার কেউ নই। আমি কৃষ্ণ সমুদ্রের উপর একটা ঢেউয়ের মত উঠেছিলাম—আবার তারই মত কৃষ্ণসাগরে নেমে যাই।

ভবানী শান্তার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন

"শান্তা—"

শান্তা। আমি অস্পৃশ্য! আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না। স্পর্শ কর্ব্বেন না।

দ্রুত প্রস্থান

ভবানী ঈষৎ ভাবিলেন ; পরে গান ধরিলেন—

পেয়ে মাণিক হারালাম মা, আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাই নে, কোথা আছিস্ দে মা সাড়া।
আপন যারা ছিল পাড়ায়—একে একে সরে' দাঁড়ায়,
তুইও শেষে যাস্ নে ভেসে—ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

পরেশের পুনঃ প্রবেশ

পরেশ। শান্তা চলে' গিয়েছে।

ভবানী। কে! না—হাঁ, চলে গিয়েছে।

গান চলিল

পরেশ। ভবানী! কাঁদছ যে।

ভবানী। কৈ! না।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

পরেশ। এ কি—এরা কা'রা?—পার্ব্বতী! কি মনে করে'—দেখা যাক্।

পার্ব্বতী, কালীচরণ ও পশ্চাতে ক্রুদ্ধভাবে চারু ও বিনোদের প্রবেশ

পার্ব্বতী। বিশ্বেশ্বরবাবুর কোন খবর পেয়েছেন?

পরেশ। আপনার সে খোঁজে দরকার কি!

পার্ব্বতী। দলিল রেজিষ্টারি কর্ত্তে হবে। তিনি নিরুদ্দেশ হন ত আমায় নিজেই গিয়ে দলিল রেজিষ্টারি করে' আন্‌তে হবে!—এঁরা সাক্ষী।

চারু। কোন পুরুষে নই।

পার্ব্বতী। সে কি!

বিনোদ। পথে বলেছি রফা কর।

পরেশ। রফা কিসের?

চারু। রফা কর।

পার্ব্বতী। (দলিল বাহির করিয়া) এই তোমাদের দস্তখৎ।

চারু। জাল।

পার্ব্বতী। তোমরা সাক্ষী নও?

চারু। এর সাক্ষী নই; সাক্ষী অন্য কিছুর বটে।—কি বল বিনোদ!

পার্ব্বতী। এ তোমার কাজ, কালীচরণ!

কালী। সম্ভব। পার্ব্বতী! আমি এতদিন শুদ্ধ দর্শক হিসাবে নিরপেক্ষভাবে দুই পক্ষ দেখে আসছি। তুমি নারীহন্তা জেনেও উদাসীন ছিলাম। That only shows a philosophic mind; কিন্তু তুমি যখন জোচ্চোরী করে' এক সতীকে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিয়েছ, আর ঋষির মত দাদামহাশয়কে দেশান্তরে পাঠিয়েছ, তখন আমার philosophic mindএও এক বিষম ধাক্কা লেগে গেল। আর না। সত্য কথা প্রকাশ করে' দাও চারু। তার পর যা হবার হবে! Do well and right and let the world sink.

পার্ব্বতী। (শুষ্কমুখে) সে কি!—আচ্ছা।—এঁ্যা—তবে আমি আসি পরেশবাবু।—এস চারু!—এস বিনোদ! কথা আছে।

ঠিক এই সময়ে ভবানীপ্রসাদ পুনঃ প্রবেশ করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে পার্ব্বতীর টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন

কালী ও পরেশ। কর কি! কর কি!

ভবানী। সরে' দাঁড়াও—পাষণ্ড! এখনও এ বাড়ী দাদামহাশয়ের। দূর হ! (পার্ব্বতীকে পদাঘাতে সোপান-নিম্নে ফেলিয়া দিলেন; পরে হাত নাড়িয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)—ঠিক করেছি?

পরেশ। বেশ করেছো।

প্রস্থান

ভবানী। (চারু ও বিনোদের পানে চাহিয়া) বেশ করেছি?

উভয়ে। বেশ করেছো।

চারু। আর না। আজ প্রকাশ কর্ব্ব। ও পাজীর সঙ্গে আর না।

চারু ও বিনোদের প্রস্থান

ভবানী। (কালীকে) কেমন মহাশয়! ঠিক করেছি?

কালী। চমৎকার!

Perhaps it was right to dissemble your love.

But why did you kick him downstairs.

ভবানী প্রশান্তভাবে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন

পেয়ে মাণিক হারালাম মা, আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।

আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাই না, ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার গৃহকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

শান্তা একাকিনী

শান্তার গীত

এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বৈ কাউরে চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অবসানে, ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে ধেয়ে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা।
লয়ে শত প্রাণের ক্ষত তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখ্‌তে মাথা, তোমার মুখে দেখ্‌তে হাসি;
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা, অসীম তাচ্ছল্য ভরা,
তুমিও মুখ ফিরাও না, তুমিও কোরো না ঘৃণা।

গীত শেষ করিয়া শান্তা জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল—

শান্তা। উঃ! কি কালো মেঘ করেছে। ঝড় উঠ্‌বে।

এই বলিয়া শান্তা মেঘের দিকে চাহিয়া রহিল

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। দিদিঠাকরুণ।

শান্তা অত্যন্ত অধিক চমকিয়া পতনোন্মুখী হইয়া সামলাইয়া ও পরে কঠোর স্বরে কহিল—

শান্তা। কি চাও?

পরিচারিকা। পার্ব্বতীবাবু এসেছেন।

শান্তা। পার্ব্বতীবাবু! সে কে!

পরিচারিকা। তুমি না আস্‌তে বলেছিলে?

শান্তা। ও! পার্ব্বতীবাবু! বুঝেছি। আজ কি বার। ও! হাঁ, বলেছিলাম বটে! উপরে ডেকে নিয়ে আয়। পরিচারিকার প্রস্থান

শান্তা। কি বলে' ডেকেছি, আর কি কর্ত্তে হবে।—মা! এতে যদি কোন পাপ থাকে, ক্ষমা কোরো। এই আমার জীবনের শেষ পাপ। প্রস্তুত হ'য়ে নিই। (আলমারি হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, সমস্ত দেখিয়া ঠিক করিয়া লইল; পরে পিস্তল বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল; পরে তাড়াতাড়ি বস্ত্র ঠিক করিয়া লইয়া কহিল)—এখন আমি প্রস্তুত। —এই যে!

দাসীর সহিত পার্ব্বতীর প্রবেশ

শান্তা। আসুন—ঝি, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে' দে।

দাসী বাহিরে গেল

শান্তা। বন্ধ করে' দে। শিকল দে।

পার্ব্বতী। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। কেন!

শান্তা। ও! তাই ত! ভুল হ'য়ে গিয়েছে। তা যাক্। (সহাস্যে) দরকার হ'লেই খুলে দেবে এখনি।

পার্ব্বতী। কি সুন্দর সেজেছো আজ। কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে।

শান্তা। দেখাচ্ছে না কি! আচ্ছা, এইবার দেখুন দেখি!

বৈদ্যুতিক ঝাড় জ্বালিয়া দিল

পার্ব্বতী। উঃ! এত সুন্দরী তুমি! কি অদ্ভুত! কি সুন্দর! —সুন্দরী!

অগ্রসর হইলেন

শান্তা। দাঁড়ান। এইবার দেখুন দেখি—(ঘর অন্ধকার করিল) দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

পার্ব্বতী। কৈ? না! কোথায় তুমি প্রাণেশ্বরী!

শান্তা। এই যে!

একটি সবুজ আলো খুলিয়া দিল

পার্ব্বতী দেখিলেন আপাদলম্বিত কেশা জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তা—গ্রীবাভঙ্গী সহকারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এক হস্তে একখানি কাগজ, অপর হস্তে পিস্তল

পার্ব্বতী। এ আবার কি।

শান্তা। (কাগজ দেখাইয়া) দস্তখৎ করুন।

পার্ব্বতী। এ আবার কি!

শান্তা। আপনার পুত্রের নামে পত্র—বাহক হস্তে দলিল পাঠিয়ে দেবার জন্য। পড়ুন। পড়ে' দস্তখৎ করুন।

পার্ব্বতী। (কাগজ কলম লইয়া, পড়িয়া) ও! তা দস্তখৎ কর্ব্ব কেন?

শান্তা। দস্তখৎ করুন।

পার্ব্বতী। না। কখন না।

শান্তা। দস্তখৎ করুন—

পিস্তল দেখাইল

পার্ব্বতী। কখন না। কি কর্ব্বে!

শান্তা। দস্তখৎ করুন। (পিস্তলের নল পার্ব্বতীর দিকে লক্ষ্য করিয়া) এই মুহূর্ত্তে—নইলে—

পার্ব্বতী। আচ্ছা।

পত্র স্বাক্ষরিত করিলেন

শান্তা। বড় বাধ্য! (পত্র থামে পুরিতে পুরিতে)—ঝি! ঝি!

দাসীর প্রবেশ

শান্তা। এই নাও! তার পর যা যা বলে' দিয়েছি। যাও, দরজা ফের বন্ধ কর! দাসী প্রস্থান করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল

শান্তা আবার সমস্ত আলো জ্বালিয়া দিল

শান্তা। (সহাস্যে) দেখ্ছেন পার্ব্বতীবাবু, যে শয়তানীতে আপনার সমকক্ষ একজন আছে!

পার্ব্বতী। বটে! তুমি এত বড় শয়তান শান্তা?

শান্তা। বেশ্যার চেয়ে বড় শয়তান আর কেউ আছে? যার স্বরে ছলনা, হাস্যে ছলনা, চুম্বনে ছলনা, আলিঙ্গনে ছলনা; যে তার শরীর বিক্রয় করে, আত্মা বিক্রয় করে, জীবনের সাররত্ন ভালোবাসা—তাও বিক্রয় করে; যে রাজার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারে, ঋষির ঋষিত্ব ঘোচাতে পারে, একটা রাজ্য রসাতলে দিতে পারে; যার জীবনই একটা প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যাবাদ। এত বড় শয়তান আর কে? কিন্তু আমি বেশ্যার সন্তান নই। আমি বিবাহিত প্রেমের প্রসূন।

স্বর কাঁপিতে লাগিল

তা যদি জান্তাম, তা হ'লে কোন কৃষকের বধূ হ'য়ে পবিত্র আনন্দময় দারিদ্র্যের নিশ্মল সুখ ভোগ কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু আপনি আমার সর্ব্বনাশ করেছেন।

পার্ব্বতী। (সবিস্ময়ে) আমি!

শান্তা। হাঁ, আপনি! আমার পিতা কে জানেন! ও জানেন না! জান্বেন কেমন করে'! তখন তিনি প্রবাসে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে আপনি বেশ জানেন। তবে শুনুন, আমার পিতার নাম শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—যাঁর ঘর আপনি শ্মশানে পরিণত করেছেন। আমার মাতার নাম হিরণ্ময়ী—যাঁকে ভ্রষ্টা করে', যাঁর বৃদ্ধ

পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যকে হত্যা করে’, পরিশেষে—কি, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন যে—পরিশেষে তাঁকে হত্যা করেছেন।

পার্ব্বতী। কে বল্ল?

শান্তা। প্রমাণ আছে।

পার্ব্বতী। সে কি! আমায় ছেড়ে দাও শান্তা।

শান্তা। এই দিচ্ছি।

পার্ব্বতী। আমি হত্যা কর্ব্ব মনস্থ করে’ হত্যা করি নাই!

শান্তা। কৈফিয়ৎ বিচারালয়ে দিবেন।—এই যে—

দ্বার খুলিয়া পুলিশ সহ ভবানী, চারু ও বিনোদের প্রবেশ

শান্তা। এই যে! দারোগাসাহেব! আমি এই পার্ব্বতীচরণ ঘোষকে আমার মাতা হিরণ্ময়ীর হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করি। সাক্ষী—এঁরা—

দারোগা। বাঁধো—

কনেষ্টবলগণ তাঁহাকে বন্ধন করিল

শান্তা। আর বাবা! আপনার কন্যা আপনার সম্মুখেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছে। তবে—(নিজের চিবুকতলে পিস্তল লাগাইয়া)—বাবা, তবে বিদায় দেন।

ঠিক সেই সময়ে এক মহাবজ্রনাদ হইল। শান্তা কাঁপিয়া উঠিল। হস্ত হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল। শান্তা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

ভবানী। মা কালী আমার কন্যাকে রক্ষা করেছেন। (শান্তার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) অভাগিনী কন্যা আমার! আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি তোমায় চরণে স্থান দিয়েছেন।—ওঠো অভাগিনী।

শান্তা। (ক্ষীণস্বরে) বাবা!

ভবানী। মা!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের শয়ন-কক্ষ। কাল—রাত্রি

বিশ্বেশ্বর একখানি ছোরা হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন

বিশ্বেশ্বর। না, আমি এইখানেই শেষ কর্ব্ব। আর পারি না। কিন্তু—আত্মহত্যা!—মা দুর্গা! আমার সর্ব্বাঙ্গে স্চ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মার্ব্বে, আর যদি তা আমার অসহ্য হয়—ত অমনি পাপ। তা যদি হয়, তাহ'লে মানুষকে দানবের শক্তি দাও নি কেন? এই ক্ষুদ্র শরীরটার মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র দিয়েছিলি কেন রাক্ষসী? কিন্তু জীবনের শেষ অঙ্কে একটা মহা পাপ করে' মর্ব্ব। (ছোরা টেবিলের উপর রাখিলেন; নিজে তাহার পাশে বসিলেন) না, কাজ নাই। (উঠিয়া কক্ষে পাদচারণা করিতে লাগিলেন) ওঃ! আর পারি না। তিলে তিলে—এও ত মর্চ্ছি! তার চেয়ে—কিসে পাপ! আমাকে এ জীবন দিয়েছো—এ আমার সম্পত্তি। আমি রাখি, ছুড়ে ফেলে দেই, তাতে তোমার কি! কর্ব্ব! (টেবিলের কাছে যাইয়া ছোরা লইলেন, করতলে গড়াইতে লাগিলেন) না, কাজ নাই। (পুনরায় তাহা রাখিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন; পরে সহসা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন) ও কি! কে আমায় সেই পুরাতন পরিচিত স্বরে ডাকে! মৃত্যুর পরপার থেকে তুমি আমায় ডাক্ছো দিদি! ঐ যে আবার! দূরে—না, নিকটে! আরও উচ্চে আরও প্রাণমাতানো স্বরে ডাক্ছে।—এই যাই দিদি! (ছোরা গ্রহণ)—কৈ! আবার সব শুব্ধ! (জানালায় কান দিয়া) কৈ!—স্তব্ধ রাত্রি। কেউ জেগে নাই! একা আমি জেগে। কেউ দেখ্ছে না। দেখছে কেবল ঐ পূর্ণিমার চাঁদ; স্থির হ'য়ে দেখছে। ঐ চাঁদের পাশে কে! সরযূ না? ঐ যে আমায় হাত বাড়িয়ে ডাক্ছে।—না। কৈ! কেউ নাই

ত; কল্পনা! (বসিলেন; সহসা উঠিয়া) ঐ যে আবার ডাক্‌ল! আবার! আরও কাছে। না। এ কল্পনা—নয়। সরযূ আমায় ডাক্‌ছে! —ঐ আবার! এ কি! তার স্বর কি রাত্রির বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে! —ঐ যে আবার! এই যাই দিদি!—ক্ষমা কোরো দয়াময়ী!

নিজের বক্ষে ছোরা মারিলেন

ঠিক সেই সময়ে "দাদামহাশয় দাদামহাশয়" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দ্বার খুলিয়া ভবানীপ্রসাদের সহিত সরযূ প্রবেশ করিয়া বিশ্বেশ্বরের গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। বিশ্বেশ্বরের হস্ত হইতে ছোরা পড়িয়া গেল। প্রদীপ নিভিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর। কে তুই মায়াবিনী!

সরযূ। আমি আপনার দিদি সরযূ।

বিশ্বেশ্বর। তুই ত মরে' গেছিস্—ওঃ! আমায় এগিয়ে নিতে এসেছিস্?

সরযূ। না, আমি মরি নি। আপনাকে ছেড়ে কি আমি যেতে পারি দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। মরিস্ নি! গলায় দড়ি দিয়েছিলি যে—

সরযূ। না দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সে কি, তবে সব ভ্রম! তবে এতদিন ছিলি কোথা রাক্ষসী!

সরযূ। কিন্তু এ যে রক্ত!—দাদামহাশয়! এ কি!

বিশ্বেশ্বর। আমি চলেছি দিদি—

সরযূ। কোথায় দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। পরপারে। তবে যাই—সরযূ—দিদি!

সরযূর গলদেশ জড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—অপরাহ্ণ

মহিম ও শান্তা

মহিম। সরে' দাঁড়াও। তোমার নিঃশ্বাসে অগ্নিকুণ্ডের দুর্গন্ধ; তোমার অধরে কেউটে সাপের বিষ; তোমার স্পর্শে তুষানলের জ্বালা। কাছে এসো না। সরে' দাঁড়াও।

শান্তা। কেন, আমি তোমার কি করেছি?

মহিম। না, কিছু কর নি। আলেয়ার রূপ ধরে' এসে আমায় ভাগাড়ে টেনে এনে ফেলেছ। ঝড়ে মাঝ গঙ্গায় ফেলে হাল ছেড়ে দিয়ে ডুবিয়ে মেরেছ: আমাকে বিশ্বের বর্জ্জিত, সংসারের ঘৃণিত হয়ে কুকুর করে' ছেড়ে দিয়েছ, আমায় কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর, পাষণ্ড, পশুর অধম করেছ। আর কি কর্ব্বে!

শান্তা। সব দোষ আমাদেরই। আমরা পাপ, মড়ক, সর্ব্বনাশ—স্বীকার করি। আমরা ত আছিই, আর যতদিন মানুষ আছে, পৃথিবী আছে, সৃষ্টি আছে, ততদিন আমরা আছি, থাক্‌বো। ব্যাধির কীটাণুর মত, স্রোতের আবর্ত্তের মত, তীরের চোরাবালির মত, আমরা আছি, থাক্‌বো। কিন্তু তোমরা এ দূষিত বায়ুর মধ্যে সেঁধোও কেন? এ আবর্ত্তের মধ্যে এসে পড় কেন? এ চোরাবালিতে পা বাড়িয়ে দাও কেন? —দোষ আমাদেরই।

মহিম। এই কথা শোনাবার জন্যই কি তুমি এখানে এসেছো?

শান্তা। না, আমি তোমায় তোমার সহধর্ম্মিণীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহিম। তার ত ফাঁসি হয়েছে। আমার জন্য—

শান্তা। ফাঁসি হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নয়—

মহিম। তবে কার?

শান্তা। পার্ব্বতীর (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া) সেই—না, মাকে ফিরে পেয়েছি, আর কেন!—সে সতীর ফাঁসি হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে বটে!

মহিম। সে কি?

শান্তা। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পরদিনই সেই সতীর মৃত্যু হয়।

মহিম। কিসে?

শান্তা। জানি না কিসে। কোন চিকিৎসক সে রোগ ধর্ত্তে পারে নাই। আমি তার মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলাম। তাঁকে তৈলাভাবে প্রদীপটির মত ধীরে ধীরে নিভে যেতে দেখেছি। সে দৃশ্য আমি কখনও ভুল্‌বো না। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, "কোথায় যাচ্ছ জানো, বোন?" সতী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্লেন, "পরপারে—দাদামহাশয়ের কাছে।" আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, "তোমার এই বিষয় কি হবে?" দেবী সহাস্যে তাঁর মাতুলের মুখের পানে চেয়ে বল্লেন, "গরীবদের বিলিয়ে দিও মামা, দাদামহাশয় যা কর্ত্তেন।" তারপর আমার পানে চেয়ে বল্লেন, "বোন—তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় ত ব'লো যে আমি শেষ নিঃশ্বাসে তাঁর কল্যাণকামনা করে' মরেছি।" এই বলে', তাঁর স্থির চক্ষু স্বর্গের পানে চেয়ে রৈল।

মহিম। তবে যে বল্লে তুমি আমায়, আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছ!—আমার স্ত্রী ত স্বর্গে!

শান্তা। আমি তোমায় সেই স্বর্গের পথে নিয়ে যেতে চাই।

মহিম। তুমি! তুমি আমায় স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে! তুমি বেশ্যা—

শান্তা। তুমি যে তার অধম। সতীর গর্ভে তোমার জন্ম, সৎসঙ্গে তোমার বাস, তুমি কি করেছো বল দেখি? তোমার নরকেও স্থান নাই। বেশ্যার ঘরে লালিত, বেশ্যার কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েও, সেই

অন্ধকার গহ্বর থেকে, আমি নিজ শক্তিবলে এক পর্ব্বতভার ঠেলে উঠেছি। আর তুমি—যাক্। আমি তোমায় স্বর্গের পথ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলাম, আজ আমি তোমাকে সেই স্বর্গের পথে নিয়ে যাবো। আজ সে সাধ্য আমার আছে—যদিও আমি বেশ্যা!

সগর্ব্বে শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইল

মহিম। (চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে) এ কি!—না, না—তুমি ত বেশ্যা নও! বেশ্যা ত ও রকম গ্রীবা বক্র করে' মাথা উঁচু করে' দাঁড়ায় না। বেশ্যা ত ও রকম উজ্জ্বল স্নেহকরুণ মৃদু হাস্য হাসে না। বেশ্যা ত ও রকম সজল আনত নেত্রে অসীম অনুকম্পাভারে চায় না। তুমি ত বেশ্যা নও। কে তুমি!

শান্তা। আমি নারী! মায়ের প্রসাদে আমার কলঙ্ক ধৌত হ'য়ে গিয়েছে। আমি আজ মাকে পেয়েছি।

মহিম (সাগ্রহে) কোথায় পেলে! কোথায় পেলে! আমি যে পৃথিবীময় মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! একদিন উদ্‌ভ্রান্তবৎ এক সন্ন্যাসীর পদতলে পড়ে' বল্লাম, "আমার মা কোথায়?" তিনি বল্লেন, "খোঁজ, দেখ্‌তে পাবে।" তুমি পেয়েছ? কোথায় মা। কোথায় মা!

শান্তা। দেখ্‌বে এসো।

হাত ধরিয়া মহিমকে লইয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—শ্মশান। কাল—সন্ধ্যা

মহিম ও শান্তা

মহিম। কৈ! মা কৈ!

শান্তা। এইখানেই মা।

মহিম। (সাতিবিস্ময়ে) এখানে! এ ত শ্মশান।

শান্তা। এর মত জায়গা আর আছে! চেয়ে দেখ, ঐ পতিতপাবনী মা সুরধুনী তার উদ্দাম উচ্ছ্বাসে দুই কূল প্লাবিত করে' খরস্রোতে চলেছে। ঐ দেখ, নদীর পরপারে রক্তিম সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ঐ দেখ, লোলজিহ্ব চিতা জ্বল্‌ছে। ঐ দেখ, কত লোক শব কাঁধে করে' আস্‌ছে, নামাচ্ছে, পোড়াচ্ছে, মাটির দেহ ধূ ধূ করে' পুড়ে যাচ্ছে, আর তারা নির্নিমেষ নয়নে তাই চেয়ে দেখ্‌ছে, তার পরে চিরজন্মের মত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে' শূন্য ঘরে ফিরে যাচ্ছে! কি সুন্দর!

মহিম। (সবিস্ময়ে) সুন্দর!

শান্তা। অতি সুন্দর। জীবনের দীপ নিভে গিয়েছে; বেদনার স্পন্দন থেমে গিয়েছে; স্নেহের মোহ পুড়ে গিয়েছে; কৃষ্ণ মেঘের উপর বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে; জন্মের উপর মৃত্যু গর্জ্জে' উঠ্‌ছে!—তাই মা আমার শ্মশানচারিণী!

মহিম। কৈ মা!

শান্তা। একবার পরপারে চাও দেখি! চাও! কি দেখছো?

মহিম। রক্তিম সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

শান্তা। ওখানে নয়। জীবনের পরপারে চাও—কিছু দেখতে পাচ্ছ?

মহিম। না।

শান্তা। কাকে?

মহিম। কৈ মা!

শান্তা। একবার প্রাণ ভরে' মা বলে ডাক দেখি! দেখ, দেখতে পাও কি না! ডাক!

মহিম। মা! মা!

শান্তা। দেখতে পাচ্ছ না? আমি ত পাচ্ছি। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) বিশ্বব্যাপিনী বিবসনা উন্মাদিনী কালী করালী মা আমার! ও কি মূর্ত্তি! ঊর্দ্ধবাহু দুটি গগন ভেদ করে' উঠ্ছে, মাথার চারিদিকে ঘিরে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নৃত্য কর্চ্ছে, কটিদেশ জড়িয়ে ধরে' ধরণী স্তন্য পান কর্চ্ছে, পদতলে রসাতল মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে আছে। ঐ দেখ, মা তাঁর মুষ্টি দিয়ে সংহার ও সৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁর রসনায় হুঙ্কার ও অভয়বাণীর সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর বক্ষে জন্ম ও মৃত্যু স্পন্দিত হচ্ছে, তাঁর সম্মুখে স্বর্গ, পশ্চাতে নরক—দুই মহাসমুদ্রের মত পড়ে' রয়েছে। তাঁর বক্ষের উপর জগতের যত পুণ্যাত্মা ঘুমিয়ে আছে। ঐ দেখ, তোমার দাদামহাশয়, ঐ দেখ, তোমার স্ত্রী, ঐ দেখ, তোমার মা—জগন্মাতার বক্ষের উপর ঐ পরপারে।

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬